মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

জীবন্মুক্ত

মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী বিরচিত

মহাবাক্য-রত্নাবলী

ও

তাহার সরল বঙ্গানুবাদ

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনূদিত

বাঁশবেড়িয়া, হুগলি।

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

১১০ নং, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২৪ সাল।

মূল্য ১।০ টাকা

Printed by RADHASYAM Das.
2, Goabagan Street, Calcutta,

ভূমিকা।

জীবন্মুক্ত মহাত্মা তৈলঙ্গ-স্বামীর নাম অনেকেই বিদিত আছেন, এমন কি তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন এরূপ লোকও এখনও জীবিত আছেন। সেই মহাত্মার জীবনচরিত ও তত্ত্বোপদেশ লেখক এবং এই গ্রন্থের প্রকাশক তাঁহার অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অধিকাংশ অমানুষিক ঘটনাবলি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। যখনই সংসারে প্রবল অধর্ম্মের উদয় হয়, তখনই ভগবান্ স্বয়ং এইরূপ মহাপুরুষের দেহে আবির্ভূত হয়েন। "ব্রহ্ম-বিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্ম-বেত্তা পুরুষ স্বয়ং ব্রহ্ম হয়েন, এই শ্রুতিবাক্যের যথার্থতা মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীই দেখাইয়াছেন। এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিভ্রষ্ট অধর্ম্মবহুল সময়ে মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত ও তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্বোপদেশ এবং তাঁহার বিরচিত মহাবাক্যরত্নাবলি ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় জগতের যে কি উপকার করিলেন, তাহা আমি

সামান্য লেখনী দ্বারা কি লিখিব? তাঁহার উক্ত গ্রন্থাবলি ত্রিতাপে তাপিত মানবগণের ভবরোগ নাশের পরম ভেষজ-স্বরূপ এবং সংসারানলে দগ্ধ হৃদয়ের অমৃতবারিস্বরূপ। আমার বিশ্বাস, উক্ত গ্রন্থনিচয়ে ভগবান্‌কে পাইবার সহজ উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই মহাবাক্যরত্নাবলিখানি সমুদ্রমন্থনের সার অমৃতের ন্যায় ঈশাদি ১০৮ একশত আট উপনিষদের সার সঙ্কলন। দুর্ব্বোধ উপনিষদ্‌কে অজ্ঞ-লোকের সহজে বোধগম্য করাইবার জন্য জীবন্মুক্ত পরম কারুণিক তৈলঙ্গ স্বামী কৃপাপরবশ হইয়া এই মহাবাক্য-রত্নাবলিতে সমস্ত উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়াছেন ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমার বিশ্বাস শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এই মহাবাক্যরত্নাবলির পুনঃপুনঃ পাঠে বেদান্তের যাবতীয় বিষয়ই অতি সহজে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মুমুক্ষু গৃহস্থ এবং সন্ন্যা-সীর ইহা যে পরম আদরের ধন হইবে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শাস্ত্র বলিতেছেন "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি।" সকল কার্য্যেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধাসম্পন্ন মনুষ্যই কার্য্যে সফলতা লাভ করে।

যাঁহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া এই মহাবাক্যরত্নাবলি

নামক বেদান্ত গ্রন্থখানি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিবেন, তাঁহাদের অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত হইবে ইহা ধ্রুব। মনুষ্যের ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে মোক্ষই একমাত্র প্রার্থনীয়।

সেই মোক্ষ আবার ব্রহ্মজ্ঞানসাপেক্ষ, সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ শ্রুতিতে বেদান্তবাক্য সকলের (মহাবাক্য সকলের) শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন উক্ত হইয়াছে। শ্রবণাদি বিষয়ে শ্রুতির উপদেশ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি; আত্মনো বা দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

হে মৈত্রেয়ি সর্ব্বাধিক প্রিয় পরমাত্মাকেই দর্শন করিবে। ব্রহ্মবেত্তা এবং আচার্য্যের উপদেশ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ শ্রবণ করিবে বা জ্ঞাত হইবে, তদনন্তর উক্ত উপদেশ সকলের শাস্ত্রাবিরোধ তর্ক দ্বারা অনুসন্ধানতৎপর হইয়া মনন অর্থাৎ স্বরূপ অবধারণ করিবে। তাহার পর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে ব্রহ্ম স্বরূপের ধ্যান করিবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার দর্শনে শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনেই ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং তখন সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের কিছুই অবিদিত থাকে না। এক্ষণে ভগ-

বানের নিকট প্রার্থনা করি, শ্রদ্ধাসম্পন্ন সহৃদয়গণ এই মহাবাক্যরত্নাবলিরূপ অমৃতফল আস্বাদন করিয়া যেন তাঁহারা অমৃতস্বরূপই হন।

কলিকাতা
১৬ নং অদ্বৈতচরণ মল্লিক লেন,
রামবাগান।

শ্রীসত্যচরণ শর্ম্মা সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

উৎসর্গ।

যাঁহার অপরিসীম দয়া ও অসীম স্নেহের গুণে হৃদয়ের
আবিলতা দূর হইয়া
ভক্তিভাব প্রস্ফুরিত হইয়াছে,
যিনি অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া
হৃদয়ে নির্ম্মল ও পবিত্র জ্ঞানালোক সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন
যিনি সংসার সমুদ্রের অগাধ সলিলরাশির ভীষণ আবর্ত্তে
একমাত্র কর্ণধার হইয়া
পথ নিদর্শন করিয়া দিতেছেন,
যিনি কৃপা করিয়া নিজ করুণাকল্পতরুর সুশীতল ছায়ায়
এ অধমকে আশ্রয় দান করিয়া
চিরশ্রান্তি বিদূরিত করিয়া দিয়াছেন,
যিনি আমার মেঘাচ্ছাদিত ঘোরান্ধকারময় হৃদয়াকাশে
ধ্রুবতারা রূপে সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত,
যাঁহার পবিত্র করস্পর্শে
আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত,
সেই পরমারাধ্য, শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন শ্রীমৎ গুরুদেবের
শ্রীচরণ কমলে,
এই অমূল্যরত্ন ভক্তি পুষ্পাঞ্জলিরূপে
উৎসর্গীকৃত
হইল।

"দাসানুদাস উমাচরণ"

সূচীপত্র।

মঙ্গলাচরণ।

পঞ্চশান্তয়ঃ

বাক্-পূর্ণ-সহনাপ্যায়ং-ভদ্রং কর্ণেভিরেব চ।
পঞ্চশান্তীঃ পঠিত্বাদৌ পঠেদ্বাক্যান্যনন্তরম্॥

(বাক্) ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা, (পূর্ণ) ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং, (সহনা) ওঁ সহ নাববতু, (আপ্যায়ং) ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি এবং ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ ইত্যাদি পঞ্চ শান্তি পাঠ করত পরে এই মহাবাক্যরত্নাবলী পাঠ করিবে॥

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতমাবিরাবীর্ম এধি॥ বেদস্য ম আণীস্থঃ শ্রুতং মে মা প্রহাসীরনেনাধীতেনাহোরাত্রান্ সংদধাম্যৃতং বদিষ্যামি সত্যং বদিষ্যামি তন্মামবতু তদ্বক্তারমবতু অবতু মামবতু বক্তারমবতু বক্তারম্॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥১

হে স্বপ্রকাশ পরমাত্মন্! আমার বাক্য (অন্তঃকরণ) মনেতে প্রতিষ্ঠিত এবং আমার মন বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা প্রথমে মনেতে উদয় হয়, তৎপরে বাক্যদ্বারা উক্ত হয়, অতএব হে প্রভো! আমার মন এবং বাণী সদা যেন আপনার কৃপায় সাবধান হইয়া আপনার তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত থাকে। হে প্রকাশময় ব্রহ্ম চৈতন্য! আপনি আমার অবিদ্যাবরণাপনোদনার্থ আমার অন্তরে প্রকাশিত হউন। হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমার বাক্য এবং মন যেন বেদবিদ্যা আনয়নে সমর্থ হয়। হে প্রভো! (শ্রুতং) গুরুমুখ হইতে শ্রুত আমার তত্ত্বজ্ঞান যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে অর্থাৎ আমি যেন বিস্মৃত না হই। হে প্রভো! আমি যেন আমার এই অধীত বিদ্যা আলস্যরহিত হইয়া দিবারাত্রি চর্চ্চা করি। এই অধীত বিদ্যায় (ঋতং) পরমার্থভূতবস্তু যেন বলিতে থাকি এবং সত্য অর্থাৎ ব্যাবহারিক যথাভূত অর্থ যেন বলিতে থাকি। (তৎ) সেই ব্রহ্ম তত্ত্ব শিষ্যস্থানীয় আমাকে সদা রক্ষা করুন এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বক্তা অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেষ্টা গুরুকে রক্ষা করুন॥ হে সর্ব্বরক্ষক! আপনার কৃপায় আমাদের আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ যেন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয়॥১

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ॥ পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥২

(অদঃ) যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর (সূক্ষ্ম), তাহা ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ ; (ইদং) যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়-গোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, তাহাও ব্রহ্মদ্বারা পূর্ণ ; এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে ও সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগৎব্যাপ্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণতা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ পূর্ণতার হানি হয় না ॥ (ওঁ) হে মঙ্গলময় সর্ব্বরক্ষক পিতঃ ! (শান্তিঃ) আমাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপ আপনার কৃপায় যেন সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হয় ॥২

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বি নাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

সেই প্রসিদ্ধ প্রণবাখ্য পরমেশ্বর শিষ্য এবং আচার্য্য উভয়কে (অবতু) বিদ্যারূপ প্রকাশ দ্বারা রক্ষা করুন এবং (সহ নৌ ভুনক্তু) সেই প্রসিদ্ধ পরমেশ্বর

(শিষ্যাচার্য্য) আমাদিগকে বিদ্যাফল ভোগ করান। (সহ)আমরা শিষ্য এবং আচার্য্য উভয়ে মিলিয়া (বীর্য্যং) বিদ্যাকৃত সামর্থ্য (করবাবহৈ) যেন তাঁহার কৃপায় নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হই। হে তেজস্বিন্! আমাদিগের (অধীতং) অধীত বিদ্যা আপনার কৃপায় বীর্য্যবান্ হউক। (মা বিদ্বিষাবহৈ) হে প্রভো! আমরা যেন প্রমাদ বশতঃ কখনই পরস্পরের বিদ্বেষভাজন না হই ॥৩

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র-মথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরা-করণমস্ত্বনিরাকরণং মে অস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥৪

হে ঈশ্বর! আপনার কৃপায় আমার সমস্ত অঙ্গ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, বল ও ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি বা পুষ্টিলাভ করুক। উপনিষৎপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম আমার নিকট প্রতি-ভাত হউন। আমি যেন ব্রহ্মকে নিরাকরণ বা অস্বীকার না করি এবং ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান বা পরিত্যাগ না করেন। তাঁহার নিকট আমার এবং আমার নিকট

তাঁহার সর্ব্বদা অপ্রত্যাখ্যানতা বিদ্যমান থাকুক এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ আমাতে উপনিষদুক্ত ধর্ম্মসকল প্রকাশিত হউক ॥৪

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ। ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভিঃ। ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধ-শ্রবাঃ। স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ। স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥৫

হে দেবগণ! আমরা কর্ণদ্বারা যেন কল্যাণকর বিষয় শ্রবণ করি, চক্ষুদ্বারা যেন মঙ্গলময় দৃশ্য দর্শন করি এবং স্থিরতর দেহে স্তোত্রপরায়ণ হইয়া যেন দেবগণের হিত-কর আয়ু ভোগ করিতে সমর্থ হই॥ (স্বস্তি) এই মন্ত্রে মন্দবুদ্ধির উপর কৃপাদৃষ্টির জন্য ভগবান্‌কে প্রার্থনা করা হইতেছে। (ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ) হে ত্রিলোকপতিসর্ব্বৈশ্বর্য্য-দাতঃ ঈশ্বর! হে বৃহৎ কীর্ত্তিযুক্ত ইন্দ্র! আপনার কৃপায় আমাদিগের মন কল্যাণযুক্ত হউক। হে সর্ব্বজ্ঞ! হে পুষ্টি-কর্ত্তঃ ঈশ্বর! আপনি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ দ্বারা আমা-

দিগকে অনুগৃহীত করুন। হে অকুণ্ঠিতগতি তার্ক্ষ্যদেব অর্থাৎ গরুড়! আপনি আমাদের কল্যাণ বিধান করুন, এবং হে দেবগুরু বৃহস্পতি! আপনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। শান্তি, শান্তি, শান্তি ॥৫
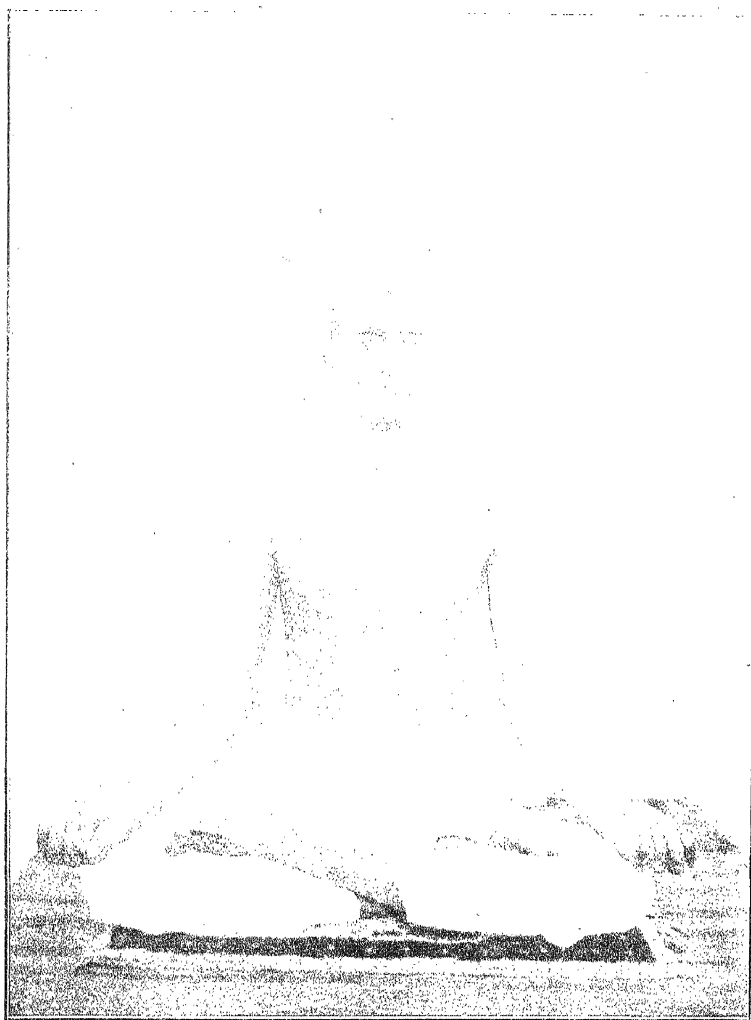
শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায়।

জীবন্মুক্ত

মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী বিরচিত

মহাবাক্য-রত্নাবলী

ও

তাহার সরল বঙ্গানুবাদ।

অথ সার্দ্ধান্তিকবিধিবাক্যানি ॥ ১ ॥

বেদবিহিত বিধিবাক্য সকল অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক বাক্য সকল উক্ত হইতেছে ॥

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত ॥ ১

(সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) নিজ-অজ্ঞান-বিকল্পিত ইদং-পদবাচ্য ব্যক্ত-প্রপঞ্চ সকল ব্রহ্মই স্বয়ং; যেহেতু নিমিত্তোপাদান কারণ ব্রহ্মই স্বয়ং কার্য্যরূপ প্রপঞ্চাকারে প্রকাশিত হয়েন। (তজ্জলানিতি) কারণ, প্রপঞ্চসমূহ

ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তাঁহাতে স্থিত এবং তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হয় অতএব কার্য্যকারণকল্পনা-রহিত হইয়া 'একমাত্র, প্রতিযোগিরহিত ব্রহ্মই আমি' এইরূপ উপাসনা-পরায়ণ হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মানুসন্ধানে সদা রত থাকিবে ॥১

আত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি ॥২

হে মৈত্রেয়ি! সর্ব্বাপহ্নবসিদ্ধ পরমাত্মাই আমি, ইহা দ্রষ্টব্য (সাক্ষাৎ জ্ঞেয়)। বেদান্তবাক্য শ্রবণ, তাহার অর্থের মনন এবং মননানন্তর যোগযুক্ত হইয়া নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যান ও তদনন্তর 'ব্রহ্মই আমি' এইরূপ সাক্ষাৎ-করণই ইহা জানিবার উপায় ॥২

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যঃ ॥৩

হে মনুষ্য বা প্রিয় শিষ্য! আত্মাকেই সাক্ষাৎ করিবে। শ্রুতি দ্বারা আত্মবিষয় শ্রবণ, যুক্তি দ্বারা আত্মবিষয়ের মনন এবং আত্মবিষয়ের নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগযুক্ত হইয়া সাক্ষাৎকরণই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় ॥৩

মহৎপদং জ্ঞাত্বা বৃক্ষমূলে বসেৎ ॥৪

মহৎপদ ব্রহ্মকে জানিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করিবে অর্থাৎ গৃহত্যাগ করিবে ॥৪

সচ্চিদানন্দাত্মানমদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ভাবয়েৎ ॥৫

সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে ভাবনা করিবে ॥৫

অহং ব্রহ্মাস্মীত্যনুসন্ধানং কুর্য্যাৎ ॥৬

আমিই ব্রহ্ম এরূপ অনুসন্ধান বা বিচার করিবে ॥৬

স তজ্‌জ্ঞো বালোন্মত্তপিশাচবজ্জড়বৃত্ত্যা
লোকমাচরেৎ ॥৭

সেই ব্রহ্মজ্ঞ, বালক উন্মত্ত এবং পিশাচের ন্যায় জড়-বৃত্তি দ্বারা নিজস্বরূপ গোপন করিয়া লোকালয়ে বিচরণ করিবে ॥৭

ব্রাহ্মণঃ সমাহিতো ভূত্বা তত্ত্বংপদৈক্যমেব
সদা কুর্য্যাৎ ॥ ৮

ব্রহ্মবেত্তা একাগ্রচিত্ত হইয়া তত্ত্বমসি অর্থাৎ তৎ এবং

ত্বং পদের ঐক্য ভাবনা করিবে অর্থাৎ জীবব্রহ্মের ঐক্য চিন্তা করিবে ॥ ৮

সর্ব্বত্রাদ্বৈতব্রহ্মবুদ্ধিং কুর্য্যাৎ ॥৯

সর্ব্বত্র দ্বৈতরহিত ব্রহ্মজ্ঞান করিবে অর্থাৎ নিজ আত্মাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে॥৯

আশাম্বরো ননমস্কারো নস্বাহাকারো নস্বধাকারো
ননিন্দাস্তুতির্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥১০

দিগম্বর, এবং কাহাকেও নমস্কার, যজ্ঞাদি বিষয়ে স্বাহা ও স্বধাকার এবং নিন্দাস্তুতি-বর্জ্জিত হইয়া যদৃচ্ছাভাবে নিজ ব্রহ্মস্বরূপে বিচরণ করিবে ॥১০

সর্ব্বতঃ স্বরূপমেব পশ্যন্ জীবন্মুক্তিমবাপ্য
প্রারব্ধপ্রতিভাসনাশপর্য্যন্তং স্বরূপানু-
সন্ধানেন বসেৎ ॥১১
স্বরূপানুসন্ধানং বিনান্যথাচারপরো ন
ভবেৎ ॥১২

সমস্ততেই নিজ ব্রহ্মস্বরূপকে দর্শন করিয়া জীবন্মুক্তি-প্রাপ্ত হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মজন্য মিথ্যাজ্ঞান নাশ পর্য্যন্ত নিজ ব্রহ্মস্বরূপানুসন্ধানে রত থাকিয়া অবস্থান করিবে।

স্বরূপানুসন্ধান ব্যতিরেকে অন্য কার্য্য কিছু করিবে না ॥১১, ১২

বেদান্তশ্রবণং কুর্ব্বন্ যোগং সমারভেৎ ॥১৩
আকুঞ্চনেন কুণ্ডলিন্যা কপাটমুদ্ঘাট্য
মোক্ষদ্বারং বিভেদয়েৎ ॥১৪

বেদান্তগ্রন্থ শ্রবণপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠান করিবে। কুণ্ডলিনী শক্তির আকুঞ্চন দ্বারা তাহার কপাটকে উদ্ঘাটন করত মোক্ষদ্বারকে ভেদ অর্থাৎ উদঘাটন করিবে ॥১৩,১৪

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদযচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ॥১৫
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদযচ্ছেচ্ছান্ত
আত্মনি ॥১৬

প্রাজ্ঞব্যক্তি বাক্য মন সংযত করিবে, উহা জ্ঞানে সংযত করিবে, এবং জ্ঞান আত্মায় সংযত করিবে। মহান্ আত্মায় জ্ঞানকে নিয়মিত করত আত্মাতে অর্থাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপে শান্ত হইয়া সংযত অবস্থায় থাকিবে ॥১৫, ১৬

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ ॥১৭
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনু সংজ্বরেৎ ॥১৮

যদি নিজ আত্মাকে ব্রহ্মরূপে জানিতে পার, তাহা

হইলে কিসের জন্য কামনা করিবে? কামনা করিয়া বা কোন্ বস্তুর কামনাতে নিজ শরীরকে পীড়াদান করিবে? যেহেতু কামনাই দুঃখের মূল। তুমি যদি নিজে ব্রহ্মস্বরূপ হইলে, তাহা হইলে তোমার আর প্রার্থনার বিষয় কি রহিল? ॥১৭, ১৮

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ ॥১৯
নানুধ্যায়াদ্বহূঞ্ শব্দান্বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥২০

ধীর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে জানিয়া নিজস্বরূপ জ্ঞান করিবে। তাঁহাকে বহু বাক্য দ্বারা অনুধ্যান করিবে না, কারণ বহু বাক্য দ্বারা অনুধ্যান করিলে বাক্যের অপব্যবহার মাত্র করা হয় অর্থাৎ তাহাতে বুদ্ধিভ্রংশ হয় ॥ ১৯, ২০

যতো নির্ব্বিষয়স্যাস্য মনসো মুক্তিরিষ্যতে ॥২১
অতো নির্বিষয়ং নিত্যং মনঃ কার্য্যং মুমুক্ষুণা ॥২২

যেহেতু মন নির্ব্বিষয় (বিষয়শূন্য) হইলে মুক্তিলাভ হয়, অতএব মুক্তিকামী পুরুষের মনকে নির্বিষয় অর্থাৎ বাসনাবর্জ্জিত করাই কর্ত্তব্য ॥ ২১, ২২

চিত্তমেব হি সংসারস্তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ ॥২৩

চিত্ত হইতেই সংসার (ভোগ) উৎপন্ন, অতএব চিত্তকে যত্নপূর্ব্বক শুদ্ধ করিবে ॥ ২৩

দৃশ্যং হ্যদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ ॥২৪
মায়াকার্য্যমিদং ভেদমস্তি চেদ্ব্রহ্মভাবনম্ ॥২৫

এক্ষণে ভাবনার স্বরূপ উক্ত হইতেছে :—দৃশ্য জগৎকে অদৃশ্যব্রহ্মরূপে ভাবনা করিয়া দৃশ্যকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবে। এই প্রত্যক্ষ জগৎ মায়াকার্য্য এবং অনন্তভেদযুক্ত, এইরূপ জ্ঞানেতে 'সমস্তই ব্রহ্ম' এই ভাবনা করিবে ॥ ২৪, ২৫

দেহোঽহমিতি দুঃখং চেদ্ব্রহ্মাহমিতি নিশ্চয়ঃ ॥২৬

যদি মায়াকার্য্য দেহেতে আত্মাভিমানবশতঃ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উক্ত আত্মাভিমান ত্যাগ করত 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ নিশ্চয় করিবে ॥ ২৬

হৃদয়গ্রন্থিরস্তিত্বে ছেদনে ব্রহ্মচক্রকম্ ॥২৭
সংশয়ে সমনুপ্রাপ্তে ব্রহ্মনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥২৮

হৃদয়গ্রন্থিরূপ অবিদ্যার অস্তিত্ব ছেদনে ব্রহ্মচক্রই

সমর্থ। 'আমি ব্রহ্ম কি না' এই সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হইলে 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি করিবে ॥ ২৭, ২৮

বিজ্ঞেয়োঽক্ষরতন্মাত্রং জীবিতং চাপি চঞ্চলম্ ॥২৯
বিহায় শাস্ত্রজালানি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্ ॥৩০

জীবনকে ক্ষণভঙ্গুর এবং চঞ্চল জানিয়া অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপেই জীবনকে তন্ময় করিবে। শাস্ত্রজালকে ত্যাগ করিয়া যাহা সত্য ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার উপাসনা করিবে ॥ ২৯, ৩০

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ ॥৩১
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্ত্যক্তং জগত্ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ ॥৩২

যাহার স্ত্রী আছে, তাহারই স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা সম্ভব; যাহার স্ত্রী নাই, তাহার স্ত্রীসম্ভোগের উৎপত্তি কোথায়? স্ত্রীসম্ভোগেচ্ছা ত্যাগ করিলেই জগৎ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং জগৎ ত্যাগ করিলেই মনুষ্য সুখী হয় ॥৩১, ৩২

চিত্তং কারণমর্থানাং তস্মিন্ সতি জগত্রয়ম্ ॥৩৩
তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তচ্চিকিৎস্যং প্রযত্নতঃ ॥৩৪

পুরুষার্থের কারণই চিত্ত এবং চিত্ত থাকিলেই

ত্রিজগৎও কাজেই থাকে। চিত্ত ক্ষীণ হইলে জগতের (জাগতিক বিষয়ের) ক্ষয় হয়, অতএব চিত্তব্যাধির চিকিৎসা যত্নপূর্ব্বক করিবে ॥৩৩, ৩৪

স্বপ্তেরুত্থায় স্বপ্ত্যন্তং ব্রহ্মৈকং প্রবিচিন্ত্যতাম্ ॥৩৫
গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ পবিশঞ্ছয়ানো বান্যথাপি বা ॥৩৬

নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া যাবৎ নিদ্রা না হয়, একমাত্র ব্রহ্মকেই ভাবনা করিবে। যদি তুমি কোথায়ও গমন, অবস্থান, উপবেশন বা শয়ন করিয়া থাক, তাহা হইলেও একমাত্র ব্রহ্মকেই ভাবনা করিবে ॥ ৩৫, ৩৬

যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মারামঃ সদা মুনিঃ ॥৩৭
জ্যোতির্লিঙ্গং ভ্রুবোর্মধ্যে নিত্যং ধ্যায়েৎ সদা যতিঃ ॥৩৮

নিজ ব্রহ্মস্বরূপেই রমণকারী মননশীল পুরুষ ব্রহ্মাতে যথেচ্ছ বাস করিবে এবং যোগী সদা নিজ ভ্রূমধ্যে ব্রহ্মকে জ্যোতির্ম্ময়স্বরূপে ভাবনা করিবে ॥৩৭, ৩৮

আত্মানমাত্মনঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম বুদ্ধ্বা সুনিশ্চলম্ ॥৩৯
দেহজাত্যাদিসম্বন্ধান্ বর্ণাশ্রমসমন্বিতান্ ॥৪০
একাকী নিস্পৃহস্তিষ্ঠেন্নহি কেন সহালপেৎ ॥৪১

সাক্ষাৎ ব্রহ্মবুদ্ধি দ্বারা নিজ আত্মাকে নিশ্চয় করিয়া,

এবং জাত্যাদি বর্ণাশ্রমস্থ সম্বন্ধিগণকে ত্যাগ করত একাকী নিঃস্পৃহ অবস্থান করিয়া, কাহারও সহিত আলাপ করিবে না অর্থাৎ মৌনী হইয়া থাকিবে ॥৩৯, ৪০, ৪১

উত্তন্নারায়ণেত্যেবং প্রতিবাক্যং সদা যতিঃ ॥৪২
মুনিঃ কৌপীনবাসাঃ স্যান্নগ্নো বা ধ্যানতৎপরঃ ॥৪৩

সন্ন্যাসী সর্ব্বদা "নারায়ণ" এই প্রতিবাক্য মাত্র বলিবে এবং মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক কৌপীনধারী অথবা নগ্ন থাকিয়া সদা ব্রহ্মধ্যানে তৎপর থাকিবে ॥ ৪২, ৪৩

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরাশিষঃ ॥৪৪
আত্মনৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥৪৫

একমাত্র পরমাত্মাতেই রমণশীল এবং বাসনা ও প্রার্থনাবর্জ্জিত হইয়া একমাত্র পরমাত্মার আশ্রয় অবলম্বন করত পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ॥৪৪, ৪৫ ॥

সন্দিগ্ধঃ সর্ব্বভূতানাং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতঃ ॥৪৬
অন্ধবজ্জড়বচ্চাপি মূকবচ্চ মহীং চরেৎ ॥৪৭

সকলের নিকট (সন্দিগ্ধ হইয়া) আত্মগোপন করিয়া,

ও বর্ণাশ্রমরহিত হইয়া অন্ধের ন্যায় বা জড়ের ন্যায় অথবা বোবার ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিবে॥ ৪৬, ৪৭

যদযৎ পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ ॥৪৮
যদযচ্ছৃণোতি কর্ণাভ্যাং তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ ॥৪৯
লভতে নাসয়া যদযত্তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ ॥৫০
জিহ্বয়া যদ্রসং হ্যত্তি তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ ॥৫১
ত্বচা যদযৎ স্পৃশেদ্‌যোগী তত্তদাত্মেতি ভাবয়েৎ ॥ ৫২
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ ॥ ৫৩

চক্ষু দ্বারা যাহা দর্শন করিবে তাহা ব্রহ্মস্বরূপ ভাবনা করিবে, এবং কর্ণ দ্বারা যাহা শ্রবণ করিবে তাহাও ব্রহ্ম-স্বরূপ ভাবনা করিবে। নাসিকা দ্বারা যে গন্ধ গ্রহণ করিবে এবং জিহ্বা দ্বারা যে রস আস্বাদন করিবে তাহাও ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করিবে। ত্বক্ দ্বারা যাহা স্পর্শ করিবে তাহাও ব্রহ্মময় বলিয়া ভাবিবে। এই প্রকারে শিষ্য (মুমুক্ষু) নিজ দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন করিবে॥ ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ ॥ ৫৪
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রাবলোকিনী ॥ ৫৫

দৃষ্টিকে নাসাগ্র-অবলোকনী না করিয়া দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্য জগতের যাহাতে বিরাম বা লয় প্রাপ্তি হয়, সেই ব্রহ্মকেই সদা দর্শন করিবে ॥ ৫৪, ৫৫

দেবাগ্ন্যগারে তরুমূলে গুহায়াং
বসেদসঙ্গোঽলক্ষিতশীলবৃত্তঃ ॥ ৫৬

দেবালয়, অগ্ন্যাগার (যেখানে যজ্ঞাদি হয়), বৃক্ষমূল এবং পর্ব্বতগুহায় সঙ্গবর্জ্জিত, এবং স্বভাব চরিত্র অন্যে বুঝিতে না পারে এরূপ হইয়া যতি বাস করিবে ॥ ৫৬

নিরিন্ধনজ্যোতিরিবোপশান্তো
ন চোদ্বিজেদুদ্বিজেদ্‌যত্র কুত্র ॥ ৫৭

যেরূপ কাষ্ঠরহিত অগ্নি উপশান্ত (নির্ব্বাণ) হয়, সেইরূপ বিষয়রূপ ইন্ধন-বর্জ্জিত হইয়া মুমুক্ষু কোনও বিষয়ে উৎকণ্ঠাযুক্ত হইবে না ॥ ৫৭

শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষু-
র্যোঽনূচানো হ্যভিজজ্ঞৌ সমানঃ ॥ ৫৮

শান্ত (অন্তরিন্দ্রিয় সংযত), দান্ত (বহিরিন্দ্রিয় সংযত) উপরত (ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য বিষয়ে চিন্তাবর্জ্জিত), তিতিক্ষু (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ববর্জ্জিত), শ্রদ্ধা এবং সমাধান-

যুক্ত বিদ্বান্ সৎপুরুষ যোগী ব্রহ্মসদৃশ অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হয়েন ॥৫৮

ত্যক্তৈষণো হ্যনৃণস্তং বিদিত্বা
মৌনী বসেদাশ্রমে যত্র কুত্র ॥ ৫৯

উপরোক্ত ব্রহ্মভাবারূঢ় মুনি যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, এবং প্রজা (সন্তান) উৎপাদন দ্বারা দেবর্ষিপিতৃঋণ মোচন করত পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণাদি বিবিধ এষণা অর্থাৎ কামনা ত্যাগ করিয়া যে কোনও আশ্রমে বাস করিবে ॥৫৯

যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব হ্যাসনৈশ্চ সুসংযুতঃ ॥ ৬০
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ কৃত্বাদৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৬১
সর্ব্বচিন্তাং পরিত্যজ্য সাবধানেন চেতসা ॥ ৬২
নির্ব্বিকল্পঃ প্রসন্নাত্মা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৬৩

যোগশাস্ত্রোক্ত যম ও নিয়ম সাধনযুক্ত এবং আসন-সিদ্ধ হইয়া নাড়ীশুদ্ধি করত প্রাণায়াম করিবে। সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করত নির্বিকল্প ব্রহ্মেতে প্রসন্নতাযুক্ত হইয়া সাবধান চিত্তে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩

মরুদভ্যসনং সর্ব্বং মনোযুক্তং সমভ্যসেৎ ॥ ৬৪
ইতরত্র ন কর্ত্তব্যা মনোবৃত্তির্মনীষিণা ॥ ৬৫

যাবৎ ব্রহ্মেতে মন একাগ্র না হয়, তাবৎ রেচক, পূরক এবং কুম্ভকাত্মক প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র মনোবৃত্তিকে সংযুক্ত করিবে না অর্থাৎ সদাই ব্রহ্ম ভাবনা করিবে ॥ ৬৪, ৬৫

ইতি প্রথমং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

———

সার্দ্ধাস্তিকবন্ধমোক্ষবাক্যানি ॥ ২ ॥

ব্রহ্মবোধক বাক্য সকলের কথনানন্তর এবং মোক্ষ-স্বরূপের অবগতির জন্য বেদোক্ত বন্ধ ও মোক্ষবাক্য সকল কথিত হইতেছে ॥

দেহাদীনাত্মত্বেনাভিমন্যতে সোঽভিমান আত্মনো বন্ধঃ ॥১

তন্নিবৃত্তির্মোক্ষঃ ॥২

অনাত্ম দেহাদিতে আত্মা বলিয়া (আমিই দেহ, আমিই ইন্দ্রিয় ইত্যাদি) যে ভাব হয়, তাহাকে অভিমান বলে ; এই অভিমানকেই আত্মার বন্ধ বলে। (অভিমানরূপ) উক্ত বন্ধের নিবৃত্তিকে মোক্ষ বলে ॥ ১, ২

দেবমনুষ্যাদ্যুপাসনাকামসংকল্পো বন্ধঃ ॥৩

ব্রহ্মাতিরিক্ত দেবতা এবং মনুষ্যাদির (শুকাদি ঋষিমুনির) উপাসনা করিবার কামনা বা সংকল্পকে বন্ধ বলে ॥ ৩

কর্ত্তৃত্বাদহঙ্কারসঙ্কল্পো বন্ধঃ ॥৪

আমি সকল বিষয়ের কর্ত্তা, সর্ব্বকর্ম্মফলভোক্তা ইত্যাদি অহঙ্কারযুক্ত সঙ্কল্পকে বন্ধ বলে ॥ ৪

অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যাশাসিদ্ধসঙ্কল্পো বন্ধঃ ॥৫

অণিমাদি (অণিমা, লঘিমা, গরিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব) অষ্ট যোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধি আমার হউক, এই আশাসিদ্ধ সঙ্কল্পকে বন্ধ বলে ॥ ৫

যমাদ্যষ্টাঙ্গযোগসঙ্কল্পো বন্ধঃ ॥৬

যমাদি (যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান ও সমাধি) অষ্টাঙ্গ যোগসাধনার সঙ্কল্পকে বন্ধ বলে ॥ ৬

কেবলং মোক্ষাপেক্ষাকামসঙ্কল্পো বন্ধঃ ॥৭

"আমার অবিদ্যাবন্ধন মুক্ত হউক" এইরূপ মোক্ষকামী পুরুষের সঙ্কল্পকে বন্ধ বলে, কারণ আত্মা স্বতঃই মুক্ত বলিয়া মোক্ষ কামনার বিষয় নহে ॥ ৭

সঙ্কল্পমাত্রসম্ভবো বন্ধঃ ॥৮

মোক্ষসঙ্কল্পমাত্রের উৎপত্তিকে বন্ধ বলে ॥ ৮

নিত্যানিত্যবস্তুবিচারাদনিত্যসংসারসুখদুঃখবিষয়-
সমস্তক্ষেত্রমমতাবন্ধক্ষয়ো মোক্ষঃ ॥৯

নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর বিচার (বিবেক) দ্বারা অনিত্য সংসারের সুখ দুঃখ বিষয় সকলের ক্ষেত্র অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান মমতারূপ বন্ধনের ক্ষয়কে মোক্ষ বলে ॥ ৯

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥১০

মনই মনুষ্যের বন্ধ এবং মোক্ষের কারণ ॥ ১০

বন্ধনং বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥১১

মনের বিষয়াসক্তিই বন্ধন, নির্ব্বিষয় মনই মুক্তির কারণ ॥ ১১

মমেতি বধ্যতে জন্তুর্ন মমেতি বিমুচ্যতে ॥১২

'ইহা আমার' এরূপ জ্ঞান দ্বারা জীব বদ্ধ হয় ; 'ইহা আমার নয়' এইরূপ ভাবনা দ্বারা মুক্ত হয় ॥ ১২

মমত্বেন ভবেজ্জীবো নির্ম্মমত্বেন কেবলঃ ॥১৩

মমত্বযুক্ত হইয়া জীবপদবাচ্য হয়; মমত্বরহিত হইয়া কেবল অর্থাৎ মুক্ত হয় ॥ ১৩

স্বসঙ্কল্পবশাদ্বদ্ধো নিঃসঙ্কল্পাদ্‌বিমুচ্যতে ॥ ১৪

নিজ বাসনা দ্বারাই বদ্ধ হয়, এবং বাসনারহিত হইয়া মুক্ত হয় ॥ ১৪

দ্রষ্টা দৃশ্যবশাদ্বদ্ধো দৃশ্যাভাবে বিমুচ্যতে ॥১৫

দ্রষ্টা জীব দৃশ্যের বশ হেতু (দৃশ্যেতে অভিমানযুক্ত হইয়া) বদ্ধ হয়, এবং যখন দৃশ্যেতে অভিমানরহিত হয়, ও "দৃশ্য ব্রহ্মাত্মক, অন্য কিছুই নহে" এরূপ ভাবনা করে, তখন মুক্ত হয় ॥ ১৫

ইচ্ছামাত্রমবিদ্যেয়ং তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে ॥১৬
ভোগেচ্ছামাত্রকং বন্ধস্তত্ত্যাগো মোক্ষ উচ্যতে ॥১৭
চিচ্চৈত্যকলনা বন্ধস্তন্মুক্তির্মুক্তিরুচ্যতে ॥১৮

ভোগেচ্ছামাত্রকে অবিদ্যা বলে, বিদ্যা দ্বারা ভোগেচ্ছা-ত্যাগকে মোক্ষ বলে। ভোগেচ্ছা মাত্রই বন্ধ, এবং ভোগেচ্ছাত্যাগই মোক্ষ। জীবের চিত্ত এবং চিত্তের বিষয়াভিমুখতাই বন্ধ। স্বাত্মাতিরিক্ত চিত্ত এবং চৈত্য বিষয়ের ত্যাগই মুক্তি ॥ ১৬, ১৭, ১৮

অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থাপরিগ্রহঃ ॥১৯

বিষয়ে অনাস্থাই নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি, বিষয়ে আস্থা-গ্রহণই দুঃখ অর্থাৎ বন্ধ ॥১৯

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে ॥২০

কর্ম্মদ্বারা জীব বদ্ধ হয়, এবং জ্ঞানের দ্বারা মুক্ত হয় ॥২০

স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিস্তদ্‌ভ্রংশোঽহংত্ববেদনম্ ॥২১

আত্মার নিজস্বরূপে অবস্থানকে মুক্তি বলে, নিজস্বরূপ-চ্যুতিই অহংত্বের পরিচায়ক (অর্থাৎ অবিদ্যা বশতঃ আত্মার দেহাদিতে মমতা উৎপন্ন হয়) ॥২১

চিত্তে চলতি সংসারো নিশ্চলে মোক্ষ উচ্যতে ॥২২

চিত্ত যখন বিষয়ে চলিত (আসক্ত বা বৃত্তিযুক্ত) হয়, তখনই সংসার অর্থাৎ বন্ধ, এবং যখন চিত্ত নিশ্চল অর্থাৎ নির্বৃত্তিক হয়, তখন জীবের মোক্ষ ॥২২

বন্ধো হি বাসনাবন্ধো মোক্ষঃ স্যাদ্বাসনাক্ষয়ঃ ॥২৩

বিষয়-বাসনাবদ্ধ হওয়াই বন্ধন, বাসনাক্ষয়ই মোক্ষ ॥২৩

পদার্থভাবনাদার্ঢ্যং বন্ধ ইত্যভিধীয়তে ॥২৪

বাসনাতানবং ব্রহ্ম মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥২৫

বিষয়-ভাবনার দৃঢ়তাকে বন্ধ বলে, এবং বিষয়বাসনা-ক্ষয়কারী ব্রহ্মকে মোক্ষ বলে ॥ ২৪, ২৫

ন মোক্ষো নভসঃ পৃষ্ঠে ন পাতালে ন ভূতলে ॥২৬
সর্ব্বাশাসংক্ষয়ে চেতঃক্ষয়ো মোক্ষ ইতীষ্যতে ॥২৭

আকাশপৃষ্ঠে, পাতালে কিংবা ভূতলে মোক্ষ নাই; নির্ব্বিষয়তা হেতু সকল আশার ক্ষয় হইলে চিত্তের যে ক্ষয় অর্থাৎ (বৃত্তিরহিত হওয়া), তাহাকে মোক্ষ বলে ॥২৬, ২৭

মোক্ষো মেঽস্ত্বিতি চিন্তান্তর্জাতা চেদুত্থিতং মনঃ ॥২৮
মননোত্থে মনস্ত্বেষ বন্ধঃ সাংসারিকো মতঃ ॥২৯

'বন্ধনকে অপেক্ষা করিয়া আমার মোক্ষ হউক' এইরূপ মননোত্থিত চিন্তাই সাংসারিক বন্ধ ॥ ২৮, ২৯

তদমার্জ্জনমাত্রং হি মহাসংসারতাং গতম্ ॥৩০
তৎ প্রমার্জ্জনমাত্রং তু মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে ॥৩১

সেই মনের অশুদ্ধি জন্যই মহাসাংসারিকতা (বন্ধভাব)

উপস্থিত হয়, এবং সেই মনের শুদ্ধি মাত্রকেই মোক্ষ বলে (সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি যোগদর্শনে) ॥ ৩০, ৩১

ইতি দ্বিতীয়ং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্ধান্তিকাবিদ্বন্নিন্দাবাক্যানি ॥৩

অনন্তর অবিদ্বানের অর্থাৎ অবিদ্যাগ্রস্তের সরূপাবগতির জন্য নিন্দাবাক্য সকল কথিত হইতেছে।

অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুঃ ॥১

আমা হইতে যিনি ভিন্ন তিনিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা, এবং তাঁহা হইতে আমি ভিন্ন জীব বা দেহধারী, ও আমাদের উভয় (জীব ও ঈশ্বর) হইতে জগৎ ভিন্ন, এরূপ যে মনে করে এবং নিজ হইতে ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে, সে জানে না যে, সে নিজে অজ্ঞ পশুমাত্র ॥ ১

অত্র ভিদামিব মন্যমানঃ শতধা সহস্রধা
ভিন্নো মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি ॥২

এই ভেদশূন্য ব্রহ্মতে জগৎ জীব ও পরমেশ্বরের পরস্পর ভেদ যে স্বীকার করে, নিজ স্বরূপে অনভিজ্ঞ সেই মূঢ় নিজস্বরূপসহ শতসহস্র প্রকারে নিজে অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণকে প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া যাতায়াত করে) ॥ ২

কর্ত্তৃত্বাদহঙ্কারভাবনারূঢ়ো মূঢ়ঃ ॥৩

নিজ বুদ্ধিতে অবিদ্যা-বিকল্পিত হইয়া শরীরে আমিত্ব স্থাপন করত 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাকার অহঙ্কার-ভাবনারূঢ় অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে মূঢ় বলে ॥ ৩

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥৪

যে ব্যক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এই জগৎ এবং জীবেতে ব্রহ্ম হইতে নানাত্ব (ভেদদর্শন) করে, সেই ব্যক্তি জন্ম-মরণরূপ গতাগতি পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪

অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে ॥৫
প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ ॥৬

ছায়াতে প্রতিবিম্বিত বৃক্ষশাখার অগ্রভাগস্থ ফলের আস্বাদন যেরূপ মিথ্যা, সেইপ্রকার মূঢ়ব্যক্তি 'নিজে ব্রহ্ম' এইরূপ না জানিয়া ব্রহ্মেতে বৃথা বিষয় আনন্দ ভোগ করে ॥ ৫, ৬

অষ্টাঙ্গঞ্চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্ ॥৭
ওঁকারং যো ন জানাতি ব্রাহ্মণো ন ভবেত্তু সঃ ॥৮

যে ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ, চতুষ্পাদ্, ত্রিস্থান এবং পঞ্চদৈবতযুক্ত

ওঁকারকে না জানে, সে কখনই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মনিষ্ঠ) নহে ॥ ৭, ৮

(অষ্টাঙ্গ—অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্র, নাদ, বিন্দু, কলা, কলাতীত। চতুষ্পাদ্—বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুর্য্য ; অথবা বিরাট্, সূত্র, বীজ, তুর্য্য। ত্রিস্থান—কৈলাস, বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক ; অথবা সত্ত্ব, রজ, তমঃ ; অথবা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। পঞ্চদৈবত—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব)।

অতিবর্ণাশ্রমং রূপং সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥৯

যো ন জানাতি সোঽবিদ্বান্ কদা মুক্তো ভবিষ্যতি ॥১০

বর্ণাশ্রমের অতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের রূপকে যে ব্যক্তি না জানিতে পারে, সেই অবিদ্বান্ ব্যক্তি কোন্ কালে মুক্ত হইবে ? অর্থাৎ কখনই মুক্ত হইবে না ॥ ৯, ১০

কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ ॥১১

তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥১২

স্বাতিরিক্ত (নিজ ভিন্ন) দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি করিয়া সর্ব্বত্র “এই আমার হউক, এই আমার হউক” ইত্যেবং প্রকার বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ ব্রহ্মবার্ত্তাতে কুশল হইয়াও

ব্রহ্মেতে বৃত্তিহীন অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানরহিত বলিয়া নিজ নিজ অজ্ঞান বশতঃ পুনঃ পুনঃ এই সংসারে যাতায়াত করে ॥ ১১, ১২

কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ ॥১৩

যে যতি কেবল কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়াছে এবং কেবল উদরপরায়ণ, সে জ্ঞানবর্জ্জিত অর্থাৎ অজ্ঞ ॥ ১৩

স্বায়ত্তমেকান্তহিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনম্ ॥১৪
যস্য দুষ্করতাং যাতং ধিক্ তং পুরুষকীটকম্ ॥১৫

নিজ নিজ অজ্ঞান হইতে "ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক" ইত্যাদি স্বেপ্সিত কামনাসমূহ উত্থিত হয়; কিন্তু 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নয়' এইরূপ জ্ঞান দ্বারা উক্ত কামনা সকল পরিত্যক্ত হয়। উক্ত কামনা সকলের ত্যাগ-সূচক, সকলেরই আয়ত্ত, একান্ত হিতকর ব্রহ্মজ্ঞান যে ব্যক্তির দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, সেই পুরুষাধমকে ধিক্ ॥ ১৪, ১৫

অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা ॥১৬
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ কেহ বা সুখম্ ॥১৭

অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বকে যাহারা জানিতে পারে না,

তাহারা সর্ব্ববিষয়ে ভ্রান্ত হয়; অতএব তাহাদিগের মুক্তি বা কোথায়, সুখই বা কোথায়? ॥ ১৬, ১৭

অজ্ঞানোপহতো বাল্যে যৌবনে বনিতাহতঃ ॥১৮
শেষে কলত্রচিন্তার্ত্তঃ কিং করোতি নরাধমঃ ॥১৯

মানুষ বাল্যকালে অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, যৌবনে স্ত্রী দ্বারা নষ্টজ্ঞান এবং বার্দ্ধক্যে স্ত্রীপুত্রাদির চিন্তায় প্রপীড়িত। এরূপ নরাধম কোন্ কার্য্যের উপযোগী হইতে পারে? ১৮, ১৯ ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন জন্তবঃ ॥২০
ধরাবিবর মগ্নানাং কীটানাং সমতাং গতাঃ ॥২১

অজ্ঞানী জীবগণ নিজ নিজ ইচ্ছা দ্বেষ হইতে সমুত্থিত শীতোষ্ণসুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্বেতে মোহযুক্ত হইয়া ধরাবিবর-স্থিত কীট সকলের ন্যায় কেবল অসার মাত্র (অর্থাৎ উহাদের জীবন বিফল) ॥২০, ২১

ইতি তৃতীয়ং প্রকরণম্ সমাপ্তম্॥

সার্ধান্তিকজগন্মিথ্যাবাক্যানি ॥৪

এক্ষণে জগতের মিথ্যাস্বরূপাবগতির জন্য জগন্মিথ্যা বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ ॥

ব্রহ্ম ভিন্ন স্থাবর জঙ্গমাত্মক অন্য কিছুই নাই ॥ ১

বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং
মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ২

মৃত্তিকাই সত্য, মৃত্তিকার বিকার সকল (ঘটশরাবাদি) মিথ্যা বা নাম মাত্র। মৃত্তিকাই ঘটাদির পারমার্থিক রূপ, উহার অন্য সংস্থান (ঘটাদি রূপ) কাল্পনিক ॥ ২

অতোঽন্যদার্ত্তম্ ॥৩

ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য যাবতীয় বস্তু নশ্বর বা মিথ্যা ॥ ৩

ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ॥৪

ব্রহ্মের দ্বিতীয় নাই ॥ ৪

নাত্র কাচন ভিদাস্তি নৈব তত্র কাচন ভিদাস্তি ॥৫

ব্রহ্মেতে কোনও প্রকার ভেদ নাই (অর্থাৎ তিনি সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ রহিত)॥ ৫

সর্ব্বং বিকারজাতং মায়ামাত্রম্ ॥ ৬

সমস্ত বিকারজাত বস্তু মায়া মাত্র (অর্থাৎ মিথ্যা)॥৬

সর্ব্বত্র নহ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিঃ ॥৭

নাস্তি দ্বৈতং কুতো মর্ত্ত্যম্ ॥৮

ব্রহ্মের দ্বৈতসিদ্ধি কুত্রাপি নাই। অখণ্ড এবং একরস ব্রহ্মেতে যখন জগৎ এবং জীবাদি-ভেদযুক্ত দ্বৈতরূপ জগৎ নাই, তখন অবাস্তব ভেদরূপ মনুষ্যাদি কিরূপে তাঁহাতে সম্ভব হইতে পারে? ॥ ৭, ৮

প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ ॥৯

শশশৃঙ্গের ন্যায় অলীক প্রপঞ্চ যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে "ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই" এরূপ জ্ঞান দ্বারা নিশ্চয়ই প্রপঞ্চজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় ॥ ৯

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥১০

এই পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চ মায়াকার্য্য বলিয়া মায়া-

মাত্র জানিবে ; কিন্তু পরমার্থতঃ প্রপঞ্চকে অদ্বৈত বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে এইরূপ জানিবে ॥১০

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ ॥১১

প্রতিযোগিরহিত ব্রহ্মেতে কেহ যদি অজ্ঞান বশতঃ গুরুশিষ্যশাস্ত্রাদিরূপ ভেদবুদ্ধির কল্পনা করে, তাহা হইলে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই, এরূপ গুরূপদেশ দ্বারা উহার অবশ্যই নিবৃত্তি হয় ॥ ১১

উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥১২

উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হইলে দ্বৈতভাব বিদূরিত হয় ॥ ১২

দ্বিতীয়কারণাভাবাদনুৎপন্নমিদং জগৎ ॥১৩

ব্রহ্ম ভিন্ন জগতের দ্বিতীয় কারণ না থাকায় এই জগৎ উৎপত্তিশীল নহে, কারণ ব্রহ্মই বিবর্ত্তরূপে জগদাকারে প্রতিভাত হন ॥ ১৩

যথৈবেদং নভঃ শূন্যং জগচ্ছূন্যং তথৈব হি ॥১৪

যেমন আকাশ শূন্য, সেইপ্রকার এই জগৎও শূন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নহে ॥ ১৪

ইদং প্রপঞ্চং যকিঞ্চিদ্‌যদ্‌যজ্জগতি বীক্ষ্যতে ॥১৫
দৃশ্যরূপঞ্চ দৃগ্রূপং সর্ব্বং শশবিষাণবৎ ॥১৬

এই দৃশ্যমান জগতে দৃশ্য এবং দ্রষ্টরূপ যাহা কিছু প্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়, সমস্তই শশকের শৃঙ্গের ন্যায় অলীক বলিয়া জানিবে ॥ ১৫, ১৬

ইদং প্রপঞ্চং নাস্ত্যেব নোৎপন্নং নো স্থিতং জগৎ ॥১৭
চিত্তং প্রপঞ্চমিথ্যাহুর্নাস্তি নাস্ত্যেব সর্ব্বদা ॥১৮

এই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নাই এবং ইহা উৎপন্ন বা বিদ্যমানও নহে। শ্রুতি চিত্তকেই প্রপঞ্চ বলিয়াছেন; চিত্ত ভিন্ন অন্য কোনও প্রপঞ্চ নাই এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চ-কল্পনার মূল চিত্তও বিদ্যমান থাকে না ॥ ১৭, ১৮

মায়াকার্য্যাদিকং নাস্তি মায়া নাস্তি ভয়ং নহি ॥১৯
পরং ব্রহ্মাহহমস্মীতি স্মরণস্য মনো নহি ॥২০

মায়ার কার্য্যাদি নাই। যখন মায়া নাই, তখন মায়া জন্য দ্বৈতজ জ্ঞানের ভয়ও নাই। যখন ব্রহ্মভিন্ন মায়া-কার্য্য নাই, তখন 'আমিই ব্রহ্ম' এরূপ স্মরণকারী মনেরও অস্তিত্ব নাই ॥ ১৯, ২০

বন্ধ্যাকুমারবচনে ভীতিশ্চেদস্তিদং জগৎ ॥২১
শশশৃঙ্গেণ নাগেন্দ্রো মৃতশ্চেজ্জগদস্তি সৎ ॥২২

বন্ধ্যার পুত্রের বচনে যদি ভয় উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে এই দৃশ্য জগৎও সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ যেরূপ বন্ধ্যার পুত্র হওয়া অসম্ভব এবং সেই কল্পিত পুত্রের বচনে ভয় হওয়াও অসম্ভব, সেইরূপ এই জগতের অস্তিত্বও মিথ্যা। শশকের শৃঙ্গরূপ অঙ্কুশ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া যদি হস্তীর মৃত্যু হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই জগতের অস্তিত্বেরও সম্ভব হইতে পারে অর্থাৎ শশকের শৃঙ্গও হইবে না এবং সেই কল্পিত শৃঙ্গ-বিদ্ধ হইয়া হস্তীর মৃত্যুর সম্ভাবনাও নাই; এইপ্রকার জগতের অস্তিত্বও সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অসম্ভব॥ ২১, ২১

মৃগতৃষ্ণাজলং পীত্বা তৃপ্তশ্চেদস্তিদং জগৎ ॥২৩
গন্ধর্ব্বনগরে সত্যে জগদ্ ভবতি সর্ব্বদা ॥২৪

মৃগতৃষ্ণার জল পান করিয়া যদি পিপাসার নিবৃত্তি হয়, তাহা হইলে জগৎ থাকাও সম্ভব। (মরুভূমিতে উৎকট রবিরশ্মি পতিত হইলে বালুকায় প্রতিফলিত হইয়া 'জল রহিয়াছে' এরূপ ভ্রম জন্মায়, এবং মৃগগণ তৃষ্ণায়

কাতর হইয়া সেই জল পানে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে ধাবিত হয়; সেই জলচ্ছায়া অলীক ও গমনশীল বলিয়া তৎপানদ্বারা তাহাদের পিপাসানিবৃত্তি ও তৃপ্তি যেরূপ অসম্ভব, সেইপ্রকার এই জগতের অস্তিত্বও সর্ব্বথৈব মিথ্যা॥ যদি গন্ধর্ব্বনগর সত্য হয়, তাহা হইলে জগৎও সর্ব্বদা সত্য; কিন্তু গন্ধর্ব্বনগরও অলীক, সুতরাং জগৎও মিথ্যা॥ ২৩, ২৪

গগনে নীলিমাসত্ত্বে জগৎ সত্যং ভবিষ্যতি ॥২৫
মাসাৎ পূর্ব্বং মৃতো মর্ত্ত্যো হ্যাগতশ্চেজ্জগদ্ভবেৎ ॥২৭

আকাশের নীল রং যদি সত্য হয় এবং একমাস পূর্ব্বের মৃতব্যক্তি যদি পুনরায় জীবিত হইয়া আগমন করে, তাহা হইলে এই জগতের অস্তিত্বও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু আকাশের নীল রংও সত্য নহে এবং মৃতব্যক্তির জীবিত হইয়া পুনরাগমনও সত্য নহে; সুতরাং জগৎও সর্ব্বথৈব মিথ্যা॥ ২৫, ২৬

গোস্তনাদুদ্ভবৎক্ষীরপুনরারোপণে জগৎ ॥২৭
জ্বালাগ্নিমণ্ডলে পদ্মবৃদ্ধিশ্চেদস্ত্বিদং জগৎ ॥২৮
জ্ঞানিনো হৃদয়ং মূঢ়ৈর্জ্ঞাতং চেদস্ত্বিদং জগৎ ॥২৯

গাভীস্তন হইতে দুগ্ধদোহন করার পর পুনরায় তাহা যদি উহাতে আরোপিত হয়, প্রজ্বলিত অগ্নিতে যদি পদ্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় এবং জ্ঞানী মনুষ্যের হৃদয় যদি মূর্খেরা জানিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই জগতের অস্তিত্বও সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ঐ সকলই অসম্ভব, সুতরাং জগতের অস্তিত্বও মিথ্যা ॥ ২৭, ২৮, ২৯

আজকুক্ষৌ জগন্নাস্তি হ্যাত্মকুক্ষৌ জগন্নহি ॥ ৩০

চতুরানন ব্রহ্মার উদরে অথবা নিজ ব্রহ্মস্বরূপে কিম্বা দ্বৈতাত্মকে জগতের বিদ্যমানতা নাই ॥ ৩০

সর্ব্বদা ভেদকলনং দ্বৈতাদ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥ ৩১

সর্ব্বদা ভেদজ্ঞানের কারণ দ্বৈত এবং অদ্বৈত জ্ঞানেরও অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই ॥ ৩১

নাস্তি নাস্তি জগৎ সর্ব্বং গুরুশিষ্যাদিকং নহি ॥ ৩২
সচ্চিদানন্দমাত্রোঽহমনুৎপন্নমিদং জগৎ ॥ ৩৩

দৃশ্য জগৎও নাই, গুরুশিষ্যাদি সম্বন্ধও নাই। আমি

সচ্চিদানন্দস্বরূপ মাত্র এবং এই জগৎ অনুৎপন্ন অর্থাৎ আমি থাকিলেই জগৎ এবং আমি না থাকিলে জগতেরও সম্ভব হয় না ॥ ৩২, ৩৩

ইতি চতুর্থং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্ধান্তিকোপদেশবাক্যানি ॥ ৫

জগৎ মিথ্যা এই জ্ঞান লাভের অনন্তর বিশুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মবেত্তার 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান লাভের জন্য বেদোক্ত উপদেশবাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং যৎ সত্যং
স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥ ১

এই যে অণিমা অর্থাৎ সূক্ষ্মতম পরমকারণ, এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক, অর্থাৎ নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় (জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে)। একমাত্র সেই পরম কারণ ব্রহ্মই সত্য, তিনিই (ব্যাপক রূপে) আত্মা। হে শ্বেতকেতো! তুমিই সেই পরম বস্তু (তাঁহা হইতে অতিরিক্ত নহ) ॥ ১

অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি ॥ ২

হে জনক! অভয়স্বরূপ ব্রহ্মকে তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছ ॥ ২

ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাং চাপরিগ্রহং চ সত্যঞ্চ
যত্নেন হে রক্ষতো হে রক্ষতো হে রক্ষত ইতি ॥৩

হে শিষ্য! ব্রহ্মচর্য্য (অষ্টাঙ্গ মৈথুন বর্জ্জন), অহিংসা (মন শরীর এবং বাক্য দ্বারা কাহারও হিংসা না করা), অপরিগ্রহ (নিজ শরীর রক্ষার উপযোগী দ্রব্যভিন্ন, অন্য দ্রব্য গ্রহণ না করা), এবং সত্য (কায়মনোবাক্যে যথার্থ ব্যবহার করা) অতিযত্নের সহিত পালন করিবে ॥ ৩

তত্ত্বমসি ত্বং তদসি ॥ ৪

তুমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই তুমি ॥ ৪

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্ ॥ ৫
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬

যাহা মন দ্বারা মনন করা যায় না, কিন্তু যাহা মনের একমাত্র বাঞ্ছনীয়, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। তুমি যে প্রত্যক্ষ বস্তুকে উপাসনা করিতেছ, তাহা ব্রহ্ম নহে ॥ ৫, ৬

যৎ পরং ব্রহ্ম সর্বাত্মা বিশ্বস্যায়তনং মহৎ ॥ ৭
সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং তত্ত্বমেব ত্বমেব তৎ ॥ ৮

যিনি পরম ব্রহ্ম এবং সকলের আত্মা অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তরে ব্যাপক, তিনিই এই বিশ্বের একমাত্র মহান্ আশ্রয়। তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং নিত্যবস্তু। তুমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৭, ৮

অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে ॥ ৯

সেই ব্রহ্ম সকলের অন্তরে পূর্ণরূপে বিরাজিত এবং বহির্দ্দেশেও পূর্ণরূপে বিরাজিত। তিনি সমুদ্রে পূর্ণকুম্ভের ন্যায় সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ॥ ৯

অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে ॥ ১০

আকাশস্থ শূন্যকুম্ভের ন্যায় নির্ব্বিশেষ হেতু সেই ব্রহ্ম অন্তর্বাহ্যকল্পনাশূন্য হইয়াও বাহ্যাভ্যন্তরদেশে সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন ॥ ১০

মা ভব গ্রাহ্যভাবাত্মা গ্রাহকাত্মা চ মা ভব ॥ ১১
ভাবনামখিলং ত্যক্ত্বা যচ্ছিষ্টং তন্ময়ো ভব ॥ ১২

হে শিষ্য। গ্রাহ্য যে দৃশ্য তাহাকে গ্রহণ করিও না, গ্রাহক ভাবও ('আমি দ্রষ্টা' এরূপ ভাবও) গ্রহণ করিও না। যাবতীয় ভাবনা ('জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা'
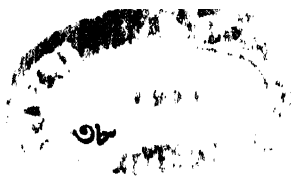
এই ত্রিপুটীর ভাব) ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যে ব্রহ্মভাব, তাহাতে তন্ময় হও অর্থাৎ ব্রহ্মময় হও ॥ ১১, ১২

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদি ত্যক্ত্বা বাসনয়া সহ ॥ ১৩
দর্শনপ্রথমাভাসমাত্মানং কেবলং ভজ ॥ ১৪

বাসনা সহিত দ্রষ্টা দর্শন এবং দৃশ্যজ্ঞান ত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মাকে ভজনা কর। 'স্বাতিরিক্ত দ্রষ্টা জীব, দর্শন ঘটাদিবিষয়ক এবং দৃশ্যঘটাদি' এই ত্রিপুটি জ্ঞানেরও প্রকাশক পরমাত্মা। 'আমি সেই পরমাত্মস্বরূপ' এরূপ জ্ঞানযুক্ত হও ॥ ১৩, ১৪

চিত্তাকাশং চিদাকাশমাকাশঞ্চ তৃতীয়কম্ ॥ ১৫
দ্বাভ্যাং শূন্যতরং বিদ্ধি চিদাকাশং মহামুনে ॥ ১৬

আকাশ ত্রিবিধ ঃ—চিদাকাশ, চিত্তাকাশ, ভূতাকাশ। হে মহামুনে! চিদাকাশ (সদা চিৎরূপেণ কাশতে অর্থাৎ যাহা সদা চিৎরূপে প্রকাশ পান), সেই জন্য সেই চিদাকাশ, চিত্তাকাশ এবং ভূতাকাশবর্জ্জিত। 'ব্রহ্মই সদা চিৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন' এবং 'ঐ উভয়াকাশই চিদাকাশের অন্তর্গত' এইরূপ জানিবে ॥ ১৫,১৬
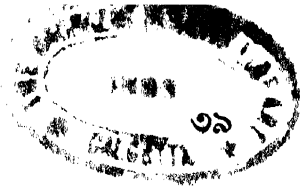
ধ্যানতো হৃদয়াকাশে চিতি চিচ্চক্রধারয়া ॥ ১৭
মনো মারয় নিঃশঙ্কং ত্বাং প্রবধ্নন্তি নারয়ঃ ॥ ১৮

'আমিই ব্রহ্ম' এই ধ্যান দ্বারা হৃদয়াকাশস্থিত চৈতন্যে চিৎরূপ চক্রধারা দ্বারা মনকে নির্দ্দয়রূপে দমন করিবে; কারণ মন বশীভূত হইলেই কামাদিরূপ (স্রক্, চন্দন, বনিতাদি) রিপুগণ ব্রহ্মনিষ্ঠকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭,১৮

ভোগৈকবাসনাং ত্যক্ত্বা ত্যজ ত্বং ভেদবাসনাম্ ॥১৯
ভাবাভাবৌ ততস্ত্যক্ত্বা নির্ব্বিকল্পঃ স্থিরো ভব ॥ ২০

বিষয়ভোগের বাসনা ত্যাগ করিয়া জগৎ এবং জীব-ব্রহ্মের ভেদবাসনাও ত্যাগ করিবে। তদনন্তর ভাব এবং অভাব উভয়কে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে স্থির হইবে ॥ ১৯,২০

ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ ॥ ২১
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্ত্যজ ॥ ২২

(শ্রুতিস্মৃতিবিহিত) ধর্ম্ম এবং (শ্রুতিস্মৃতিপ্রতি-ষিদ্ধ) অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা উভয়কে ত্যাগ করিবে।

সত্য এবং মিথ্যা উভয় জ্ঞান ত্যাগ করিয়া যে অজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান উদয় হইতেছে, উহাকে ত্যাগ কর এবং ব্রহ্মকে ভাবনা কর ॥ ২১,২২

আত্মন্যতীতে সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বরূপেঽথবা ততে ॥ ২৩
কো বন্ধঃ কশ্চ বা মোক্ষো নির্ম্মলং মননং কুরু ॥২৪

সমস্তই ব্রহ্ম। 'এই সিদ্ধ সর্ব্বব্যাপক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেতে অবিদ্যাজন্য বন্ধ বা কোথায় এবং জ্ঞানজন্য মুক্তি বা কোথায়' এই বন্ধমোক্ষজ্ঞানরহিত মননশীল হও অর্থাৎ স্বাতিরিক্ত বন্ধ এবং মোক্ষ কল্পনা মিথ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ২৩,২৪

আশা যাতু নিরাশাত্বমভাবং যাতু ভাবনা ॥ ২৫
অমনস্ত্বং মনো যাতু তবাসঙ্গেন জীবতঃ ॥ ২৬

তোমার ভোগাশাকে নিরাশায় (বৈরাগ্যে) পরিণত কর এবং ভাবনাকে ব্রহ্মাতিরিক্ত বিষয়ে অভাবনায় পরিণতকর। মনকে বৃত্তিরহিত কর এবং আসক্তিবর্জ্জিত হইয়া জীবন ধারণ কর ॥ ২৫,২৬

একমাদ্যন্তরহিতং চিন্মাত্রমমলং ততম্ ॥ ২৭
খাদপ্যতিতরাং সূক্ষ্মং তদ্ব্রহ্মাসি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮

একমাত্র, আদি এবং অন্তরহিত, চিৎমাত্র, শুদ্ধ, সর্ব্ব-ব্যাপক, আকাশ হইতেও অতিসূক্ষ্ম ব্রহ্মই তুমি, ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ২৭,২৮

রক্ষকো বিষ্ণুরিত্যাদি ব্রহ্মা সৃষ্টেস্তু কারণম্ ॥ ২৯
সংহারে রুদ্র ইত্যেবং সর্ব্বং মিথ্যেতি নিশ্চিনু ॥ ৩০

বিষ্ণু সৃষ্টির রক্ষক (পালনকর্ত্তা), ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ (কর্ত্তা) এবং রুদ্র সংহারকর্ত্তা, এরূপ জ্ঞান মিথ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ২৯,৩০

মত্ত্যক্তং নাস্তি কিঞ্চিদ্বা মত্ত্যক্তা পৃথিবী তু বা ॥ ৩১
ময়াতিরিক্তং যদ্‌যদ্বা তত্তন্নাস্তীতি নিশ্চিনু ॥ ৩২

আমি ভিন্ন কিছুই নাই এবং আমার অতিরিক্ত পৃথিবীও নাই। আমার অতিরিক্ত যাহা কিছু আছে তাহার অস্তিত্ব নাই, এইরূপ নিশ্চয় জানিবে । ৩১,৩২

অনাত্মেতি প্রসঙ্গো বা অনাত্মেতি মনোঽপি বা ॥ ৩৩
অনাত্মেতি জগদ্বাপি নাস্ত্যনাত্মেতি নিশ্চিনু ॥ ৩৪

অনাত্মা অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন প্রসঙ্গ (বার্ত্তা), আত্মা

ভিন্ন মন, এবং আত্মা ভিন্ন জগৎও নাই, এইরূপ নিশ্চয় জানিবে ॥ ৩৩,৩৪

আদিমধ্যাবসানেষু দুঃখং সর্ব্বমিদং যতঃ ॥ ৩৫
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য তত্ত্বনিষ্ঠো ভবানঘ ॥ ৩৬

যেহেতু আদি মধ্য এবং অন্তে সমস্তই দুঃখময়, অতএব হে নিষ্পাপ! সকল প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ হও ॥ ৩৫, ৩৬

নিদ্রায়া লোকবার্ত্তায়াঃ শব্দাদেরাত্মবিস্মৃতেঃ ॥ ৩৭
কচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি ॥ ৩৮

নিদ্রার, লোকবার্ত্তার (লৌকিক ব্যবহারের), শাব্দিক জ্ঞানের এবং আত্মবিস্মৃতির অবসর না দিয়া ব্রহ্মেতে নিজ আত্মাকে ভাবনা করিবে ॥ ৩৭, ৩৮

সর্ব্বব্যাপারমুৎসৃজ্য অহং ব্রহ্মেতি ভাবয় ॥ ৩৯
অহং ব্রহ্মেতি নিশ্চিত্য ত্বহংভাবং পরিত্যজ ॥ ৪০

সমস্ত জাগতিক ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা করিবে। 'আমি ব্রহ্মই' এইরূপ

নিশ্চয় করিয়া নিজের দেহাদিতে অহংভাব ত্যাগ করিবে ॥ ৩৯, ৪০

ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি ॥ ৪১
বিলোপ্যাখণ্ডভাবেন তুষ্ণীং ভব সদা মুনে ॥ ৪২

ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশে বিলুপ্ত হয়, হে মুনে! সেইরূপ নিজ আত্মাকে পরমাত্মায় লীন করত তুমি পরমাত্মার সহিত অখণ্ড অর্থাৎ 'পরমাত্মা ও তুমি এক' এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবে ॥ ৪১, ৪২

চিদিহাস্তীতি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ ॥ ৪৩
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি ভাবয় ॥ ৪৪

যাহা কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্য বস্তু, তাহা চৈতন্যমাত্র। সমস্ত জগৎ চিন্ময়। 'চিত্ত এবং দৃশ্যলোক সকল চৈতন্য মাত্র' এইরূপ ভাবনা কর ॥ ৪৩, ৪৪

সত্যচিদ্ঘনমখণ্ডমদ্বয়ং
সর্বদৃশ্যরহিতং নিরাময়ম্ ॥ ৪৫
যৎ পদং বিমলমদ্বয়ং শিবং
তৎ সদাহমিতি মৌনমাশ্রয় ॥ ৪৬

যাহা সত্য, ঘনীভূত চিৎস্বরূপ, অখণ্ড, অদ্বয়, সমস্ত দৃশ্যরহিত, স্থূলসূক্ষ্ম এবং কারণশরীরের অভাব হেতু নিরাময় (রোগরহিত), যাহা প্রার্থনার পদ, বিমল এবং শিবস্বরূপ, সেই ব্রহ্ম আমি, এই ভাবনাযুক্ত হইয়া মৌন ব্রত অবলম্বন কর ॥ ৪৫, ৪৬

জন্মমৃত্যুসুখদুঃখবর্জ্জিতং
জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগম্ ॥ ৪৭
চিদ্বিবর্ত্তজগতোঽস্য কারণং
তৎ সদাহমিতি মৌনমাশ্রয় ॥ ৪৮

জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখরহিত, জাতি নীতি কুল এবং গোত্রবর্জ্জিত, চিৎস্বরূপ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত এই জগৎ এবং এই জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ, এই-রূপ ভাবনাযুক্ত হইয়া মৌনকে আশ্রয় কর ॥ ৪৭, ৪৮

পূর্ণমদ্বয়মখণ্ডচেতনং
বিশ্বভেদকলনাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪৯
অদ্বিতীয়পরমং চিদাত্মকং
তৎ সদাহমিতি মৌনমাশ্রয় ॥ ৫০

পূর্ণস্বরূপ, অদ্বয়, অখণ্ড, চেতনস্বরূপ, প্রপঞ্চাদি-

ভেদরহিত, পরমজ্ঞানস্বরূপ আমি—এইরূপ জ্ঞাত হইয়া মৌনকে আশ্রয় করিবে ॥ ৪৯, ৫০

স্বাত্মনোঽন্যতয়া ভাতং চরাচরমিদং জগৎ ॥ ৫১
স্বাত্মমাত্রতয়া বুদ্ধা তদস্মীতি বিভাবয় ॥ ৫২

'নিজ আত্মা হইতে ভিন্ন যে জগৎ প্রতিভাত হই-তেছে তাহা নিজ আত্মাই' এইরূপ ভাবিয়া আমিই এই জগৎস্বরূপ, এইরূপ ভাবনা করিবে ॥ ৫১, ৫২

বিলোপ্য বিকৃতিং কৃৎস্নাং সংভবব্যত্যয়ক্রমাৎ ॥ ৫৩
পরিশিষ্টঞ্চ চিন্মাত্রং চিদানন্দং বিচিন্তয় ॥ ৫৪

প্রকৃতিজাত বিকৃতির সম্পূর্ণ বিলোপ করিয়া আত্মা হইতে জগতের উৎপত্তি এবং আত্মাতেই জগতের লয়, এই ক্রম অবলম্বন করত উৎপত্তি এবং প্রলয়ের পর অবশিষ্ট একমাত্র চৈতন্যময় ব্রহ্মই থাকেন (ব্রহ্মেতেই প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজ বিকারজাত ভূতভৌতিক পদার্থ সকল লয় করিয়া আমিই অবশিষ্ট চিন্মাত্র এবং আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম) এইরূপ ভাবনা করিবে ॥ ৫৩,৫৪

ইতি পঞ্চমং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্ধান্তিকজীবব্রহ্মৈক্যবাক্যানি ॥ ৬

এক্ষণে জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যপ্রতিপাদক বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

স যশ্চায়ং পুরুষে ॥ ১

সেই সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম জীবসমূহে প্রত্যগাত্মরূপে বিরাজিত আছেন ॥ ১

যশ্চাসাবাদিত্যে ॥ ২

স একঃ ॥ ৩

যে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম আদিত্যমণ্ডলে বিরাজিত, তিনিই একমাত্র অর্থাৎ অদ্বিতীয় ॥ ২, ৩

সত্যমাত্মা ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাত্মৈবাত্র হ্যেব
ন বিচিকিৎস্যতাম্ ॥ ৪

একমাত্র ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ এবং জীবগণের আত্মারূপে বিরাজিত, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪

ত্বং ব্রহ্মাসি ॥ ৫

অহং ব্রহ্মাস্মি ॥ ৬

আবয়োরন্তরং ন বিদ্যতে ত্বমেবাহমহমেব ত্বম্ ॥ ৭

হে জীব, তুমিই ব্রহ্ম। আমিও ব্রহ্ম। ব্রহ্ম এবং জীব (ভগবান্ এবং ভক্ত) আমাদের উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। তুমিই আমি এবং আমিই তুমি ॥ ৫, ৬, ৭

গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা
দেবাশ্চ সর্ব্বে প্রতিদেবতাসু ॥ ৮
কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি ॥ ৯

পঞ্চদশ কলা (নামরূপাদি উপাধি) স্ব স্ব কারণরূপ নিজ নিজ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাতে লয় প্রাপ্ত হয়। কর্ম্ম সকল, বিজ্ঞানময়কোশযুক্ত জীবাত্মা এবং বিশ্ববিরাট্ হিরণ্যগর্ভাদি স্ব স্ব উপাধিলোপের পর অব্যয় পরম ব্রহ্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৮, ৯

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ ॥ ১০

স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্ ॥ ১১

যদ্দ্বারা শ্রবণ করা যায়, গন্ধ গ্রহণ করা যায়, কথা কহা যায় এবং স্বাদু ও অস্বাদু রস জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বলে (প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি শ্রুতিঃ) ॥ ১০, ১১

চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু ॥ ১২
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাণ্ডং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মষ্যপি ॥১৩

ব্রহ্ম হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা, মনুষ্য এবং গবাদি পশু-সমুহে একমাত্র চৈতন্যময় ব্রহ্মই প্রজ্ঞানস্বরূপে বিরাজিত। সেই প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম আমাতেও বিরাজিত। অর্থাৎ সমস্তই প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ১২, ১৩

পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহেঽবিদ্যাধিকারিণি ॥ ১৪
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে ॥ ১৫
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ ॥ ১৬

এই অবিদ্যার আশ্রয় দেহেতে একমাত্র ব্রহ্মই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। তিনিই বুদ্ধির (সাক্ষিরূপে) অহংপদবাচ্য দ্রষ্টা হইয়া দেহে স্থিত আছেন। স্বতঃ পরিপূর্ণ পরমাত্মা এখানে ব্রহ্মশব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন ॥ ১৪, ১৫, ১৬

অস্মীত্যৈক্যপরামর্শাত্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥ ১৭
একমেবাদ্বিতীয়ং সন্নামরূপাবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৮

'আমিই ব্রহ্ম' এই বিচার দ্বারা আমি ব্রহ্মস্বরূপ ইহা ভাবনা করিবে। সেই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, সৎস্বরূপ এবং নামরূপাদিবর্জ্জিত ॥ ১৭, ১৮

সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ ত্বং তদিতীর্য্যতে ॥ ১৯
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বংপদেরিতম্ ॥ ২০

সৃষ্টির পূর্ব্বে (প্রলয়কালে) এবং এক্ষণে (সৃষ্টিকালে) ত্বং এবং তৎ (তত্ত্বমসি) এই বেদান্তবাক্য দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষিত হইয়াছেন। শ্রোতার (শিষ্যের) দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব ত্বং পদ দ্বারা উক্ত হইয়াছে ॥ ১৯, ২০

একতা গ্রাহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্ ॥ ২১
স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্ ॥ ২২

ত্বং পদের লক্ষ্য এই যে তুমি, দৃশ্য গ্রাহ্য বস্তুতে ব্রহ্মরূপে ঐক্য ভাবনা করিবে অর্থাৎ ত্বং পদের লক্ষ্য, জীব হইতে অভিন্ন তৎপদবাচ্য ব্রহ্মই আমি এইরূপ ভাবনা

করিবে। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইতি' এই শ্রুতির অর্থ শ্রুতিই বিশদ করিয়া দেখাইতেছেন ঃ—সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ অর্থাৎ তিনি সাধনাদি-অপেক্ষা-বর্জ্জিত, অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষজ্ঞানস্বরূপ ॥ ২১, ২২

অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে ॥ ২৩

অহঙ্কারাদি হইতে দেহ পর্য্যন্ত যিনি অবিদ্যা দ্বারা আশ্রয় করিয়া আছেন, তাঁহাকে প্রত্যাগাত্মা বা জীবাত্মা বলে (প্রাতিলোম্যেন অঞ্চতীতি) ॥ ২৩

দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীয়তে ॥ ২৪

ব্রহ্মশব্দেন তদ্ব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপকম্ ॥ ২৫

একমাত্র ব্রহ্মই নিজ অবিদ্যা দ্বারা রচিত দৃশ্যমান সমস্ত জগতের তত্ত্বস্বরূপ লক্ষিত হইয়াছেন ॥ ২৪, ২৫

মায়াবিদ্যে বিহায়ৈব উপাধী পরজীবয়োঃ ॥ ২৬

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্ম বিলক্ষ্যতে ॥ ২৭

পরমাত্মা এবং জীবাত্মার মায়া এবং অবিদ্যা এই উপাধি ত্যাগ করিলে ত্বং পদদ্বারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই লক্ষিত হয়েন ॥ ২৬, ২৭

সকারঃ খেচরী প্রোক্তস্ত্বংপদং চেতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৮
হকারঃ পরমেশঃ স্যাত্তৎপদং চেতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৯
সকারো ধ্যায়তে জন্তুর্হকারো হি ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩০

সোঽহং শব্দের ব্যাখ্যা লিখিত হইতেছে—সকার শব্দদ্বারা খেচরী বীজ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ 'খং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিদ্বারা আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর উক্ত হইয়াছেন, অতএব 'স' শব্দ দ্বারা সর্ব্ব্যাপক ত্বং পদ লক্ষ্যার্থ জীব উক্ত হইয়াছে। হকার দ্বারা পরমেশ উক্ত হইয়াছেন এবং তৎপদ লক্ষ্যার্থ ব্রহ্মই হকার শব্দ দ্বারা উক্ত হইয়াছেন, ইহা নিশ্চয় করিবে। সকার শব্দের প্রতিপাদ্য জীব যখন নিজ জীবত্ব পরিত্যাগ করে, তখন হকারলক্ষ্য পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯, ৩০

আদ্যো রা তৎপদার্থঃ স্যান্মকারস্ত্বংপদার্থবান্ ॥ ৩১
তয়োঃ সংযোজনমসীত্যর্থে তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ৩২

আদ্য 'রা' শব্দ তৎ পদার্থের লক্ষ্যার্থ এবং মকার ত্বং পদার্থের লক্ষ্যার্থ। হে জীব! তুমি রা এবং মকারের সংযোজন অর্থাৎ অভিন্ন হইতেছ অর্থাৎ রাম শব্দ দ্বারা জীব চৈতন্য হইতে অভিন্ন পরমাত্মা উক্ত হইয়াছেন, এইরূপ অর্থ ব্রহ্মবেত্তাগণ করিয়াছেন জানিবে ॥ ৩১, ৩২

নমস্ত্বমর্থো বিজ্ঞেয়ো রামস্তৎপদমুচ্যতে ॥ ৩৩
অসীত্যর্থে চতুর্থী স্যাদেবং মন্ত্রেষু যোজয়েৎ ॥ ৩৪

'নমঃ' শব্দে ত্বং পদ লক্ষ্য ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন এবং রাম শব্দে তৎ পদ লক্ষিত হইয়াছে। অসি এই অর্থে চতুর্থীর প্রয়োগ হয়। এই প্রকার সকল মন্ত্রে ব্রহ্মানুসন্ধান তুল্য বলিয়া জানিবে; কারণ ব্রহ্ম, শব্দপ্রতিপাদ্য ॥ ৩৩ ৩৪

ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে ॥৩৫
সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ ॥ ৩৬

যেরূপ দুগ্ধ দুগ্ধে, তৈল তৈলে এবং জল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আত্মবিৎ ব্রহ্মবেত্তা মুনি ব্রহ্মই হইয়া যান (ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম ভবতীতি শ্রুতিঃ) ॥ ৩৫, ৩৬

ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্বয়ম্ ॥ ৩৭
তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ ৩৮

যেরূপ ঘট নষ্ট হইলে ঘটস্থিত আকাশ নিজ স্বরূপ

মহাকাশে বিলীন হইয়া যায়, সেইপ্রকার অবিদ্যা (স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ) উপাধি-বর্জ্জিত হইয়া জীব (ব্রহ্মবেত্তা) ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া যান ॥ ৩৭, ৩৮

ইতি ষষ্ঠং প্রকরণং সমাপ্তম্ ।

সার্ব্বান্তিকমননবাক্যানি ॥ ৭

মহাবাক্যার্থ বোধ দ্বারা জীব ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞানের পর জীবন্মুক্তির উপায়স্বরূপ মননবাক্য সকল উক্ত হইতেছে ॥

অহমন্নমহমন্নমহমন্নম্ ॥ ১

ব্রহ্ম বলিতেছেন আমিই অন্ন অর্থাৎ আমি সর্ব্বাত্মক বলিয়া অন্নরূপে বিরাজ করিতেছি ॥ ১

অহমন্নাদোঽহমন্নাদোঽহমন্নাদঃ ॥ ২

আমিই অন্নের ভক্ষক, কারণ এই চরাচর জগৎ সেই অত্তা ব্রহ্মের অন্নরূপে উক্ত হইয়াছে। এই চরাচর জগৎ ভক্ষণ কিংবা আত্মসাৎ করিবার শক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও নাই ॥ ২

অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ ॥ ৩

অহমেবেদং সর্ব্বমসানি ॥ ৪

আমিই মনু, আমিই সূর্য্য চন্দ্র তারকাদি যাবতীয় ভূতভৌতিক পদার্থরূপে প্রকটিত হই ॥ ৩, ৪

যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং পুনঃ ॥ ৫
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগন্ময্যনুলীয়তে ॥ ৬

যেরূপ সমুদ্রের ফেনা এবং তরঙ্গাদি উত্থিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রেতেই লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সমস্ত পদার্থই আমাতে উত্থিত হইয়া আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়॥ ৫, ৬

অনাত্মদৃষ্টেরবিবেকনিদ্রা-
মহং মম স্বপ্নগতিং গতোঽহম্ ॥ ৭
স্বরূপসূর্য্যেঽভ্যুদিতে স্ফুটোক্তৈঃ
গুরোর্মহাবাক্যপদৈঃ প্রবুদ্ধঃ ॥ ৮

আবিবেকী পুরুষের দেহাদিতে আত্মাভিমানযুক্ত হওয়ায় অবিবেক বশতঃ নিদ্রাদি প্রাদুর্ভূত হয় এবং দেহ-পুত্র-দারাদিতে আমি এবং আমার এইরূপ স্বপ্নতুল্য জ্ঞান অবিবেক বশতঃই উৎপন্ন হয়; কিন্তু এক্ষণে "তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি" (হে জীব তুমিই ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্মস্বরূপ) ইত্যাদি মহাবাক্যের গুরুমুখ-নিঃসৃত সুস্পষ্ট উপদেশ দ্বারা নিজস্বরূপ সূর্য্যের উদয় হইয়াছে অর্থাৎ 'আমিই ব্রহ্ম-স্বরূপ' এইরূপ জ্ঞানোদয় হইয়াছে ॥ ৭, ৮

প্রাণাশ্চলন্তু তদ্ধর্ম্মৈঃ কামৈর্বাহন্যতাং মনঃ ॥ ৯

আনন্দবুদ্ধিপূর্ণস্য মম দুঃখং কথং ভবেৎ ॥ ১০

প্রাণাদি নিজ কার্য্য করুক অথবা প্রাণাদিজন্য কামাদি আমার মনকে আহত করুক, আনন্দবুদ্ধিপূর্ণ-স্বরূপ আমার দুঃখ কোথায় ? ॥ ৯, ১০

ন মে বন্ধো ন মে মুক্তির্ন মে শাস্ত্রং ন মে গুরুঃ ॥ ১১
মায়ামাত্রবিকাসত্বান্মায়াতীতোঽহমদ্বয়ঃ ॥ ১২

আমি অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী, সুতরাং আমার বন্ধন নাই, মুক্তি নাই, শাস্ত্রেরও প্রয়োজন নাই, আমার গুরুও কেহ নাই। এই সমস্ত মায়ার বিলাস মাত্র, আমি মায়াতীত অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ১১, ১২

আত্মানমঞ্জসা বেদ্মি ক্বাপ্যজ্ঞানং পলায়িতম্ ॥ ১৩
কর্ত্তৃত্বমপি মে নষ্টং কর্ত্তব্যং বাপি ন ক্বচিৎ ॥ ১৪

আমি এক্ষণে ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছি, আমার অজ্ঞান কোথায় পলায়ন করিয়াছে। আমার দেহাদিতে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানের নাশ হইয়াছে, আমার এক্ষণে কোনও কর্ত্তব্য নাই ॥ ১৩, ১৪

ব্রাহ্মণ্যং কুলগোত্রে চ নামসৌন্দর্য্যজাতয়ঃ ॥ ১৫

সর্ব্বে স্থূলগতা হেতে স্থূলাদ্ ভিন্নস্য মে নহি ॥ ১৬

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি বর্ণ, মনুষ্যাদি জাতি, কুল, গোত্র, নাম এবং সৌন্দর্য্য কদর্য্যতাদি ধর্ম্ম সকল স্থূলদেহমাত্রের ধর্ম্ম। এই স্থূলদেহ হইতে ভিন্ন আমার (আত্মার) এ সকল ধর্ম্ম নহে ॥ ১৫, ১৬

ক্ষুৎপিপাসান্ধ্যবাধির্য্যকামক্রোধাদয়োঽখিলাঃ ॥ ১৭
লিঙ্গদেহগতা হেতে হ্যলিঙ্গস্য ন বিদ্যতে ॥ ১৮

ক্ষুৎ, পিপাসা, অন্ধতা, বধিরতা, কাম ক্রোধাদি যাবতীয় ধর্ম্ম লিঙ্গ (সূক্ষ্ম) দেহের। এই লিঙ্গ দেহ হইতে পৃথক্ আমার (আত্মার) এ সকল ধর্ম্ম নহে ॥ ১৭, ১৮

জড়ত্বপ্রিয়মোদত্বধর্ম্মাঃ কারণদেহগাঃ ॥ ১৯
ন সন্তি মম নিত্যস্য নির্ব্বিকারস্বরূপিণঃ ॥ ২০

জড়ত্ব প্রিয় এবং আনন্দ ধর্ম্ম সকল কারণ দেহের। নিত্য, বিকাররহিত আমার (আত্মার) এ সকল ধর্ম্ম নহে ॥ ১৯, ২০

চিদ্রূপত্বান্ন মে জাড্যং সত্যত্বান্নানৃতং মম ॥ ২১

আনন্দত্বান্ন মে দুঃখমজ্ঞানাদ্ ভাতি সত্যবৎ ॥ ২২

আত্মা চিৎস্বরূপ বলিয়া ইহাতে জড়তা নাই, সৎস্বরূপ বলিয়া ইহাতে মিথ্যাত্ব নাই, এবং আনন্দস্বরূপ বলিয়া যে দুঃখ অজ্ঞান বশতঃ সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাহা ইহাতে নাই ॥ ২১, ২২

নাহং দেহো জন্মমৃত্যু কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে ॥ ২৩
নাহং চেতঃ শোকমোহৌ কুতো মে
নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥ ২৪

যখন আমি (আত্মা) দেহ নহি, তখন আমার জন্ম মৃত্যু কোথায় ? যখন আমি প্রাণ নহি, তখন আমার ক্ষুৎপিপাসা কোথায় ? যখন আমি চিত্ত নহি, তখন আমার শোক মোহ কোথায় ? যখন আমি কর্ত্তা নহি, তখন আমার বন্ধ মোক্ষ কি কারণে হইতে পারে ? ২৩, ২৪

আনন্দমন্তর্নিজমাশ্রয়ন্ত-
মাশাপিশাচীমবমানয়ন্তম্ ॥ ২৫
আলোকয়ন্তং জগদিন্দ্রজাল-
মাপৎ কথং মাং প্রবিশেদসঙ্গম্ ॥ ২৬

আমি নিজ আনন্দ স্বরূপকেই একমাত্র আশ্রয়কারী, ইহা আমার হউক ইহা আমার হউক এরূপ আশা-পিশাচীকে অপমানকারী, জগৎকে ইন্দ্রজালসদৃশ মিথ্যা দর্শনকারী এবং আসক্তিরহিত, অতএব আমাকে কিরূপে বিপদ্ আক্রমণ (স্পর্শ) করিতে সমর্থ হইতে পারে ? ২৫, ২৬

দেবার্চ্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ত্ততাং বপুঃ ॥ ২৭
তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠত্বাম্নায়মস্তকম্ ॥ ২৮

আমার দেহ পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ দেবার্চ্চনা, স্নান, শৌচ-ক্রিয়া এবং ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হউক। আমার বাগিন্দ্রিয় উচ্চৈঃ-স্বরে প্রণবাদি জপ করুক বা বেদ পাঠ করুক ॥ ২৭, ২৮

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্ ॥ ২৯
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ব্বে নাপি কারয়ে ॥ ৩০

আমার বুদ্ধি সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুর ধ্যান করুক অথবা ব্রহ্মানন্দ-সাগরে বিলয় প্রাপ্ত হউক। আমি (আত্মা) সাক্ষী মাত্র, আমি কোন কার্য্য করি না এবং কাহাকেও কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করি না ॥ ২৯, ৩০

জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যমধুনা দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমদ্ভুতম্ ॥ ৩১

এক্ষণে আত্মাস্বরূপে জ্ঞাতব্য যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, তিনি মৎকর্ত্তৃক জ্ঞাত হইয়াছেন এবং অপরোক্ষ (সাক্ষাৎ) "অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ" এই অদ্ভুত দ্রষ্টব্য (সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব) মৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছেন ॥৩১

বিশ্রান্তোঽস্মি চিরংশ্রান্তশ্চিন্মাত্রান্নাস্তি কিঞ্চন ॥ ৩২
ন ভূতং ন ভবিষ্যঞ্চ চিন্তয়ামি কদাচন ॥ ৩৩

নিজ অজ্ঞ দশাতে স্বাতিরিক্ত প্রপঞ্চে আমি মগ্ন ছিলাম, এক্ষণে 'আমি কেবল চিৎস্বরূপ (ব্রহ্মস্বরূপ)' এরূপ জ্ঞান লাভ করিয়া বিশ্রাম লাভ করিয়াছি। এক্ষণে ব্রহ্ম ভিন্ন আমার ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান বিষয় চিন্তার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ৩২, ৩৩

ন স্তৌমি ন চ নিন্দামি হ্যাত্মনোঽন্যন্নহি ক্বচিৎ ॥ ৩৪

আমি কাহারও স্তব কিংবা নিন্দা করি না, কারণ আমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, (সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ ইতি শ্রুতেঃ) এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময় এরূপ শ্রুতি আছে ॥ ৩৪

অলেপকোঽহমজরো নীরাগঃ শান্তবাসনঃ ॥ ৩৫

আমি জগৎপ্রপঞ্চে লিপ্ত নহি (সংস্রবশূন্য), আমি স্থূলদেহ হইতে পৃথক্ বলিয়া অনুরাগরহিত এবং সর্ব্ব-বাসনা-বর্জ্জিত বলিয়া আমি ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৩৫

স্বপূর্ণাত্মাতিরেকেণ জগজ্জীবেশ্বরাদয়ঃ ॥ ৩৬
ন সন্তি নাস্তি মায়া চ তেভ্যশ্চাহং বিলক্ষণঃ ॥ ৩৭

আমার নিজ পূর্ণস্বরূপাতিরিক্ত জগৎ, জীব এবং ঈশ্বরাদি নাই, মায়াও নাই। আমি এই সকল হইতে বিলক্ষণ ব্রহ্মস্বরূপ (সর্ব্বস্মাৎ অন্যো বিলক্ষণ ইতি শ্রুতেঃ) ॥ ৩৬, ৩৭

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি
কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্ ॥ ৩৮
যন্ময়া পূরিতং বিশ্বম্
মহাকল্পাম্বুনা যথা ॥ ৩৯

যেরূপ মহাপ্রলয়ে পৃথিবী জল দ্বারা পূরিতা হয়েন, সেইরূপ আমা দ্বারা (ব্রহ্মরূপে) এই বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রপূরিত

রহিয়াছে, অতএব আমি ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অভাব বশতঃ কোন্ কার্য্য করিব? অর্থাৎ আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই। সর্ব্বব্যাপক বলিয়া গন্তব্য প্রদেশের অভাব বশতঃ আমি কোথায় গমন করিব? মদতিরিক্ত বিষয়ের অভাব বশতঃ আমি কোন্ বিষয় গ্রহণ করিব? সমস্তই ব্রহ্মময় বলিয়া আমি কোন্ বস্তুই বা পরিত্যাগ করিব?" (নাস্তি অনাত্মেতি নিশ্চিনু ইতি শ্রুতেঃ)॥ ৩৮, ৩৯

ইতি সপ্তমং প্রকরণং সমাপ্তম্॥

সার্ধান্তিকজীবন্মুক্তিবাক্যানি।

মহবাক্যার্থ জ্ঞান দ্বারা মনন সম্পন্ন হইয়া মননের ফলস্বরূপ জীবন্মুক্তিবাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা
যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা বয়স্যৈর্বা নোপজনং
স্মরন্নিদং শরীরম্ ॥ ১

মহাবাক্য শ্রবণ এবং মনন দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহার্য্য ভক্ষণ করত চিত্ত-বিকাররহিত হইয়া স্ত্রী, যান, আত্মীয় বা বয়স্যগণের সহিত ক্রীড়া এবং রমণশীল হইয়া "এই শরীর উৎপত্তির অধিকরণ নহে" এইরূপ স্মরণ করত নিজ ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিয়া কালযাপন করিতে থাকেন ॥ ১

স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান
এবং বিজানান্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্ম-
মিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি ॥ ২

সেই ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ নিজ ব্রহ্মভাব দর্শন, মনন এবং সাক্ষাৎ করত আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দস্বরূপ হইয়া স্বরাট্ হয়েন অর্থাৎ নিজ ব্রহ্ম-স্বরূপে বিরাজ করেন ॥ ২

তে দেবাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ
লোকৈষণায়াশ্চ সসাধনেভ্যো ব্যুত্থায় নিরাগারা
নিষ্পরিগ্রহা অশিখা অযজ্ঞোপবীতা অন্ধা বধিরা
মুগ্ধাঃ ক্লীবা মূকা উন্মত্তা ইব পরিবর্ত্তমানাঃ
শান্তা দান্তা উপরতাস্তিতিক্ষবঃ সমাহিতা
আত্মরতয়ঃ আত্মক্রীড়া আত্মমিথুনা আত্মানন্দাঃ
প্রণবমেব পরং ব্রহ্মাত্মপ্রকাশং শূন্যং জানন্ত-
স্তত্রৈব পরিসমাপ্তাঃ ॥৩

পুত্রৈষণা (পুত্রকামনা) বিত্তৈষণা (ধনবাসনা), লোকৈষণা (লোকপ্রতিষ্ঠা কামনা) এবং উক্ত কামনা-ত্রয়ের সাধন সকল সম্যক্ ত্যাগ করিয়া নিরাগার (বাস জন্য গৃহাদিরহিত), নিষ্পরিগ্রহ (নিজ প্রাণ ধারণো-পযোগী দ্রব্য গ্রহণ ও তদ্ভিন্ন অন্য দ্রব্য পরিগ্রহশূন্য) এবং শিখা ও যজ্ঞোপবীতরহিত হইয়া, অন্ধ (ব্রহ্মাতি-রিক্ত রূপের অগ্রহণ), বধির (ব্রহ্ম ভিন্ন শব্দের অগ্রহণ),

মূক, (ব্রহ্মভাবেতে মুগ্ধ, তদ্ভিন্ন বস্তুতে মুগ্ধতা এবং সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত), ক্লীব (স্ত্রী-আদি ভোগ্যবস্তুতে বিকার-রহিত) এবং উন্মত্তের (লক্ষ্যেতে একতান চিত্তে পরিবর্ত্ত-মানতা) ন্যায় নিগৃহীতান্তরেন্দ্রিয় শান্ত এবং বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযত দান্তস্বরূপ, অন্তর্বাহ্য বিষয়ে উপরত, শীতোষ্ণ-দ্বন্দ্বসহিষ্ণু, লক্ষ্যেতে একাগ্রচিত্ত, আত্মরতিশীল, আত্ম-ক্রীড়াশীল, আত্মমিথুন এবং আত্মানন্দযুক্ত ও পরব্রহ্মের একমাত্র প্রকাশ প্রণবপর হইয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত শূন্য এইরূপ জ্ঞান লাভ করত সেই সকল ব্রহ্মবেত্তারা নির্ব্বি-শেষ ব্রহ্মেতেই পরিসমাপ্ত হয়েন (স্বয়ং ব্রহ্ম হইয়া যান)॥ ৩

কুচেলোঽসহায় একাকী সমাধিস্থ আত্মকাম
আপ্তকামো নিষ্কামো জীর্ণকামো হস্তিনি সিংহে
দংশে মশকে নকুলে সর্পরাক্ষসগন্ধর্ব্বৈ
মৃত্যো রূপাণি বিদিত্বা ন বিভেতি কুতশ্চনেতি ॥ ৪

ব্রহ্মবেত্তা পরিব্রাট্ জীর্ণ কৌপীন এবং কন্থা ধারণ করেন বলিয়া তিনি কুচেল-পদবাচ্য, স্বদেহাতিরিক্ত সহায় অগ্রহণ হেতু তিনি অসহায় এবং একাকী, বিক্ষেপরহিত বলিয়া তিনি সমাধিস্থ, নিজ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকেই কামনা

করেন বলিয়া তিনি আত্মকাম, তিনি কোনও বিষয়েই অভাব বোধ করেন না বলিয়া আপ্তকাম, "ইহা আমার হউক", "ইহা আমার হউক" ইত্যাদি কামনা-রহিত বলিয়া তিনি নিষ্কাম, জ্ঞানরূপ জঠরাগ্নিতে তাঁহার কামনা জীর্ণ বলিয়া তিনি জীর্ণকাম। তিনি হস্তী সিংহ দংশ মশক নকুল সর্প রাক্ষস গন্ধর্ব্বাদিতে উহাদিগের মরণধর্ম্মশীলতা জানিয়াছেন, তাঁহাতে ভয়হেতু দ্বৈতজ্ঞানের অভাব বশতঃ অদ্বৈতদৃষ্টি দ্বারা তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হয়েন না ॥ ৪

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো
ভূত্বা ব্রহ্মিষ্ঠং শরণমুপগম্য তত্ত্বমসি সর্ব্বং খল্বিদং
ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদিমহাবাক্যার্থানুভব-
জ্ঞানাদ্ ব্রহ্মৈবাহমস্মীতি নিশ্চিত্য নির্ব্বিকল্পক-
সমাধিনা স্বতন্ত্রো যতিশ্চরতি স সন্ন্যাসী স মুক্তঃ
স পূজ্যঃ স যোগী স পরমহংসঃ সোঽবধূতঃ
স ব্রাহ্মণ ইতি জীবঃ পঞ্চবিংশকঃ স্বকল্পিত-
চতুর্বিংশতিতত্ত্বং পরিত্যজ্য ষড়্বিংশক-
পরমাত্মাহমিতি নিশ্চয়াজ্জীবন্মুক্তো ভবতি ॥৫

পরিব্রাট্ ব্রহ্মবিৎ মুনি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত এবং প্রতি-

ষিদ্ধ বিধিনিষেধরূপ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষয়ে মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ নিজ আচার্য্যের শরণাগত হইয়া "তত্ত্বমসি" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি মহাবাক্যার্থের অনুভবজন্য জ্ঞান লাভ করত আমিই ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা অপরাধীন যতি, সন্ন্যাসী, পূজ্য, যোগী এবং পরমহংসপদবাচ্য হইয়া বিচরণ করেন। তিনিই অবধূত ব্রাহ্মণ, তিনি পঞ্চবিংশতত্ত্বযুক্ত জীবপদবাচ্য হইয়া নিজকল্পিত চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে ত্যাগ করত 'ষড়্‌বিংশতত্ত্ব পরমাত্মা আমি' এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান দ্বারা জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন ॥ ৫

তুরীয়মক্ষরমিতি জ্ঞাত্বা জাগরিতে সুষুপ্ত্যবস্থাপন্ন ইব যদ্‌যচ্ছ্রুতং যদ্‌যদ্দৃষ্টং তৎ সর্ব্বমবিজ্ঞাতমিব যো বসেত্তস্য স্বপ্নাবস্থায়ামপি তাদৃগবস্থা ভবতি স জীবন্মুক্তো ভবতি ॥ ৬

তুরীয় (চতুর্থ) স্থানীয় অক্ষর (ক্ষয়রহিত) পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইয়া জাগ্রৎকালে সুষুপ্তির ন্যায় যাহা শ্রুত বা দৃষ্ট হয় তাহা যেন অবিজ্ঞাত এইরূপ, এবং স্বপ্নাবস্থাতেও যিনি ঐরূপ ভাবযুক্ত হয়েন, তিনি জীবন্মুক্তপদবাচ্য ॥ ৬

সকৃদ্বিভাতসদানন্দানুভবৈকগোচরো ব্রহ্মবিদ্
বিদ্বাংশ্চক্ষুরাদিবাহ্যপ্রপঞ্চোপরতঃ সর্ব্বং জগদা-
ত্মত্বেন পশ্যন্নাত্মেতি ভাবয়ন্ কৃতকৃত্যো ভবতি ॥ ৭

স্বয়ংপ্রকাশ, আনন্দময়, একমাত্র পরমব্রহ্মই অবিদ্যাবরণশূন্য জ্ঞানী ব্যক্তির সদা অনুভবের বিষয়। সেই ব্রহ্মবেত্তা বিদ্বান্ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যবস্তু প্রপঞ্চ হইতে বিরত হইয়া সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মময় দর্শন এবং ভাবনা করত কৃতকৃত্য হয়েন ॥ ৭

নির্দ্বন্দ্বঃ সদাঽচঞ্চলগাত্রঃ পরমশান্তিং
স্বীকৃত্য নিত্যশুদ্ধঃ পরমাত্মাঽহমেবেত্যখণ্ডা-
নন্দঃ পূর্ণঃ কৃতার্থঃ পরিপূর্ণপরমাকাশ-
মগ্নমনাঃ প্রাপ্তোন্মন্যবস্থঃ সংন্যস্তসর্ব্বে-
ন্দ্রিয়বর্গোঽনেকজন্মার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জপরি
পক্বকৈবল্যফলোঽখণ্ডানন্দনিরস্তসর্ব্ব-
ক্লেশকশ্মলো ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি ॥ ৮

সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদির অভাব হেতু দ্বন্দ্বরহিত, সদা নির্ব্বিকল্প-সমাধিযুক্ত বলিয়া

অচঞ্চলগাত্র, সমস্ত ব্রহ্মময় এরূপ ভাবনা দ্বারা পরম শান্তস্বরূপ, নিত্য শুদ্ধ পরমাত্মাই আমি এরূপ অনুভব দ্বারা অখণ্ড আনন্দস্বরূপ, অপূর্ণ প্রপঞ্চেতে একমাত্র তিনিই পূর্ণস্বরূপ, নিজ কর্ত্তব্যের অভাববশতঃ কৃতার্থ, পরিপূর্ণ পরমাকাশস্বরূপ ব্রহ্মেতে তাঁহার মন সদা মগ্ন, তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রাপ্তোন্মনাবস্থ, তিনি ত্যক্ত-সমস্তেন্দ্রিয়ব্যাপার হইয়া এবং অনেকজন্মার্জ্জিত পুণ্য-রাশিজন্য পরিপক্ক মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সদা একরস এবং আনন্দযুক্ত, এবং তাঁহার সমস্ত ক্লেশ-রূপ দৌর্ব্বল্য নিরস্ত হইয়াছে। এবম্ভুত ব্রহ্মবিৎ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ভাবনা দ্বারা কৃতকৃত্য হয়েন ॥ ৮

ব্রহ্মৈবাহমস্মীত্যনবরতং ব্রহ্মপ্রণবানুসন্ধানেন
যঃ কৃত্যকৃত্যো ভবতি স পরমহংসপরিব্রাট্ ॥ ৯

'ব্রহ্মই আমি' এইরূপ নিয়ত ব্রহ্মের প্রতীকস্বরূপ প্রণবের (ওঁকার) জপ এবং অর্থ ভাবনা দ্বারা সেই পরম-হংস পরিব্রাজক মুনি জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন ॥ ৯

ভাবাভাবকলাবিনির্মুক্তঃ সর্ব্বসংশয়ধ্বস্তঃ
পূর্ণাহংভাবঃ কৃতকৃত্যো ভবতি ॥ ১০

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানী যোগী ভাব ও অভাব কলা (শব্দাদি বিষয়রূপ ভাবকলা ও অন্তঃকরণবৃত্তিরাহিত্য-রূপ অভাবকলা) হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া আমিই ব্রহ্ম-স্বরূপ এই জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বসংশয়বহিত এবং পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপই আমি এইরূপ ব্রহ্মভাবযুক্ত হইয়া জীবন্মুক্তপদ-বাচ্য হয়েন ॥ ১০

প্রাণো হ্যেষ সর্ব্বভূতৈর্বিভাতি বিজানন্
বিদ্বান্ ভবতি নাতিবাদী ॥ ১১

(প্রাণস্য প্রাণ ইতি শ্রুতেঃ) সেই ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ, অতএব তিনিই প্রাণরূপে আব্রহ্মস্তম্বাদি সর্ব্বভূতে বিরা-জিত আছেন, এইরূপ জানিয়া ব্রহ্মবিৎ পুরুষ তূষ্ণীম্ভাব অর্থাৎ মৌন অবলম্বন করিবেন ॥ ১১

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং
বরিষ্ঠঃ ॥ ১২

পরমাত্মাতে ক্রীড়াশীল, পরমাত্মাতে রমণশীল এবং পরমাত্মাতেই ধ্যানাদি ক্রিয়াশীল পুরুষ, ব্রহ্মবেত্তৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ॥ ১২

নিমিষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা ॥ ১৩
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ ॥ ১৪

যেরূপ ব্রহ্মাদি, সনকাদি এবং শুকাদি জীবন্মুক্তগণ ব্রহ্মময়ী বৃত্তিযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ ব্রহ্মবেত্তৃগণ ব্রহ্মময়ী বৃত্তি ব্যতিরেকে অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনা ব্যতীত অর্দ্ধনিমেষ কালও অবস্থান করেন না ॥ ১৩,১৪

অধ্যাত্মরতিরাসীনো নিরপেক্ষো নিরাশিষঃ ॥ ১৫
সর্ব্বদ্বন্দ্বৈর্বিনির্মুক্তো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে ॥ ১৬

যে ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মেতে রমণশীল, সদা ব্রহ্মভাবেতে স্থিত, ব্রহ্মভিন্ন অন্য অপেক্ষা-বর্জ্জিত, এবং কামনা-রহিত ও শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্বমুক্ত, তিনি সদা ব্রহ্মেতে অবস্থান করেন ॥ ১৫,১৬

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলান্যসহায়তা ॥ ১৭
সমতা চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ১৮

যিনি ভিক্ষাপাত্রে, বৃক্ষমূলে, জীর্ণকন্থা এবং অসহায়তা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে সমভাবযুক্ত, তাঁহাকে মুক্ত বলে ॥ ১৭,১৮

স্বপ্নেঽহি যো হি যুক্তঃ স্যাজ্জাগ্রতীব বিশেষতঃ ॥ ১৯
ঈদৃক্‌চেষ্টঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠো বরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২০

যিনি স্বপ্নে বিশেষতঃ জাগ্রৎকালে ব্রহ্মেতে সমাহিত, তিনিই ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বরণীয় ॥ ১৯,২০

নির্মানশ্চানহঙ্কারো নির্দ্বন্দ্বশ্ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ২১
আত্মক্রীড় আত্মরতিরাত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥ ২২
স্মৃত্বা স্পৃষ্টা চ ভুক্ত্বা চ দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা শুভাশুভম্ ॥২৩
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স শান্ত ইতি কথ্যতে ॥ ২৪

যিনি মান এবং অহঙ্কারবর্জ্জিত, দ্বন্দ্বশূন্য, নিঃসংশয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল, আত্মাতেই রমণশীল, ব্রহ্মভাবে স্থিত, সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং শুভাশুভ বিষয়ের স্মরণ, স্পর্শ, ভোজন, দর্শন ও জ্ঞান লাভ করিয়াও হর্ষ এবং গ্লানিযুক্ত হয়েন না, তিনি শান্তপুরুষ ॥ ২১,২২,২৩,২৪

অপ্রাপ্তং হি পরিত্যজ্য সংপ্রাপ্তে সমতাং গতম্ ॥ ২৫

যে ব্রহ্মবেত্তা অপ্রাপ্ত বস্তুর ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত বস্তুতেই তুষ্ট হয়েন, তিনি সমতা-প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২৫

অদৃষ্টখেদাখেদো যঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে ॥ ২৬

নিজ ইষ্টপ্রাপ্তিতে অখেদ এবং তদপ্রাপ্তিতে খেদ, এইরূপে অদৃষ্টলব্ধ বিষয়ে যিনি সুখদুঃখবর্জ্জিত, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত সন্তুষ্ট বলে ॥ ২৬

নাকৃতেন কৃতেনার্থো ন শ্রুতিস্মৃতিবিভ্রমৈঃ ॥ ২৭
নির্ম্মন্থন ইবাম্ভোধিঃ স তিষ্ঠতি যথাস্থিতঃ ॥ ২৮

শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত নানাবিধ প্রতিষিদ্ধ এবং বিহিত কর্ম্মেতে যাঁহার কোন পুরুষার্থ নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। সমুদ্র যেরূপ মন্থনরহিত হইলে স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া স্থিরভাব ধারণ করেন ॥ ২৭,২৮

সম্যগ্‌জ্ঞানাববোধেন নিত্যমেকসমাধিনা ॥ ২৯
সাংখ্য এবাববুদ্ধা যে তে সাংখ্যা যোগিনঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩০

ব্রহ্মবিৎ সম্যক্ প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া এবং নিত্য ব্রহ্মেতে সমাধিস্থ হইয়া জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন। প্রতিযোগিরহিত পরব্রহ্ম যে শাস্ত্রে প্রতিপাদিত

হইয়াছেন, সেই অদ্বৈত শাস্ত্রকে সাংখ্য বলে। সেই অদ্বৈত ব্রহ্মকে যাঁহারা জানিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাংখ্যযোগী বলে ॥ ২৯,৩০

প্রাণাদ্যনিলসংশান্তৌ যুক্ত্যা যে পদমাগতাঃ ॥ ৩১
অনাময়মনাদ্যন্তং তে স্মৃতা যোগযোগিনঃ ॥ ৩২

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইলে, নিরাময় (ব্যাধিরহিত) অনাদিস্বরূপ ব্রহ্মেতে স্থিরচিত্ত ব্যক্তিগণ যোগযোগী রূপে (জীবন্মুক্ত) অভিহিত হন ॥ ৩১,৩২

সুখদুঃখদশা ধীরং সাম্যান্ন প্রোদ্ধরন্তি যম্ ॥ ৩৩
নিশ্বাসা ইব শৈলেন্দ্রং চিত্তং তস্য মৃতং বিদুঃ ॥ ৩৪

যেরূপ মুখনির্গত নিশ্বাস শৈলেন্দ্রকে (মেরুপর্ব্বতকে) বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ শীতোষ্ণ এবং সুখদুঃখাদি যে ব্রহ্মবিৎ ধীর পুরুষকে সাম্য হইতে বিচলিত করিতে সমর্থ না হয় এবং যিনি চিত্তচাঞ্চল্য-রহিত বলিয়া মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ৩৩,৩৪

বাচামতীতবিষয়ো বিষয়াশাদশোজ্ঝিতঃ ॥ ৩৫

পরানন্দরসাক্ষুব্ধো রমতে স্বাত্মনাত্মনি ॥ ৩৬

বাক্যের অতীত ব্রহ্মই একমাত্র বিষয়। তদ্ভিন্ন বিষয়াশা যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, পরমানন্দরসে তৃপ্ত সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ নিজ আত্মা দ্বারা পরমাত্মাতে রমণ করেন ॥ ৩৫,৩৬

নিগ্রন্থিঃ শান্তসন্দেহো জীবন্মুক্তোঽবিভাবনঃ ॥ ৩৭
অনির্ব্বাণোঽপি নির্ব্বাণশ্চিত্রদীপ ইব স্থিতঃ ॥ ৩৮
নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ ॥ ৩৯
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ ॥ ৪০
কুর্ব্বন্নপি ন কুর্ব্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি ॥ ৪১
শরীর্য্যপ্যশরীরোঽসৌ পরিচ্ছিন্নোঽপি সর্ব্বগঃ ॥ ৪২

অবিদ্যারূপ গ্রন্থিরহিত, ব্রহ্মজ্ঞানজন্য ছিন্নসংশয় এবং স্বাতিরিক্ত ভাবনারহিত পুরুষকেই জীবন্মুক্ত বলে। তাঁহারা অজ্ঞানদৃষ্টিতে অমুক্তরূপে প্রতিভাত হইলেও চিত্রস্থিত দীপের ন্যায় নিজেই মুক্তস্বরূপ ; নির্ধন হইয়াও ব্রহ্মভাবেতে সদা তুষ্ট এবং স্বাতিরিক্ত সহায়শূন্য হইয়াও আত্মবলে বলীয়ান্। তাঁহারা বিষয়ভোগ-রহিত হইয়াও পরমাত্মরসে সদা তৃপ্ত, অসম (সমতারহিত) প্রপঞ্চেতে

সদা ব্রহ্ম দর্শন হেতু সমদর্শী, কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং অহঙ্কার-রহিত বলিয়া শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও নিষ্কর্ম্মা এবং আসক্তিরহিত বলিয়া ফলভোগ করিয়াও অভোক্তা। তাঁহারা শরীর ধারণ করিয়াও অশরীরী অর্থাৎ শরীরজন্য সুখদুঃখরূপ ফলে ভোগরহিত এবং দেহাদিতে পরিচ্ছিন্নের (সীমাবদ্ধ) ন্যায় প্রকাশ পাইলেও ব্রহ্মভাব বশতঃ সর্ব্বব্যাপক ॥ ৩৭,৩৮,৩৯,৪০,৪১,৪২

অধ্যাত্মরতিরাসীনঃ পূর্ণঃ পাবনমানসঃ ॥ ৪৩

সদা অদ্বৈত অধ্যাত্মশাস্ত্রে রতিযুক্ত, নিজ ব্রহ্মভাবেতে স্থিত, সর্ব্বত্র ব্রহ্মস্বরূপে পরিপূর্ণ এবং আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জীবন্মুক্তপদ-বাচ্য হয়েন ॥ ৪৩

নৈষ্কর্ম্ম্যেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোঽস্তি ন কর্ম্মভিঃ ॥ ৪৪
ন সমাধানজাপ্যাভ্যাং যস্য নির্ব্বাসনং মনঃ ॥ ৪৫

যে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের মন বাসনাশূন্য হইয়াছে, তাঁহার নৈষ্কর্ম্য (কর্ম্মসন্ন্যাস) এবং বিহিত কর্ম্মেরও প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার মন নির্ব্বাসন (বাসনা-শূন্য) হইয়াছে। অতএব মনোনিগ্রহের জন্য তাঁহার

মন্ত্রজপের কোন প্রয়োজন নাই। কারণ ঐ সকল কর্ম্ম চিত্তকে বিশুদ্ধ বা বাসনারহিত করিবার জন্যই প্রয়োজন হয়॥ ৪৪, ৪৫

জগজ্জীবাদিরূপেণ পশ্যন্নপি পরাত্মবিৎ॥ ৪৬
ন তৎ পশ্যতি চিদ্রূপং ব্রহ্ম বস্ত্বেব পশ্যতি॥ ৪৭

ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ প্রাতিভাসিক জ্ঞান-কল্পিত জগৎ এবং জীবাদি দর্শন করিয়াও নিজ জ্ঞানদৃষ্টিতে জগৎ এবং জীবাদিরূপে দর্শন না করিয়া ঐ সকলকে চিন্ময় ব্রহ্মবস্তু বলিয়া দর্শন করেন॥ ৪৬, ৪৭

অহমন্নং সদান্নাদ ইতি হি ব্রহ্মবেদনম্॥ ৪৮
ব্রহ্মবিদ্ গ্রসতি জ্ঞানাৎ সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মনৈব তু॥ ৪৯

আমিই অন্ন এবং অন্নের অত্তা (ব্রহ্মই অন্ন এবং অন্নের অত্তা) এই ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মবিৎ সমস্ত প্রপঞ্চকে ব্রহ্মস্বরূপে গ্রাস করেন। অতএব সমস্ত প্রপঞ্চের গ্রাস হেতু কেবল ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন
॥ ৪৮, ৪৯

সমাধিমথ কর্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা॥ ৫০

হৃদয়েনাত্তসর্ব্বেহো মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ৫১

ব্রহ্মবিৎ বরণীয় হৃদয় দ্বারা সমস্ত ঈহা (চেষ্টা) গ্রাস করিয়া অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া সমাধিযুক্ত হউন, কোন কর্ম্ম করুন বা না করুন, তাঁহার সদা ব্রাহ্মী স্থিতি হেতু তিনি উত্তমাশয় জীবন্মুক্তপদবাচ্য হয়েন ॥ ৫০, ৫১

অক্ষরত্বাদ্বরেণ্যত্বাদ্ধুতসংসারবন্ধনাৎ ॥ ৫২
তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যত্বাদবধূত ইতীর্য্যতে ॥ ৫৩
যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণানাত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্ ॥ ৫৪
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী হ্যবধূতঃ স কথ্যতে ॥ ৫৫

ব্রহ্মবিৎ অক্ষর (অবিনাশী) এবং বরণীয় ব্রহ্মভাবনা দ্বারা সংসারবন্ধন হইতে বিচ্যুতি লাভ করিয়া এবং তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য সকলের লক্ষ্যার্থজ্ঞান লাভ করিয়া অবধূত পদবাচ্য হন। যিনি আশ্রমচতুষ্টয় এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবে অবস্থান করেন, সেই বর্ণাশ্রমের অতীত যোগী পুরুষকে অবধূত বলে ॥ ৫২, ৫৩ ৫৪, ৫৫

যথা রবিঃ সর্ব্বরসান্ প্রভুঙ্‌ক্তে
হুতাশনশ্চাপি হি সর্ব্বভক্ষঃ ॥ ৫৬

তথৈব যোগী বিষয়ান্ প্রভুঙ্‌ক্তে
ন লিপ্যতে পুণ্য-পাপৈশ্চ শুদ্ধঃ ॥ ৫৭

যেরূপ সূর্য্যদেব ভাল মন্দ সকল রস শোষণ করেন এবং যেরূপ অগ্নি সকল পদার্থ ভক্ষণ করেন (অগ্নি-সংযোগে ভাল মন্দ সকল পদার্থ ভস্মীভূত হয়), সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ যোগী বিশুদ্ধচিত্ত বশতঃ নির্লিপ্ত (ব্রহ্ম) ভাবে বিষয় সকল ভোগ করেন এবং নির্লেপ হেতু বিষয়ভোগজনিত পাপপুণ্য দ্বারা লিপ্ত হয়েন না। ॥ ৫৬, ৫৭

কেবলং সুসমঃ স্বচ্ছো মৌনী মুদিতমানসঃ ॥ ৫৮

সেই ব্রহ্মভাবে মননশীল মুনি সমভাব-যুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ এবং সদা আনন্দচিত্তে অবস্থান করেন ॥ ৫৮

সন্তোষামৃতপানেন যে শান্তাস্তৃপ্তিমাগতাঃ ॥ ৫৯
আত্মারামা মহাত্মানস্তে মহাপদমাগতাঃ ॥ ৬০

যে সকল শান্ত পুরুষ ব্রহ্মেতে স্থিত হইয়া সন্তোষ-রূপ অমৃত পান করত নিত্য তৃপ্ত হইয়া কালযাপন করেন, পরমাত্মাতে রমণশীল সেই সকল মহাত্মা ব্রহ্ম-পদারূঢ় হয়েন ॥ ৫৯, ৬০

হর্ষামর্ষভয়ক্রোধকামকার্পণ্যদৃষ্টিভিঃ ॥ ৬১
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৬২

যিনি সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ কাম ও দৈন্য দৃষ্টি (ভাব) দ্বারা হর্ষ বা গ্লানি-যুক্ত হয়েন না, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ৬১, ৬২

অহঙ্কারময়ীং ত্যক্ত্বা বাসনাং লীলয়ৈব যঃ ॥ ৬৩
তিষ্ঠতি ধ্যেয়সংত্যাগী স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৬৪

অহঙ্কারযুক্ত বাসনাকে সহজে ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মাতিরিক্ত ধ্যেয় বর্জ্জন করত অবস্থান করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ৬৩, ৬৪

মৌনবান্নিরহংভাবো নির্মানো মুক্তমৎসরঃ ॥ ৬৫
যঃ করোতি গতোদ্বেগঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৬৬

যিনি সদা ব্রহ্মভবেতে মৌনী, অহঙ্কার মান এবং মৎসরতা-রহিত, ও যিনি সকল বিষয়ে উদ্বেগরহিত (সংকল্পশূন্য নিজ দেহধারণোপযোগী ভিক্ষাদি কর্ম্ম করেন) তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ ॥ ৬৬

যাবতী দৃশ্যকলনা সকলেয়ং বিলোক্যতে ॥ ৬৭

সা যেন সুষ্ঠু সংত্যক্তা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৬৮
উদ্বেগানন্দরহিতঃ সময়া স্বচ্ছয়া ধিয়া ॥ ৬৯
ন শোচতে ন চোদেতি সজীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৭০

যাবতীয় দৃশ্য প্রপঞ্চ, যাহা নিজ অজ্ঞান বশতঃ ব্যাবহারিক দশায় সত্যরূপে দৃষ্ট হয়, যিনি জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বাভিলষিত বিষয়রজ উদ্বেগ ও আনন্দ রহিত এবং নিজ নিয়মিত বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা কোন বিষয়ে হর্ষ বা বিষাদযুক্ত হয়েন না, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০

সর্বেচ্ছাঃ সকলাঃ শঙ্কাঃ সর্বেহাঃ সর্বনিশ্চয়াঃ ॥ ৭১
ধিয়া যেন পরিত্যক্তাঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৭২
জন্মস্থিতি বিনাশেষু সোদয়াস্তময়েষু চ ॥ ৭৩
সমমেব মনো যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৭৪
সর্বাধিষ্ঠানচিন্মাত্রে নির্বিকল্পে চিদাত্মনি ॥ ৭৫
যো জীবতি গতস্নেহঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৭৬

"ইহা আমার হউক" ইত্যাদি প্রাপ্তব্য বস্তু বিষয়ক ইচ্ছা সকলকে, "ইহা এইরূপ বা ইহা এইরূপ নয়" ইত্যাদি সংশয়ের বিষয় আশঙ্কা সকল, সর্ব্বভোগেচ্ছা এবং

"আমি দেহ আমি জীব" ইত্যাদিরূপ নিশ্চয় জ্ঞানকে ব্রহ্মভাবে পরিণত নিজ বিশুদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন; যাঁহার উদয় এবং অস্তশীল জন্ম স্থিতি ও বিনাশেতে "সমস্তই ব্রহ্ম" এরূপ ভাবনা দ্বারা যাঁহার মন সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং সকলের আধার চিন্ময় নির্ব্বিকল্প চিৎস্বরূপ ব্রহ্মভাব সাক্ষাৎ করিয়া যিনি ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যত্র বিগতস্নেহ হইয়া জীবন ধারণ করেন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥৭১,৭২,৭৩,৭৪,৭৫,৭৬

ক্রিয়ানাশাদ্ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ ॥ ৭৭
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৭৮
নির্ব্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে ॥ ৭৯
সা সর্ব্বদা ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮০

ক্রিয়া-ফলেচ্ছার (সকল কর্ত্তব্যের) অভাব বশতঃ ক্রিয়া নাশ হয় এবং ক্রিয়ানাশ হেতু ফলকামনার নাশ ও ফলকামনানাশ হেতু দ্বৈত বাসনার ক্ষয় হয় (একমাত্র ব্রহ্মভাবেরই স্ফুরণ হয়)। সেই দ্বৈতবাসনা-ক্ষয়ই মোক্ষ; ইহা যিনি জানেন, তিনি জীবন্মুক্তপদবাচ্য। বিকল্পরহিত (ভ্রমশূন্য) কেবল ব্রহ্মেতেই বৃত্তি (ব্রহ্মজ্ঞান)-কে প্রজ্ঞা বলে। সেই ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার সর্ব্বদা স্ফুরিত হয়, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥৭৭,৭৮,৭৯,৮০

দেহেন্দ্রিয়েষ্বহংভাব ইদংভাবস্তদন্যকে ॥ ৮১
যস্য নো ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮২
ন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মণো ভেদং কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ ॥ ৮৩
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮৪

দেহ এবং ইন্দ্রিয়েতে অহংভাব এবং তদ্‌ভিন্ন ক্ষেত্র-দারাদিতে ইদং (অমুক) ভাব যে মুনির উদয় না হয় এবং যিনি নিজ প্রজ্ঞা দ্বারা ব্রাহ্মী সৃষ্টিতে জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ দর্শন না করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৮১,৮২,৮৩,৮৪

সাধুভিঃ পূজ্যমানোঽপি পীড্যমানোঽপি দুর্জ্জনৈঃ ॥৮৫
সমমেব ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮৬
যথাস্থিতমিদং যস্য ব্যবহারবতোঽপি চ ॥ ৮৭
অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৮৮

সাধুব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত কিংবা দুর্জ্জন কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়াও যে ব্রহ্মবিৎ সমভাব ধারণ করেন এবং যাঁহার সমাধি বা ব্যবহার দশাতে সমস্ত প্রপঞ্চ (ঘটশরাবাদি) জ্ঞান ব্যোমবৎ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মেতে অস্ত হয়, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥৮৫,৮৬, ৮৭,৮৮

নোদেতি নাস্তমায়াতি সুখে দুঃখে মনঃপ্রভা ॥ ৮৯
যথাপ্রাপ্তস্থিতির্যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯০
যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে ॥ ৯১
যস্য নির্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯২

যাঁহার মানসিক প্রভা (প্রজ্ঞা) সুখেতে হর্ষিত এবং দুঃখেতে দুঃখিত হয় না, যিনি 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এই স্থিতিযুক্ত হয়েন, যিনি নিদ্রিত অবস্থাতেও নিজ ব্রহ্মভাবে জাগ্রত এবং যাঁহার অবিদ্যক জাগরণ অবস্থা সম্ভব নহে (কারণ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভাবেতে জাগ্রত) ও যাঁহার জ্ঞান বাসনারহিত, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ৮৯, ৯০,৯১,৯২

রাগদ্বেষভয়াদীনামনুরূপং চরন্নপি ॥ ৯৩
যোহন্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ স জীন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৪
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে ॥ ৯৪
কুর্বতোহকুর্বতো বাপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬

যিনি ব্যবহার দশাতে রাগ দ্বেষ ভয়াদির অনুরূপ আচরণ করিয়াও নিজ অন্তরে আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ (নির্ম্মল), যাঁহার অহঙ্কৃত ভাব (কর্ত্তৃত্বাভিমান) নাই,

সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত বলিয়া যাঁহার বুদ্ধি কিছুতে আসক্ত হয় না, সেই ব্রহ্মবিৎ বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে॥ ৯৩,৯৪,৯৫,৯৬

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ॥ ৯৭
হর্ষামর্ষভয়োন্মুক্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ৯৮
যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ॥ ৯৯
পরার্থেষ্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১০০

যাঁহা হইতে লোক সকল কোনরূপে উদ্বেজিত হয় না এবং যিনি লোক সকলকেও কোনরূপে উদ্বেগ প্রদান করেন না, যিনি সুখ দুঃখ ভয় হইতে মুক্ত, কেবল ব্রহ্মভাবেতে স্থিত, যিনি দৃশ্য প্রপঞ্চে স্বদেহ ধারণাদি ব্যবহারযুক্ত হইয়াও নিজ ব্রহ্মভাবেতে প্রসন্নাত্মা এবং পরার্থেতেও পূর্ণব্রহ্মভাব দ্বারা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে॥৯৭,৯৮,৯৯ ১০০

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বাংশ্চিত্তগতান্ মুনে॥ ১০১
ময়ি সর্ব্বাত্মকে তুষ্টঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ১০২
চৈত্যবর্জ্জিতচিন্মাত্রে পদে পরমপাবনে॥ ১০৩

অক্ষুব্ধচিত্তো বিশ্রান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১০৪

হে মুনে, যিনি চিত্তগত সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া যখন সর্ব্বাত্মক ব্রহ্মেতে পরিতুষ্ট হন এবং চৈত্য (চিত্তবৃত্তিবিকল্পিত বিষয়)-বর্জ্জিত চিন্মাত্র পরম পবিত্র ব্রহ্মেতে ক্ষোভরহিত হইয়া বিশ্রাম করেন, তখন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ১০১,১০২,১০৩,১০৪

ইদং জগদয়ং সোঽয়ং দৃশ্যজাতমবাস্তবম্ ॥ ১০৫
যস্য চিত্তে ন স্ফুরতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১০৬
শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ ॥ ১০৭
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১০৮

এই জগৎ, এই সেই, এই অবাস্তব দৃশ্য প্রপঞ্চ যাঁহার চিত্তে স্ফুরিত না হয় এবং যাঁহার নিজ ব্রহ্মদৃষ্টি দ্বারা জননমরণ-পরম্পরারূপ সংসার-রচনা শান্ত হইয়াছে, যিনি ষোড়শ-কলাযুক্ত হইয়াও কলা (অংশ)-রহিত এবং যিনি চিত্তযুক্ত হইয়াও নিজ ব্রহ্মভাব দ্বারা চিত্তব্যাপার-রহিত তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ১০৫,১০৬,১০৭,১০৮

চিদাত্মাহং পরাত্মাহং নির্গুণোঽহং পরাৎপরঃ ॥ ১০৯
আত্মমাত্রেণ যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১০

দেহত্রয়াতিরিক্তোঽহং শুদ্ধচৈতন্যমস্ম্যহম্ ॥ ১১১
ব্রহ্মাহমিতি যস্যান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১২২

"আমিই চিদাত্মা, আমিই পরমাত্মা, আমিই নির্গুণ, আমিই পরাৎপর (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ)" এইরূপ নিজ ব্রহ্মভাবেতে যিনি অবস্থান করেন, এবং "ত্রিবিধ স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-দেহের অতীত আমি, আমি শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ যিনি ভাবসম্পন্ন, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ১০৯,১১০,১১১,১১২

যস্য দেহাদিকং নাস্তি যস্য ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ ॥১১৩
পরমানন্দপূর্ণো যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১৪
নিত্যানন্দঃ প্রসন্নাত্মা হ্যন্যচিন্তাবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১১৫
কিঞ্চিদস্তিত্বহীনো যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১৬

যাঁহার দেহাদি নাই অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য দেহাদি-প্রপঞ্চজাতবস্তু কিছুই নহে, যাঁহার এরূপ জ্ঞান হইয়াছে এবং যিনি পরমানন্দ-পরিপূর্ণ, 'আমিই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান হেতু যিনি অখণ্ডৈকরস ব্রহ্মানন্দেতে প্রসন্নচিত্ত, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য চিন্তারহিত এবং যিনি প্রতিভাসিক জ্ঞান জন্য 'অস্তি'

'নাস্তি' ইত্যাদি বিভ্রমরহিত, সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ১১৩,১১৪,১১৫,১১৬

অহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মাস্ম্যহং ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১১৭
চিদহং চিদহং চেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ১১৮

'আমিই ব্রহ্ম' 'আমিই ব্রহ্ম' 'আমিই ব্রহ্ম' এবং 'আমিই চিৎ স্বরূপ' 'আমিই চিৎ স্বরূপ' এইরূপ নিশ্চয়-জ্ঞানযুক্ত পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলে ॥ ১১৭,১১৮ ॥

ইতি অষ্টমং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্ব্বাত্মিকস্বানুভূতিবাক্যানি ॥ ৯

জীবন্মুক্তি মহাবাক্যার্থ-লব্ধ জীবন্মুক্তিপদারূঢ়ের স্বানুভূতি (ব্রহ্মই আমি) বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

যো সাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ॥ ১

যিনি বিশ্ব প্রপঞ্চের আধরাস্বরূপ পরম পুরুষ ঈশ্বর রূপে বিরাজিত, সেই পুরুষই আমি ॥১

তদ্‌যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্ ॥ ২

দেহেতে প্রজ্ঞাত্মা এবং প্রাণাধ্যাত্মা রূপে ও আদিত্য-মণ্ডলে যে পুরুষ বিরাজিত, আমি সেই (প্রত্যক্ এবং পর চৈতন্যের একত্বহেতু দেহস্থ এবং আদিত্যগত চৈতন্য এক) ॥২

তং শান্তমচলমদ্বয়ানন্দচিদ্‌ঘন এবাস্মি ॥ ৩

তং-পদবাচ্য, শান্ত, নির্ব্বিকারস্বরূপ, অচল, অদ্বয়, আনন্দ এবং চিদ্‌ঘনস্বরূপ ব্রহ্মই আমি ॥৩

তৎ পূর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ব্রহ্মৈবাহমস্মি ॥ ৪

তৎ-পদবাচ্য, পূর্ণ, আনন্দ এবং চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই আমি ॥৪

ত্বং বাহমস্মি ভগবো দেব তেঽহং বৈ ত্বমসি ॥ ৫

হে ভগবন্! সৎমাত্ররূপ দেব! তুমিই আমি এবং আমিই তুমি ॥ ৫

সচ্চিদানন্দাত্মকোঽহমজোঽহং পরিপূর্ণোঽহমস্মি ॥ ৬

আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অজ এবং পূর্ণস্বরূপ ॥৬

শুদ্ধাদ্বৈতব্রহ্মাহম্ ॥ ৭

আমি শুদ্ধ এবং অদ্বৈত ব্রহ্ম ॥৭

বাচামগোচরনিরাকারপরব্রহ্মস্বরূপোঽহমেব ॥ ৮

বাক্যের অগোচর, নিরাকার, পরব্রহ্মস্বরূপই আমি ॥৮

সদোজ্জ্বলোঽবিদ্যাতৎকার্য্যহীনঃ স্বাত্মবন্ধহরঃ সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত আনন্দরূপঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানসন্মাত্রো নিরস্তাবিদ্যাতমোমোহোঽহমেবাহমোঁ তদ্‌যৎ পরং ব্রহ্ম রামচন্দ্রশ্চিদাত্মকঃ সোঽহমোঁ তদ্রামভদ্রঃ পরং জ্যোতী রসোঽহমোম্ ॥ ৯

সদা উজ্জ্বল, অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্য্যবিহীন, নিজ বন্ধ হরণকারী, সর্ব্বদা দ্বৈতরহিত, আনন্দস্বরূপ, সকলের অধিষ্ঠান, সৎস্বরূপ, অবিদ্যা-তমো-মোহ-বিবর্জ্জিত ওঁকারস্বরূপ আমিই; যিনি পরব্রহ্ম রামচন্দ্র এবং চিন্ময়, আমিই সেই; ওঁকারস্বরূপ যে রামভদ্র পর-জ্যোতি এবং আনন্দরসস্বরূপ, আমিই সেই ॥৯

তৎপরঃ পরমপুরুষঃ পুরাণপুরুষোত্তমো নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যপরমানন্দানন্তাদ্বয়পরিপূর্ণঃ পরমাত্মা ব্রহ্মৈবাহং রামোঽস্মি ॥১০

সেই পরম, পুরাতন, পুরুষোত্তম, নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব, সত্যপরমানন্দস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বয়, পরিপূর্ণ-পরমাত্মা ব্রহ্মই আমি; রামচন্দ্রই আমি ॥১০

ত্রিষু ধামসু যদ্‌ভোজ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্‌ভবেৎ ॥১১
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ ॥১২

তিন (নাম, রূপ ও কর্ম্ম) ধামেতে ভোজ্য, ভোক্তা এবং ভোগরূপ যাহা আছে, সেই সকল হইতে বিলক্ষণ (বিভিন্ন), সাক্ষিস্বরূপ চিন্মাত্র এবং সদাশিব আমি ॥ ১১,১২

মষ্যেব সকলং জাতং ময়ি সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৩
ময়ি সর্ব্বং লয়ং যাতি তদ্ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্ ॥১৪

আমা হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, আমাতেই সমস্ত স্থিত রহিয়াছে এবং আমাতেই সমস্ত লয়প্রাপ্ত হয়। সেই দ্বৈতরহিত ব্রহ্মই আমি ॥ ১৩,১৪

নির্বাণোঽস্মি নিরীহোঽস্মি নিরংশোঽস্মি
নিরীপ্সিতঃ ॥১৫
চিদাত্মাস্মি নিরংশোঽস্মি পরাপরবিবর্জ্জিতঃ ॥১৬
ব্রহ্মৈবাহং সর্ববেদান্তবেদ্যং
নাহং বেদ্যং ব্যোমবাতাদিরূপম্ ॥ ১৭
রূপং নাহং নাম নাহং ন কর্ম্ম
ব্রহ্মৈবাহং সচ্চিদানন্দরূপম্ ॥১৮

আমিই নির্ব্বাণ (মুক্তি) স্বরূপ, আমিই চেষ্টাশূন্য, আমিই অংশ এবং ঈপ্সা (ইচ্ছা)-রহিত। আমিই চিদাত্মা, আমিই অংশ এবং পরাপরভাব-রহিত। সর্ব্ব-বেদান্তবেদ্য ব্রহ্মই আমি, আমি ব্যোমবাতাদিরূপে বেদ্য নহি। আমি রূপ, নাম কিংবা কর্ম্মও নহি। সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মই আমি ॥ ১৫,১৬,১৭,১৮

নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ
সত্যঃ সূক্ষ্মঃ সন্ বিভুশ্চাদ্বিতীয়ঃ ॥ ১৯
আনন্দাব্ধির্যৎপরঃ সোঽহমস্মি
প্রত্যগ্ ধাতুর্নাত্র সংশীতিরস্তি ॥ ২০
সোঽহমর্কঃ পরং জ্যোতি-
রর্কজ্যোতি রহং শিবঃ ॥২১
আত্মজ্যোতিরহং শুক্রঃ
সর্ব্বজ্যোতি রসাবহোম্ ॥২২

নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব, সত্যস্বরূপ, সূক্ষ্ম হইয়াও বিভু (সর্ব্বব্যাপক), অদ্বিতীয় এবং আনন্দসাগর স্বরূপ আমিই প্রপঞ্চাধার ; আমিই পরব্রহ্ম, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। আমি স্থূল প্রপঞ্চের অবভাসক সূর্য্য, আমিই পরম জ্যোতি, সূর্য্যজ্যোতি শিবও আমি, আত্মজ্যোতি শুক্র এবং সর্ব্বজ্যোতিও আমি ॥ ১৯,২০,২১,২২

দ্বৈতভাববিমুক্তোঽস্মি সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥২৩
শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ ॥২৪
নিষ্ক্রিয়োঽস্ম্যবিকারোঽস্মি
নির্গুণোঽস্মি নিরাকৃতিঃ ॥২৫

নির্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি
নিরালম্বোঽস্মি নির্দ্বয়ঃ ॥২৬

আমি দ্বৈতভাবরহিত এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণ-সমন্বিত, আমি শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র, আমি নিত্য মুক্ত এবং সদাশিব। আমি নিষ্ক্রিয়, বিকাররহিত, নির্গুণ এবং আকৃতিরহিত, আমি বিকল্পরহিত, নিত্য, আলম্বন ও দ্বৈতরহিত ॥২৩, ২৪,২৫,২৬

কেবলাখণ্ডবোধোঽহং স্বানন্দোঽহং নিরন্তরঃ ॥২৭
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাঽহমেব তৎ ॥২৮
কেবলং চিৎসদানন্দং ব্রহ্মৈবাহং জনার্দ্দনঃ ॥২৯
অশুভাশুভসংকল্পৈঃ সংশান্তোঽস্মি নিরাময়ঃ ॥৩০

আমি কেবল অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ, আমি নিরন্তর (স্বয়ং) এবং নিজেই আনন্দস্বরূপ। সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত যে পরমাত্মা, আমি তাহাই। আমি শুদ্ধ চিন্ময় সদানন্দ ব্রহ্ম এবং জনার্দ্দন। শুভ এবং অশুভ সংকল্পে শূন্য ও নিরাময় আমিই ॥ ২৭,২৮,২৯,৩০

নষ্টেষ্টানিষ্টকলনঃ সংবিন্মাত্রপরোঽস্ম্যহম্ ॥৩১
অন্তর্যাম্যহমগ্রাহ্যোঽনির্দ্দেশ্যোঽহমলক্ষণঃ ॥৩২

অদ্বৈতোঽহমপূর্ণোঽহমবাচ্যোঽহমনন্তরঃ ॥৩৩
অদ্বয়ানন্দবিজ্ঞানঘনোঽস্ম্যহমবিক্রিয়ঃ ॥৩৪

ইষ্টানিষ্ট-জ্ঞানশূন্য কেবল জ্ঞান মাত্র পরব্রহ্ম আমি। আমি অন্তর্যামী, অগ্রাহ্য (গ্রহণের অযোগ্য), অনির্দ্দেশ্য এবং লক্ষণবর্জ্জিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। আমি অদ্বৈত, পূর্ণ স্বরূপ, বাক্যের অতীত এবং ব্যবধানরহিত। আমি অদ্বয়, আনন্দ এবং বিজ্ঞানঘনস্বরূপ ও নির্ব্বিকার ॥৩১,৩২,৩৩,৩৪

অবিদ্যাকার্য্যহীনোঽহমবাঙ্মনসগোচরঃ ॥৩৫
আত্মচৈতন্যরূপোঽহমহমানন্দচিদ্ঘনঃ ॥৩৬
আপ্তকামোঽহমাকাশাৎ পরমাত্মেশ্বরোঽস্ম্যহম্ ॥৩৭
চিদানন্দোঽস্ম্যহং চেতা চিদ্ঘনশ্চিন্ময়োঽস্ম্যহম্ ॥ ৩৮

আমি অবিদ্যাকার্য্যশূন্য, বাক্য এবং মনের অগোচর, আত্মচৈতন্যস্বরূপ, আনন্দ এবং চিদ্ঘন স্বরূপ। আমি আপ্তকাম, আকাশাদি ভূত ভৌতিক পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা এবং ঈশ্বর। আমি চৈতন্য এবং আনন্দস্বরূপ, জ্ঞাতা, চিদ্ঘন এবং চিন্ময় ॥৩৫,৩৬,৩৭,৩৮

জ্যোতির্ম্ময়োঽস্ম্যহং জ্যায়াঞ্জ্যোতিষাং
জ্যোতিরস্ম্যহম্ ॥৩৯
নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিষ্ক্রিয়োঽস্মি নিরঞ্জনঃ ॥৪০
নির্ম্মলো নির্ব্বিকল্পোঽহং নিরাখ্যাতোঽস্মি নিশ্চলঃ ॥৪১
নির্ব্বিকারো নিত্যপূতো নির্গুণো নিঃস্পৃহোঽস্ম্যহম্ ॥৪২
নিরিন্দ্রিয়ো নিয়ন্তাহং নিরপেক্ষোঽস্মি নিষ্কলঃ ॥৪৩
পুরুষঃ পরমাত্মাহং পুরাণঃ পরমোঽস্ম্যহম্ ॥৪৪

আমি জ্যোতির্ম্ময়, সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ এবং জ্যোতিরও জ্যোতি। আমি নিত্যস্বরূপ, নিরবদ্য, নিষ্ক্রিয় এবং নিরঞ্জন। আমি নির্ম্মলস্বভাব, নির্ব্বিকল্প, নামবর্জ্জিত এং নিশ্চয় স্বরূপ। আমি নির্ব্বিকার, নিত্য পবিত্র, নির্গুণ এবং নিঃস্পৃহ। আমি ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, জগতের নিয়ন্তা, নিরপেক্ষ এবং অংশরহিত। আমি পরম পুরুষ, পুরাণ পুরুষ এবং পরমাত্মস্বরূপ।৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩,৪৪

পূর্ণানন্দৈকবোধোঽহং প্রত্যগেকরসোঽস্ম্যহম্ ॥৪৫
প্রজ্ঞাতোঽহং প্রশান্তোঽহং প্রকাশঃ পরমেশ্বরঃ ॥৪৬
একধা চিন্ত্যমানোঽহং দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণঃ ॥৪৭

শুদ্ধোঽস্মি শুক্রঃ শান্তোঽস্মি
শাশ্বতোঽস্মি শিবোঽস্ম্যহম্ ॥৪৮
অহং সকৃদ্বিভাতোঽস্মি স্বে মহিম্নি সদা স্থিতঃ ॥৪৯
সচ্চিদানন্দমাত্রোঽহং স্বপ্রকাশোঽস্মি চিদ্ঘনঃ ॥৫০

আমিই পূর্ণস্বরূপ, আনন্দ এবং বোধস্বরূপ। আমিই প্রত্যক্ (জীবাত্মা) এবং সদা একরস। আমি প্রজ্ঞা-স্বরূপ, প্রশান্ত, প্রকাশময় পরমেশ্বর। আমি একরূপে চিন্ত্যমান হইয়া থাকি, আমি দ্বৈত কিংবা অদ্বৈতবিলক্ষণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। আমি শুদ্ধস্বরূপ, আমি স্বচ্ছ বলিয়া শুক্র, আমি শান্তস্বরূপ, নিত্য এবং কল্যাণময় শিব। আমি নিজ মহিমাতে স্থিত হইয়া স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, এবং চিদ্ঘন ॥ ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০

মানাবমানহীনোঽস্মি নির্গুণোঽস্মি শিবোঽস্ম্যম্ ॥ ৫১
দ্বৈতাদ্বৈতবিহীনোঽস্মি দ্বন্দ্বহীনোঽস্মি সোঽস্ম্যহম্ ॥৫২
ভাবাভাববিহীনোঽস্মি ভাষাহীনোঽস্মি ভাস্ম্যহম্ ॥৫৩
শূন্যাশূন্যবিহীনোঽস্মি শোভনাশোভনোঽস্ম্যহম্ ॥৫৪
সদসদ্ভেদহীনোঽস্মি সংকল্পরহিতোঽস্ম্যহম্ ॥৫৫

নানাত্বভেদহীনোঽস্মি হ্যখণ্ডানন্দবিগ্রহঃ ॥৫৬

আমি মান এবং অপমানরহিত; নির্গুণ এবং সদাশিব। আমি দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাববর্জ্জিত ও দ্বন্দ্বরহিত, আমি সেই পরব্রহ্ম। আমি নির্ব্বিশেষ বলিয়া ভাব ও অভাব-হীন, আমি ভাষাবর্জ্জিত এবং জ্যোতিঃস্বরূপ। আমি শূন্য এবং অশূন্যভাব বিহীন, আমি শোভন এবং অশোভন, আমি সৎ অসৎভেদবর্জ্জিত এবং সংকল্পরহিত। আমি নানাত্মরূপ ভেদ বর্জ্জিত এবং অখণ্ড আনন্দস্বরূপ॥ ৫১, ৫২,৫৩,৫৪,৫৫,৫৬

বন্ধমোক্ষবিহীনোঽস্মি শুদ্ধং ব্রহ্মাস্মি সোঽস্ম্যহম্ ॥৫৭
চিত্তাদিসর্ব্ববিহীনোঽস্মি পরমোঽস্মি পরাৎপরঃ ॥৫৮
সদা বিচাররূপোঽস্মি নির্ব্বিচারোঽস্মি সোঽস্ম্যহম্ ॥৫৯
ধ্যাতৃধ্যানবিহীনোঽস্মি ধ্যেয়হীনোঽস্মি সোঽস্ম্যহম্ ॥৬০

আমি বন্ধ এবং মোক্ষবিহীন, আমি শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ। আমি চিত্তাদি ইন্দ্রিয় বিহীন পরম পুরুষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি সদা বিচাররূপ এবং আমিই নির্ব্বিচারস্বরূপ। আমি ধ্যাতৃ, ধ্যান এবং ধ্যেয়ভাব-বিবর্জ্জিত। আমিই সেই ব্রহ্ম ॥৫৭,৫৮,৫৯,৬০

লক্ষ্যালক্ষ্যবিহীনোঽস্মি লয়হীনরসোঽস্ম্যহম্ ॥৬১

মাতৃমানবিহীনোঽস্মি মেয়হীনঃ শিবোঽস্ম্যহম্ ॥৬২
সর্ব্বেন্দ্রিয়বিহীনোঽস্মি সর্ব্বকর্ম্মকৃদস্ম্যহম্ ॥৬৩
মুদিতামুদিতাখ্যোঽস্মি সর্ব্বমৌনফলোঽস্ম্যহম্ ॥৬৪

আমি লক্ষ্য এবং অলক্ষ্যভাববর্জ্জিত, আমি লয়রহিত এবং রসস্বরূপ। আমি মাতৃ, মান ও মেয় ভাবরহিত এবং শিবস্বরূপ। আমি সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্জ্জিত এবং সকলকর্ম্মকারী, আমি মুদিতা এবং অমুদিতা নামে অভিহিত ও সর্ব্বমৌন-ফলস্বরূপ ॥৬১,৬২,৬৩,৬৪

ষড়্বিকারবিহীনোঽস্মি ষট্কোশরহিতোঽস্ম্যহম্ ॥৬৫
দেশকালবিমুক্তোঽস্মি দিগম্বরসুখোঽস্ম্যহম্ ॥৬৬
অখণ্ডাকাশরূপোঽস্মি হ্যখণ্ডাকারমস্ম্যহম্ ॥৬৭
প্রপঞ্চমুক্তচিত্তোঽস্মি প্রপঞ্চরহিতোঽস্ম্যহম্ ॥৬৮

আমি ষড়্বিকারবিবর্জ্জিত, ছয় কোশরহিত। আমি দেশকাল-পরিচ্ছেদ-বিবর্জ্জিত এবং দিগম্বর। আমি অখণ্ড আকাশস্বরূপ এবং অখণ্ডাকার রূপ, আমি প্রপঞ্চ মুক্ত চিত্তস্বরূপ এবং প্রপঞ্চ রহিতও আমি ॥৬৫,৬৬,৬৭,৬৮

সর্ব্বপ্রকাশরূপোঽস্মি চিন্মাত্রজ্যোতিরস্ম্যহম্ ॥৬৯
কালত্রয়বিমুক্তোঽস্মি কামাদিরহিতোঽস্ম্যহম্ ॥৭০

মুক্তিহীনোঽস্মি মুক্তোঽস্মি মোক্ষহীনোঽস্ম্যহং সদা ॥৭১
গন্তব্যদেশহীনোঽস্মি গমনাদিবিবর্জ্জিতঃ ॥৭২
সর্ব্বদা সমরূপোঽস্মি শান্তোঽস্মি পুরুষোত্তমঃ ॥৭৩
চিদক্ষরোঽহং সত্যোঽহং বাসুদেবোঽজরোঽমরঃ ॥৭৪

আমি সর্ব্বপ্রকাশস্বরূপ, আমিই চিন্মাত্র জ্যোতি-স্বরূপ। আমি কালত্রয় বিমুক্ত এবং কামাদি রহিত। আমি মুক্তিহীন এবং মুক্ত স্বরূপ ও সর্ব্বদা মোক্ষবিহীন। সর্ব্ব-ব্যাপক হেতু আমি গন্তব্যদেশহীন এবং গমনাদিরহিত। আমি সর্ব্বদা সমরূপ এবং শান্তস্বরূপ পুরুষোত্তম। আমি চিৎস্বরূপ এবং অক্ষর, আমি সত্যস্বরূপ, বাসুদেব, অজর এবং অমর ॥৬৯,৭০,৭১ ৭২, ৭৩,৭৪

অহমেবাক্ষরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমদ্বয়ম্ ॥৭৫
পরব্রহ্মস্বরূপোঽহং পরমানন্দমস্ম্যহম্ ॥৭৬
কেবলং জ্ঞানরূপোঽহং কেবলং পরমোঽস্ম্যহম্ ॥৭৭
কেবলং শান্তরূপোঽহং কেবলং চিন্ময়োঽস্ম্যহম্ ॥৭৮

আমি অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ এবং বাসুদেবাখ্য অদ্বয়। আমি পরব্রহ্ম স্বরূপ এবং আমিই পরমানন্দ স্বরূপ। আমি

কেবল জ্ঞান স্বরূপ এবং আমিই পরম ব্রহ্ম স্বরূপ। আমি কেবল শান্ত স্বরূপ এবং আমিই চিন্ময় স্বরূপ॥ ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮॥

কেবলং নিত্যরূপোঽহং কেবলং শাশ্বতোঽস্ম্যহম্ ॥৭৯
কেবলং সত্যরূপোঽহমহং ত্যক্ত্বাহমস্ম্যহম্ ॥৮০

আমি কেবল নিত্য স্বরূপ এবং সনাতন। আমি সত্য এবং অহংভাব রহিত ব্রহ্ম স্বরূপ॥৭৯, ৮০॥

কেবলং তুর্য্যরূপোঽস্মি তুর্য্যাতীতোঽস্মি কেবলঃ ॥৮১
কেবলাকাররূপোঽস্মি শুদ্ধরূপোঽস্ম্যহং সদা ॥৮২
নির্ব্বিকল্পস্বরূপোঽস্মি নিরীহোঽস্মি নিরাময়ঃ ॥৮৩
অপরিচ্ছিন্ন রূপোঽস্মি হ্যনন্তানন্দরূপবান্ ॥৮৪

আমি কেবল ওঁকারের চতুর্থস্থানীয় এবং তুর্য্যাতীতও আমি। আমি কেবল আকার এবং শুদ্ধ স্বরূপ। আমি নির্ব্বিকল্প স্বরূপ, নিরীহ এবং নিরাময়। আমি অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ অনন্ত এবং আনন্দ রূপযুক্ত॥৮১,৮২,৮৩,৮৪॥

আত্মারামস্বরূপোঽস্মি হ্যহমাত্মা সদাশিবঃ ॥৮৫
আদিমধ্যান্তশূন্যোঽস্মি হ্যাকাশসদৃশোঽস্ম্যহম্ ॥৮৬

নিত্যশুদ্ধচিদানন্দঃ সত্তামাত্রোঽহমব্যয়ঃ ॥৮৭
নিত্যবুদ্ধবিশুদ্ধৈকঃ সচ্চিদানন্দমস্ম্যহম্ ॥৮৮

আমি আত্মারাম স্বরূপ, আমিই আত্মস্বরূপ সদা শিব। আমি আদি মধ্য এবং অন্ত শূন্য, আমিই আকাশ সদৃশ ব্যাপক। আমি নিত্য শুদ্ধ চিদানন্দ স্বরূপ এবং সৎস্বরূপ ও অব্যয়। আমি নিত্য বুদ্ধ স্বরূপ, একমাত্র বিশুদ্ধ স্বভাব এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ॥৮৫,৮৬,৮৭,৮৮॥

ভূমানন্দস্বরূপোঽস্মি ভাষাহীনোঽস্ম্যহং সদা ॥৮৯
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপোঽস্মি সর্ব্বদা চিদ্‌ঘনোঽস্ম্যহম্ ॥৯০
চিত্তবৃত্তিবিহীনোঽহং চিদাত্মৈকরসোঽস্ম্যহম্ ॥৯১
অহং ব্রহ্মৈব সর্ব্বং স্যাদহং চৈতন্যমেব হি ॥৯২

আমি ভূমানন্দ (অতিশয় আহ্লাদ) স্বরূপ, এবং সর্ব্বদা ভাষাহীন। আমি সর্ব্বাধিষ্ঠান স্বরূপ এবং আমিই সদা চিদ্‌ঘন স্বরূপ। আমি চিত্তবৃত্তি রহিত, চিদাত্মক এবং আমিই একমাত্র রসাত্মক। আমিই ব্রহ্ম, আমিই সর্ব্বময় এবং আমিই চৈতন্যস্বরূপ ॥৮৯,৯০,৯১,৯২॥

অহমেবাহমেবাস্মি ভূমাকারস্বরূপবান্ ॥ ৯৩
অহমেব মহানাত্মা হ্যহমেব পরাৎপরঃ ॥ ৯৪

অহমন্যবদাভামি হ্যহমেব শরীরবৎ ॥৯৫
অহং শিষ্যবদাভামি হ্যহং লোকত্রয়াশ্রয়ঃ ॥৯৬

আমি অহমাকার (অহংস্বরূপ) এবং ভূমাকার স্বরূপ। আমিই মহান্ আত্মা, আমিই পরাৎপর স্বরূপ। আমিই অন্যরূপে প্রতিভাত হই এবং আমিই শরীরসদৃশ প্রত্যক্ষ। আমি শিষ্য রূপে প্রকাশিত হই এবং আমিই এই লোকত্রয়ের আশ্রয়॥ ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬

অহং কালত্রয়াতীতো হ্যহং বেদৈরুপাসিতঃ ॥৯৭
অহং শাস্ত্রেণ নির্ণীত অহং চিত্তে ব্যবস্থিতঃ ॥৯৮
আনন্দঘন এবাহমহং ব্রহ্মাস্মি কেবলম্ ॥৯৯
আত্মনাত্মনি তৃপ্তোঽস্মি হ্যরূপো হ্যহমব্যয়ঃ ॥১০০

আমি কালত্রয়ের (বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ) অতীত, ব্রহ্মস্বরূপ আমিই বেদ কর্ত্তৃক উপাসিত হই। আমিই শাস্ত্র কর্ত্তৃক নির্ণীত এবং আমিই সকলের চিত্তেতে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত রহিয়াছি। আমি আনন্দঘন স্বরূপ এবং আমিই কেবলমাত্র ব্রহ্ম। আমি নিজ ব্রহ্মস্বরূপেতেই তৃপ্ত, নিরাকার এবং অব্যয়॥ ৯৭, ৯৮, ৯৯,১০০

আকাশাদপি সূক্ষ্মোঽহমাদ্যন্তাভাববানহম্ ॥১০১

সত্তামাত্রস্বরূপোঽহং শুদ্ধমোক্ষস্বরূপবান্ ॥১০২
সত্যানন্দস্বরূপোঽহং জ্ঞানানন্দঘনোঽস্ম্যহম্ ॥১০৩
নামরূপবিমুক্তোঽহমহমানন্দবিগ্রহঃ ॥১০৪

আমি আকাশ হইতেও সূক্ষ্ম, আদি এবং অন্তভাব রহিত। আমি সত্তামাত্র স্বরূপ, শুদ্ধ এবং মোক্ষস্বরূপ। আমি সত্য আনন্দ স্বরূপ, আমিই জ্ঞান এবং আনন্দঘন স্বরূপ। আমি নাম রূপ বিবর্জ্জিত এবং আমিই মহা আনন্দের মূর্ত্তি স্বরূপ ॥ ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪

আদিচৈতন্যমাত্রোঽহমখণ্ডৈকরসোঽস্ম্যহম্ ॥১০৫
সর্ব্বত্র পূর্ণরূপোঽহং পরামৃতরসোঽস্ম্যহম্ ॥১০৬
একমেবাদ্বিতীয়ং সদ্ ব্রহ্মৈবাহং ন সংশয়ঃ ॥১০৭
অহমেব পরং ব্রহ্ম হ্যহমেব গুরোর্গুরুঃ ॥১০৮

আমি আদি চৈতন্য মাত্র, অখণ্ড এবং একরস স্বরূপ। আমি সর্ব্বত্র পূর্ণস্বরূপ, আমিই পরম অমৃত রস স্বরূপ। আমি একমাত্র অদ্বিতীয় এবং সৎ ব্রহ্মস্বরূপ, ইহাতে সংশয় নাই। আমিই পর ব্রহ্ম, আমিই গুরুরও গুরু ॥ ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮

সর্ব্বজ্ঞানপ্রকাশোঽস্মি মুখ্যবিজ্ঞানবিগ্রহঃ ॥১০৯

তুর্য্যাতুর্য্য প্রকাশোঽস্মি তুর্য্যাতুর্য্যাদিবর্জ্জিতঃ ॥১১০

দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং
সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরম্ ॥১১
অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং
তদেব চাহং সকলং বিমুক্ত ওঁম্ ॥১১২

আমিই সর্ব্বজ্ঞানের প্রকাশ এবং মুখ্য বিজ্ঞানের মূর্ত্তি স্বরূপ। আমি তুর্য্য এবং অতুর্য্যের প্রকাশস্বরূপ, আমিই তুর্য্য এবং অতুর্য্যভাব বর্জ্জিত। আমি আকাশসদৃশ দৃশি স্বরূপ (জ্ঞানমাত্র), আমিই আকাশসদৃশ পর (শ্রেষ্ঠ), আমিই স্বয়ং প্রকাশ, অজ এবং অক্ষর। আমি নির্লিপ্ত, সর্ব্বগত অদ্বয়স্বরূপ। আমি কলা রহিত, বিমুক্ত স্বভাব এবং ওঁকার স্বরূপ ॥ ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২

অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং জন্মপাপং বিনাশয়েৎ ॥১১৩
অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং ভেদবুদ্ধিং বিনাশয়েৎ ॥১১৪

'আমিই ব্রহ্ম' এই মন্ত্র জন্ম, পাপ এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে ভেদ বুদ্ধির বিনাশ করে ॥ ১১৩, ১১৪

অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং কোটিদোষং বিনাশয়েৎ॥১১৫
অহং ব্রহ্মাস্মি মন্ত্রোঽয়ং জ্ঞানানন্দং প্রযচ্ছতি ॥১১৬

'আমিই ব্রহ্ম'এই মন্ত্র কোটি দোষ বিনাশ করিয়া জ্ঞান এবং আনন্দকে প্রদান করে॥ ১১৫, ১১৬

সর্ব্বমন্ত্রান্ সমুৎসৃজ্য এতন্মন্ত্রং সমভ্যসেৎ ॥১১৭
সদ্যো মোক্ষমবাপ্নোতি নাস্তি সন্দেহমণ্বপি ॥১১৮

সকল মন্ত্র ত্যাগ করিয়া অহং ব্রহ্মাস্মি (আমিই ব্রহ্ম) এই মন্ত্র অভ্যাস করিবে। এই মন্ত্র অভ্যাস করিলে সদ্যঃ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই॥১১৭,১১৮

ইতি নবমং প্রকরণং সমাপ্তম্॥

সার্ধান্তিকসমাধিবাক্যানি ॥ ১০

এই প্রকরণে সমাধির লক্ষণ সকল উক্ত হইতেছে।

জীবাত্মপরমাত্মৈক্যাবস্থা ত্রিপুটিরহিতা পরমানন্দ-স্বরূপা শুদ্ধচৈতন্যাত্মিকা সমাধিঃ ॥১

ধ্যান ধ্যেয় ও ধ্যাতা এই ত্রিপুটি (ত্রিবিধ) ভেদ-রহিত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে ঐক্যাবস্থা (অভেদ ভাব), যাহা সুখদুঃখাভাব বশতঃ পরমানন্দস্বরূপা এবং শুদ্ধ চৈতন্যাত্মিকা (ব্রহ্মভাবাত্মিকা), সেই ব্রাহ্মী স্থিতিকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে ॥১

ধ্যাতৃধ্যানে বিহায় নিবাতস্থিতদীপবদ্ ধ্যেয়ৈক-গোচরং চিত্তং সমাধিঃ ॥২

ধ্যাতৃত্বভাব এবং ধ্যানভাব ত্যাগ করিয়া বায়ুশূন্য স্থানে স্থিত স্থির দীপের ন্যায় ধ্যেয়মাত্র বিষয়ে চিত্তাবস্থাকে সমাধি বলে অর্থাৎ যখন চিত্ত ধ্যাতৃ এবং ধ্যান ভাব (আমি ধ্যান করিতেছি—ইহার ধ্যান করিতেছি ইত্যাদি) ত্যাগ করিয়া নিজস্বরূপ শূন্যের ন্যায় ধ্যেয়াকারে তন্ময় হয়, তখন সেই চিত্তাবস্থাকে সমাধি বলে ॥২

বৃত্তিশূন্যং প্রচারশূন্যং মনঃ পরমাত্মনি লীনং ভবতি ॥৩

কামাদি বৃত্তি শূন্য এবং বিষয়েতে প্রচার শূন্য হইলে মন পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয় ॥৩

প্রাপ্তে জ্ঞানেন বিজ্ঞানে জ্ঞেয়ে পরমাত্মনি হৃদি সংস্থিতে দেহে লব্ধশান্তিপদং গতে তদা প্রভা-মনোবুদ্ধিশূন্যং ভবতি। ৪

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ গুরুমুখনিঃসৃত শাস্ত্র জন্য জ্ঞান দ্বারা এবং স্বানুভূতি হইতে বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া নিজ হৃদিস্থিত জ্ঞেয় স্বরূপ পরমাত্মায় 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ জ্ঞান হইলে স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ ত্রিবিধ দেহাভিমান রহিত হইয়া শান্তিপদ লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার আত্মচৈতন্য মন এবং বুদ্ধি শূন্যভাবে বিরাজ করে অর্থাৎ সমাধি অবস্থায় জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অতীত এবং বৃত্তি (মন ও বুদ্ধি) শূন্য হইয়া আত্মা স্বীয় স্বপ্রকাশ অবস্থায় বিরাজ করেন ॥

প্রাণাপানয়োরৈক্যং কৃত্বা ধৃতকুম্ভকো নাসাগ্র-দর্শনদৃঢ়ভাবনয়া দ্বিকরাঙ্গুলিভিঃ ষণ্মুখীকরণেন প্রণবধ্বনিং নিশম্য মনস্তত্র লীনং ভবতি ॥৫

চিত্তবিক্ষেপের উন্মূলন জন্য কর্ণ নাসিকা ও চক্ষুদ্বার সকল দুই হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ষণ্মুখী করিয়া (উক্ত ইন্দ্রিয় সকলের ছয় মুখ রুদ্ধ করিয়া) নাসাগ্র (ভ্রুকুটি বা ভ্রূমধ্য) ভাগ দর্শন করিতেছি এইরূপ দৃঢ় ভাবনা যুক্ত হইয়া প্রাণ এবং অপান বায়ুর সমতা করত রেচক পূরক বিহীন কেবল মাত্র কুম্ভক করিয়া প্রাণ এবং অপান বায়ুর ঐক্য করিলে দীর্ঘ ঘণ্টানিনাদের ন্যায় অনাহতাখ্য প্রণব-ধ্বনি হৃদয়ে শ্রুত হয়। সেই প্রণবধ্বনি শ্রবণ করিয়া মন সেই প্রণবে অবলম্বন যুক্ত হইয়া তাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রণব স্বরূপ পরমাত্মায় লীন হয়, সেই লয়াবস্থাই সমাধি ॥৫

পয়ঃস্রবানন্তরং ধেনুস্তনক্ষীরমিব সর্ব্বেন্দ্রিয়বর্গে
পরিনষ্টে মনোনাশো ভবতি ॥ ৬

গাভীস্তন হইতে দুগ্ধ দোহনের পর তাহার স্তনস্থিত দুগ্ধ যেরূপ নিরুপদ্রবে স্থিত হয়, সেইরূপ স্বেন্দ্রিয় বিষয়ের অগ্রহণ হেতু যোগিগণের ইন্দ্রিয়বর্গ পরিনষ্ট হইলে নিরালম্বন (বিষয়াভাব বশতঃ বৃত্তি রহিত) হেতু মনেরও নাশ হইয়া থাকে। এই মনোনাশ (মনোবৃত্তিরাহিত্য) অবস্থাকে সমাধি বলে ॥৬

যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ ॥ ৭
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টন্তী তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥৮

যে সময় মনের সহিত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় কোন বিষয় গ্রহণ করে না এবং বুদ্ধি চেষ্টাযুক্ত হয় না, সেই মনের বৃত্তিরাহিত্য অবস্থাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি (পরম গতি) বলে ॥৭,৮

সংশান্ত সর্ব্বসংকল্পা যা শিলাবদবস্থিতিঃ ॥৯
জাগ্রন্নিদ্রাবিনির্মুক্তা সা স্বরূপস্থিতিঃ পরা ॥ ১০

প্রস্তরের ন্যায় নির্ব্বিকার এবং অচল ভাবে যে যে অবস্থায় সমস্তসংকল্প সম্যক্‌রূপে শান্ত হয় সেই জাগ্রৎ ও নিদ্রা অবস্থা বর্জ্জিত অবস্থাকে স্বরূপস্থিতি বা ব্রহ্ম-রূপস্থিতি বা ব্রহ্মরূপতা বলে ॥৯,১০

মারুতে মধ্যসঞ্চারে মনঃস্থৈর্য্যং প্রজায়তে ॥১১
যো মনঃসুস্থিরীভাবঃ সৈবাবস্থা মনোন্মনী ॥

প্রাণ এবং অপান বায়ুর ঐক্য সম্পাদন দ্বারা যখন সুষুম্না নাড়ী মধ্যে বায়ু সঞ্চারিত হয়, তখন মনের স্থৈর্য্য উৎপন্ন হয়। মনের যে সুস্থির ভাব (বৃত্তিরাহিত্য), সেই অবস্থাকে মনের উন্মনী অবস্থা বলে ॥ ১১, ১২ ॥

সরূপোঽসৌ মনোনাশো জীবন্মুক্তস্য বিদ্যতে ॥ ১৩

মনের নাশ হওয়াই জীবন্মুক্তের স্বরূপ ॥১৩॥

নিদ্রাঘরূপনাশস্তু বর্ত্ততে দেহমুক্তিকে ॥ ১৪

বিদেহ মুক্তি নিদ্রারূপ নহে, তৎকালে নিদ্রারূপ-পাপের নাশ হয়। কারণ বিদেহ মুক্তাবস্থার অন্তঃকরণ-চতুষ্টয় গোচর সংকল্পাদি বৃত্তির অভাব হয়॥ ১৪

চিত্তে চৈত্যদশাহীনে যা স্থিতিঃ ক্ষীণচেতসাম্ ॥ ১৫
সোচ্যতে শান্তকলনা জাগ্রত্যেব সুষুপ্ততা ॥ ১৬

ক্ষীণচিত্ত যোগীদিগের চিত্তে সংকল্পাদি চৈত্যদশা বিহীনতা হেতু নির্ব্বিকল্পরূপিণী যে স্থিতি, তাহা জাগ্রৎ-কালেও বিষয়ের অগ্রহণ বশতঃ সুষুপ্ততা এবং বিকল্পশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধি বলয়া জানিব॥ ১৫, ১৬

নৈতজ্জাগ্রন্ন চ স্বপ্নঃ সংকল্পানামভাবনাৎ ॥ ১৭
সুষুপ্তভাবো নাপ্যেতদভাবাজ্জড়তা স্থিতেঃ ॥ ১৮

নির্বিকল্প সমাধি জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থা নহে, কারণ উক্ত সমাধিতে সঙ্কল্পের অভাব আছে। ইহা সুষুপ্তি ভাবও নহে, কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় বিষয়জ্ঞান না থাকায় তাহা স্থিতির জড়তা মাত্র (তামসিক বৃত্তি মাত্র), কিন্তু

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সুষুপ্তির ন্যায় জড়তা স্থিতির নাশ হয়॥ ১৭, ১৮

সত্ত্বাববোধ এবাসৌ বাসনাতৃণপাবকঃ ॥ ১৯
প্রোক্তঃ সমাধিশব্দেন ন তু তূষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥ ২০

ব্রহ্মস্বরূপের জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে। উক্ত সমাধি অনন্ত কোটি বাসনারূপ তৃণের ভস্মকারক অগ্নি-স্বরূপ, উহা জড়ের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি নহে ॥১৯,২০

নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ ॥ ২১
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ২২

জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়রূপ বিকার রহিত এবং নির্ব্বি-শেষ ব্রহ্মাকারতা যুক্ত হইয়া যোগীর ব্রহ্মাকার বৃত্তির বিস্মরণকে সমাধি বলে; কারণ তৎকালে সমাহিত যোগী নিজেই ব্রহ্ম হইয়া যান, সেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তিরও বিস্মরণ হয় ॥ ২১, ২২

দৃশ্যাসংভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে ॥ ২৩
রতির্বলোদিতা যা সা সমাধিরভিধীয়তে ॥ ২৪

"একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এই দৃশ্য প্রপঞ্চ মিথ্যা, ইহা উৎপন্ন হয় নাই এবং ইহা বিদ্যমানও নহে" এইরূপ

দৃশ্যের অভাবজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাতিরিক্ত দৃশ্য কল্পনামূলক রাগ দ্বেষাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই রাগ দ্বেষাদি রহিত জ্ঞান-বলোত্থিত ব্রহ্মেতে যে রতি, তাহাকে সমাধি বলে ॥ ২৩, ২৪

অহমেব পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মাহমিতিসংস্থিতিঃ ॥ ২৫
সমাধিঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্ববৃত্তিনিরোধকঃ ॥ ২৬

'আমিই পরম ব্রহ্ম' এবং 'ব্রহ্মই আমি' এইরূপ সর্ব্ব-বৃত্তি নিরোধক ব্রহ্মসংস্থিতিকে সমাধি বলে ॥ ২৫, ২৬

সমাধিঃ সংবিদুৎপত্তিঃ পরজীবৈকতাং প্রতি ॥ ২৭
ধ্যানস্য বিস্মৃতিঃ সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ২৮

তৎ ও ত্বং পদার্থের লক্ষ্য পরমাত্মা এবং জীবাত্মার একতা বশতঃ আমিই ব্রহ্ম এই যে সংবিতের (জ্ঞানের) উৎপত্তি হয়, তাহাকে সমাধি বলে। 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি' এইরূপ ধ্যানের বিস্মরণই সমাধি ॥ ২৭, ২৮

সমাহিতা নিত্যতৃপ্তা যথা ভূতার্থদর্শিনী ॥ ২৯
ব্রহ্মন্ সমাধিশব্দেন পরা প্রজ্ঞোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩০

হে ব্রহ্মন্! 'ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই' এইরূপ সমাহিতাবস্থা (একাগ্রতা), 'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি'

এইরূপ ব্রহ্মেতে যে নিত্য তৃপ্তি এবং যাহা যথাভূত অর্থের প্রদর্শনকারিণী এইরূপ শ্রেষ্ঠা প্রজ্ঞাকে সমাধি বলে। (ঋতম্ভরা অত্র প্রজ্ঞেতি যোগদর্শন ॥ ২৯.৩০

অক্ষুব্ধা নিরহঙ্কারা দ্বন্দ্বেষ্বনন্নুপাতিনী ॥ ৩১
ব্রহ্মন্ সমাধিশব্দেন মেরোঃ স্থিরতরা স্থিতিঃ ॥ ৩২

'ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই' এইরূপ অনুভূতি দ্বারা শ্বাসাদি বা কামাদি বৃত্তি দ্বারা অক্ষুব্ধ অর্থাৎ বিক্ষেপরহিত, দেহাদিতে অহংভাব বর্জ্জিত, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব রহিত, মেরু পর্ব্বত হইতেও স্থিরতরা যে ব্রাহ্মী স্থিতি, তাহাকে সমাধি বলে ॥ ৩১, ৩২

নিশ্চিতা বিগতাভীষ্টা হেয়োপাদেয়বর্জ্জিতা ॥ ৩৩
ব্রহ্মন্ সমাধিশব্দেন পরিপূর্ণমনোগতিঃ ॥ ৩৪

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মই আমি এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান, স্বাতিরিক্ত অভ্যুদয় রাহিত্য, (অজ্ঞানই হেয় এবং জ্ঞানই উপাদেয়) ঐ উভয় হেয় এবং উপাদেয় বর্জ্জিত, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ, ব্রহ্মগোচর যে মনোগতি (প্রজ্ঞা), তাহাকে সমাধি বলে ॥ ৩৩, ৩৪

সলিলে সৈন্ধবং যদ্বৎ সাম্যং ভজতি যোগতঃ ॥ ৩৫

তথাত্মমনসোরৈক্যং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৩৬

যেরূপ জলেতে সৈন্ধব লবণখণ্ড পরস্পরের যোগ বশতঃ সমতা প্রাপ্ত হয় (মিশ্রিত হয়), সেইরূপ আত্মা এবং মনের একতাকে সমাধি বলে ॥ ৩৫,৩৬

যৎ সমত্বং তয়োরত্র জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৩৭
সমস্তনষ্টসংকল্পঃ সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৩৮

জীবাত্মা এবং পরমাত্মার যে সমতা এবং যে অবস্থায় সমস্ত সংকল্প বিনষ্ট হয়, তাহাকে সমাধি বলে ॥ ৩৭,৩৮

প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং নিরাময়ম্ ॥ ৩৯
সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৪০

যাহা অহঙ্কারপূর্ণ বিষয়েতে বিকাশ, মনন এবং নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান এই ত্রিবিধ জ্ঞান রহিত, যাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানমাত্র, যে জ্ঞান নিরুপদ্রব ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য জ্ঞান শূন্য, যাহা মায়া রহিত এবং আভাস বর্জ্জিত, সেই জ্ঞানকে সমাধি বলে ॥ ৩৯, ৪০

ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোঽহংকৃতিং বিনা ॥ ৪১
সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাদ্ ধ্যানাভ্যাসপ্রকর্ষতঃ ॥ ৪২

দেহাদিতে অন্য ভাব রহিত হইয়া ধ্যানের অভ্যাসের একাগ্রতা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাকার মনের বৃত্তিপ্রবাহকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে ॥ ৪১, ৪২

প্রশান্তবৃত্তিকং চিত্তং পরমানন্দদীপকম্ ॥ ৪৩
অসম্প্রজ্ঞাতনামায়ং সমাধির্যোগিনাং প্রিয়ঃ ॥ ৪৪

পরমানন্দের উদ্দীপক, বৃত্তি রহিত (স্বাতিরিক্ত স্মৃতি বৃত্তি নিবৃত্ত) চিত্তকে যোগীদিগের প্রিয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে ॥ ৪৩, ৪৪

স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্যশব্দাবুপেক্ষিতুঃ ॥ ৪৫
নির্ব্বিকল্পসমাধিঃ স্যান্নিবাতস্থিতদীপবৎ ॥ ৪৬

'নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি' এই স্বানুভূতিরূপ রসের আবেশ হেতু দৃশ্যানুবিদ্ধ, শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধিতে যখন যোগীর উপেক্ষা হয়, তখন তাঁহার বাতশূন্য প্রদেশ-স্থিত দীপের ন্যায় স্থির নির্ব্বিকল্প সমাধি উৎপন্ন হয় ॥ ৪৫, ৪৬

প্রভাশূন্যং মনঃশূন্যং বুদ্ধিশূন্যং চিদাত্মকম্ ॥ ৪৭
অন্তর্ব্যাবৃত্তিরূপোঽসৌ সমাধির্মুনিভাবিতঃ ॥ ৪৮

যখন প্রভা (সাধারণ জ্ঞান), মন, বুদ্ধি রহিত হইয়া

যোগী কেবল চিৎস্বরূপ হন, সেই চিন্মাত্রাবস্থাকে, যাহা ব্রহ্মভিন্ন অন্য সকলের নিষেধাত্মক এবং যাহা মুনিগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাকারতাকে নির্ব্বিকল্প সমাধি বলে ॥ ৪৭, ৪৮

ঊর্দ্ধ্বপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং শিবাত্মকম্ ॥ ৪৯
সাক্ষাদ্‌বিধিমুখো হ্যেষ সমাধিঃ পারমার্থিকঃ ॥ ৫০

অবিদ্যাপদতুর্য্যভাগ ঊর্দ্ধ্বশব্দার্থ, তৎস্থূলাংশ অধঃশব্দার্থ, তৎসূক্ষ্ম বীজভাব মধ্যশব্দার্থ, এবম্ভূত অবিদ্যাপদ ও তৎকার্য্যজাত দৃশ্য প্রপঞ্চ নিজ অজ্ঞানদৃষ্টিতে অশিব হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে শিবাত্মক (ব্রহ্মময়), সেই ব্রহ্ম প্রতিযোগিরহিত, ঊর্দ্ধ্ব অধঃ এবং মধ্য সর্ব্বত্র পূর্ণস্বরূপ, সাক্ষাৎ তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। সেই বিধিমুখ অর্থাৎ ব্রহ্মমুখ প্রকটিত সেই সমাধি পারমার্থিকরূপা অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥৪৯, ৫০

ইতি দশমং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্ধান্তিকাষ্টবিধস্বরূপবাক্যেষু

নানালিঙ্গস্বরূপবাক্যানি ।১১

ব্রহ্মের অষ্টবিধ স্বরূপ মহাবাক্য সকলের মধ্যে তাঁহার নানালিঙ্গ স্বরূপের বাক্য সকল উক্ত হইতেছে—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচঃ
স উ প্রাণস্য প্রাণঃ ॥ ১

সেই ব্রহ্ম শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য এবং প্রাণেরও প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ শ্রোত্রাদি তাঁহার শক্তিতেই নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত অথবা তিনিই শ্রোত্রাদি-রূপে বিরাজিত ॥ ১

যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ ॥ ২
যো-বৈ ভূমা তদমৃতম্ ॥ ৩

যিনি অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম, তাঁহাকে ভূমা বলে। তিনিই একমাত্র সুখস্বরূপ, সেই ভূমা ব্রহ্মই আনন্দ স্বরূপ ॥ ২,৩

নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ
নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষা-
মেব সত্যম্ ॥ ৪

(নেতি) 'ন ইতি' এই নিষেধ বাক্য দ্বারা অবিদ্যার স্থূলাংশ নিষিদ্ধ হইতেছে। (নেতি) দ্বিতীয় নকার দ্বারা অবিদ্যার সূক্ষ্মাংশ নিষিদ্ধ হইতেছে। তৃতীয় নেতি দ্বারা অবিদ্যার বীজভাবের নিষেধ হইতেছে। চতুর্থ নেতি দ্বারা অবিদ্যার তুর্য্যাংশের (চতুর্থাংশের) নিষেধ হইতেছে। ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু তৎসমস্ত নাম মাত্র, এক মাত্র তিনিই সত্য, তিনিই সত্যের সত্য, তিনিই প্রাণ রূপে সত্য স্বরূপ, তিনি সকল প্রপঞ্চের মধ্যে এক মাত্র সত্য স্বরূপ। (বাচারম্ভণবিকারনাম ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্)।৪

রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্ ॥ ৫

সেই ব্রহ্ম, ভক্ত এবং দাতার একমাত্র শ্রেষ্ঠ আশ্রয় ॥৫

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়-মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্ ॥৬

সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন, তিনি শুক্র অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণদেহ রহিত। তিনি শরীর রহিত বলিয়া ছিদ্র এবং নাড়ীশিরাদি বর্জ্জিত। তিনি শুদ্ধ স্বরূপ এবং শুদ্ধ স্বরূপ বলিয়া পাপরহিত ॥ ৬

প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৭

প্রণবই (ওঁকার) অপর ব্রহ্ম এবং পর ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হন ॥ ৭

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ ॥ ৮
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৯

দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে নিরোধ (প্রলয়), উৎপত্তি (জন্ম), বদ্ধ (সংসারী জীব) এবং সাধকভাব থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে মুমুক্ষু নাই, মুক্তও নাই। ইহাই পরমার্থতা অর্থাৎ যথার্থ অবস্থা ॥৮, ৯

অখণ্ডৈকরসং শাস্ত্রমখণ্ডৈকরসা ত্রয়ী ॥ ১০
অখণ্ডৈকরসো দেহ অখণ্ডৈকরসং মনঃ ॥ ১১

সেই ব্রহ্ম অখণ্ড ও একরস, তিনি শাস্ত্র, তিনি অখণ্ড ও একরস বেদবিদ্যা। তিনি অখণ্ডৈকরস দেহ স্বরূপ (দেহবৎ সর্ব্বব্যাপক) এবং তিনি অখণ্ডৈকরস মনঃ-স্বরূপ ॥ ১০, ১১

অখণ্ডৈকরসং সূত্রমখণ্ডৈকরসো বিরাট্ ॥ ১২
অখণ্ডৈকরসা বিদ্যা অখণ্ডৈকরসোঽব্যয়ঃ ॥ ১৩

সেই ব্রহ্ম অখণ্ডৈকরস সূত্রাত্মা, তিনি অখণ্ডৈকরস বিরাট্ স্বরূপ, তিনি অখণ্ডৈকরস বিদ্যা স্বরূপ এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস অব্যয় স্বরূপ ।। ১২, ১৩

অখণ্ডৈকরসং গোপ্যমখণ্ডৈকরসঃ শশী ।। ১৪
অখণ্ডৈকরসং ক্ষেত্রমখণ্ডৈকরসা ক্ষমা ।। ১৫

তিনি অখণ্ডৈকরস গোপনীয় (দুর্জ্ঞেয়), তিনি অখণ্ডৈকরস শশী। তিনি অখণ্ডৈকরস ক্ষেত্র, এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস ক্ষমা (পৃথিবী) ॥ ১৪, ১৫

অখণ্ডৈকরসাস্তারা অখণ্ডৈকরসো রবিঃ ॥ ১৬
অখণ্ডৈকরসো জ্ঞাতা অখণ্ডৈকরসা স্থিতিঃ ॥ ১৭

তিনি অখণ্ডৈকরস তারাগণ, তিনি অখণ্ডৈকরস সূর্য্য, তিনি অখণ্ডৈকরস জ্ঞাতা এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস স্থিতি-স্বরূপ ॥ ১৬, ১৭

অখণ্ডৈকরসা মাতা অখণ্ডৈকরসঃ পিতা ।। ১৮
অখণ্ডৈকরসো রাজা অখণ্ডৈকরসং পুরম্ ॥ ১৯
অখণ্ডৈকরসং তারমখণ্ডৈকরসো জপঃ ।। ২০

তিনি অখণ্ডৈকরস মাতা, তিনি অখণ্ডৈকরস পিতা, তিনি অখণ্ডৈকরস রাজা এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস পুর-

স্বরূপ। তিনি অখণ্ডৈকরস প্রণব মন্ত্র এবং তিনিই অখণ্ডৈকরস জপস্বরূপ ॥ ১৮, ১৯, ২০

সর্ব্ববর্জ্জিতচিন্মাত্রং ত্বত্তা মত্তা চ চিন্ময়ম্ ॥ ২১
আদিরন্তঞ্চ চিন্মাত্রং গুরুশিষ্যাদি চিন্ময়ম্ ॥ ২২

তিনি সর্ব্ববর্জ্জিত চিৎস্বরূপ মাত্র, তিনি তৎপদবাচ্য এবং অহংপদবাচ্য চিন্ময়। তিনি আদি এবং অন্তেতে চিন্ময় এবং তিনিই গুরুশিষ্যাদি চৈতন্য স্বরূপ ॥২১,২২

দৃগ্দৃশ্যং যদি চিন্মাত্রমস্তি চেচ্চিন্ময়ং সদা ॥২৩
সর্ব্বাশ্চর্য্যং চ চিন্মাত্রং দেহশ্চিন্মাত্রমেবহি ॥২৪

যদি দৃশ্য এবং দ্রষ্টা সমস্তই চিন্ময় হইল, তবে ব্রহ্মই সদা চিন্ময়রূপে বিরাজিত আছেন। তিনিই সমস্ত অদ্ভুত রস এবং চিন্ময় স্বরূপ, দেহও চিন্ময় ॥২৩,২৪

অহং ত্বং চৈব চিন্মাত্রং মূর্ত্তামূর্ত্তাদিচিন্ময়ম্ ॥২৫
পুণ্যং পাপঞ্চ চিন্মাত্রং জীবশ্চিন্মাত্রবিগ্রহঃ ॥২৬

আমি এবং তুমি সেই চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ, সমস্ত মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত পদার্থও চিন্ময়। পুণ্য এবং পাপও চিন্ময়, জীবও

চিন্ময়ের মূর্ত্তি, কারণ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তুই নাই॥ ২৫,২৬

দেহত্রয়বিহীনত্বাৎ কালত্রয়বিবর্জ্জনাৎ ॥২৭
জীবত্রয়গুণাভাবাত্তাপত্রয়বিবর্জ্জনাৎ ॥২৮

সেই ব্রহ্ম স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ এই দেহত্রয় রহিত, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের অতীত। সেই ব্রহ্ম জীবভাব এবং সত্ত্ব, রজ ও তমঃ এই ত্রিগুণরহিত, সেই ব্রহ্ম আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক এই তাপত্রয় বিবর্জ্জিত ॥২৭,২৮

লোকত্রয়বিহীনত্বাৎ সর্ব্বমাত্মেতিশাসনাৎ ॥২৯
চিত্তাভাবাচ্চিন্তনীয়ং দেহাভাবাজ্জরা ন চ ॥৩০
পাদাভাবাদ্ গতির্নাস্তি হস্তাভাবাৎ ক্রিয়া ন চ ॥৩১
মৃত্যুর্নাস্তি জন্মাভাবাদ্ বুদ্ধ্যভাবাৎ সুখাদিকম্ ॥৩২

সেই ব্রহ্ম ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয় রহিত, 'সমস্তই ব্রহ্ম' ইহাই শ্রুতির উপদেশ। সেই ব্রহ্মের চিত্তের অভাব বশতঃ তাঁহার চিন্তনীয় বস্তু নাই এবং দেহের অভাববশতঃ জরাও নাই। তাঁহার পদের অভাব বশতঃ

গতি নাই এবং হস্তের অভাব বশতঃ ক্রিয়াও নাই। তাঁহার জন্মের অভাব বশতঃ মৃত্যু নাই এবং বুদ্ধির অভাব বশতঃ বুদ্ধিগম্য সুখাদিও নাই॥২৯,৩০,৩১,৩২॥

ইতি একাদশং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

এই প্রকরণে ব্রহ্মের পুংলিঙ্গ স্বরূপের লক্ষণ সকল উক্ত হইতেছে।

স এষোঽকলোঽমৃতঃ ॥ ১

যিনি চিদ্ধাতু, তিনি ষোড়শ কলা রহিত এবং অমৃত স্বরূপ ॥১

নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং
ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞমদৃশ্য-
মব্যবহার্য্য মগ্রাহ্য মলক্ষণ মচিন্ত্য মব্যপ-
দেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং
শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স
আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ২

বিবেকিগণ ওঁকারের চতুর্থ অবস্থাকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তৎকালে ব্রহ্ম অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব নহেন, জাগ্রৎ এবং স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞান-

সম্পন্ন নহেন, প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ নহেন, জ্ঞাতা নহেন, অপ্রজ্ঞও নহেন, কিন্তু তিনি অদৃশ্য (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর), তিনি অব্যবহার্য্য ('ইহা অমুক' ইত্যাকার ব্যবহারের অযোগ্য), তিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য (অনুমান-যোগ্য), তিনি সকল প্রকার চিহ্ন রহিত, মানস চিন্তার অবিষয়, শব্দ নির্দ্দেশের অযোগ্য, 'একই আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিগম্য, জাগ্রদাদি প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, তিনি শান্ত (নির্ব্বিকার), মঙ্গলময় এবং অদ্বৈত, তিনিই সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা এবং তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় ॥২

অমাত্রশ্চতুর্থোঽব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ
শিবোঽদ্বৈতঃ ॥ ৩

সেই ব্রহ্ম মাত্রাশূন্য, অব্যবহার্য্য, জগৎ প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান মঙ্গলময় ওঁকারের চতুর্থস্থানীয় এবং অদ্বৈত স্বরূপ ॥৩

যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্
বিজানাতি স ভূমা ॥ ৪

ব্রহ্মবিৎ বরীয়ান্ যে স্বরূপে কোন রূপজাতকে দর্শন করেন না, কোন শব্দজাতকে শ্রবণ করেন না, সদসৎ বস্তুকে জ্ঞাত হয়েন না, তাঁহাকে ভূমাস্বরূপ বা ব্রহ্ম বলে

অথবা মৎস্বরূপে অন্য দর্শন নাই, অন্য শ্রবণ নাই, অন্য বিজ্ঞান নাই অর্থাৎ কোন প্রকার ভেদ ব্যবহারের উপ-যোগ নাই, সেই স্বরূপই ভূমা অর্থাৎ ব্রহ্ম ॥৪

স এষ নেতি নেত্যাত্মাঽগৃহ্যো নহি গৃহ্যতেঽ
শীর্য্যো নহি শীর্য্যতেঽসঙ্গো নহি সজ্জতেঽ-
সিতো ন ব্যথ্যতে ন রিষ্যতি ॥ ৫

ব্রহ্মেতে সমস্ত পদার্থের নিষেধ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন। সেই আত্মা অগ্রাহ্য, কারণ তাঁহাকে কেহ গ্রহণ করিতে পারে না, তিনি অশীর্য্য অর্থাৎ শীর্ণ হয়েন না, তিনি অমূর্ত্ত বলিয়া অসঙ্গ (কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না), তিনি বন্ধন রহিত বলিয়া অসিত (বন্ধন বর্জ্জিত), তিনি কিছুতেই ব্যথিত হয়েন না বা কোন রূপে বিনষ্ট হয়েন না ॥৫

রসঘন এবৈবং বাহ্যরেয়মাত্মানন্তরোঽবাহ্যঃ
কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব ॥ ৬

হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মা সচ্চিদান্দনরসঘন, তিনি অনন্তর এবং অবাহ্য। তাঁহার অন্তর এবং বাহ্যযোগ বশতঃ বিশেষতা আসিয়া পড়ে, সেই জন্য তাঁহাকে অনন্তর

এবং অবাহ্য বলা হয় অর্থাৎ তিনি অন্তর্বাহ্য বিভাগ শূন্য, অতএব কৃৎস্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ, কারণ স্বাতিরিক্ত বাহ্যাভ্যন্তরের অভাব তাঁহাতে আছে (আত্মৈবেদং সর্ব্বং—সমস্তই আত্মময়, এইরূপ শ্রুতি আছে)। তিনি সর্ব্বজ্ঞ চিদ্‌ঘন স্বরূপ (জ্ঞানস্বরূপ) ॥৬

তস্মান্মনো বিলীনে মনসি গতে সংকল্পে বিকল্পে
দগ্ধে পুণ্যপাপে সদাশিবঃ ওঁশক্ত্যাত্মকঃ
সর্ব্বত্রাবস্থিতঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ শুদ্ধো নিত্যো
নিরঞ্জনঃ শান্ততমঃ প্রকাশয়তি ॥ ৭

আত্মাতিরিক্ত মন আছে এই বিভ্রম জ্ঞান হেতু মহা অনর্থ উৎপন্ন হয় "নাবিদ্যা নো মায়া পরং ব্রহ্মাঽস্মীতি স্মরণস্য মনো নহি" 'অবিদ্যা নাই, মায়াও নাই, আমিই ব্রহ্ম' এই স্মরণকারী ব্যক্তির মনও থাকে না, এই শ্রুতির অর্থজ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধ জ্ঞানদৃষ্টিতে মন লয় প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর মন হইতে উৎপন্ন সংকল্প ও বিকল্প ও তজ্জন্য পুণ্যপাপ ভস্মীভূত হয়, অনন্তর জাগ্রদাদি পঞ্চদশ কলার গ্রাসকারী সদাশিব তুরীয় ওঁকার স্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন; তৎপরে সেই ওঁকার সর্ব্বশক্তিময়, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, স্বয়ং

জ্যোতি, শুদ্ধ, নিত্য, নিরঞ্জন (বিশুদ্ধ) এবং তমোগুণ রহিত স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশিত হন ॥৭

এষ শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্তোঽপ্রাণোঽ-
নীশাত্মানন্তোঽক্ষয্যঃ স্থিরঃ শাশ্বতোঽ-
জঃ স্বতন্ত্রঃ স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতি ॥ ৮

এই পরমাত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধ এবং পবিত্র, অন্তঃকরণ শূন্য, কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ প্রাণ রহিত বলিয়া তিনি শান্ত ; স্বাতিরিক্ত মুখ্য প্রাণের অভাব বশতঃ তিনি অপ্রাণ, জীবরূপে অস্বতন্ত্র বলিয়া তিনি অনীশ, অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া তিনি অনন্ত, ষড্‌ভাব বিকার রহিত বলিয়া তিনি অক্ষয়, সৎস্বরূপ বলিয়া তিনি স্থির, চিরন্তন বলিয়া তিনি শাশ্বত (নিত্য), দেহাদি রহিত বলিয়া তিনি অজ, এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র। তিনি সদা নির্ব্বিশেষ স্বীয় স্বরূপে এবং মহিমায় বিরাজিত ॥৮

চক্ষুষো দ্রষ্টা শ্রোত্রস্য দ্রষ্টা মনসো দ্রষ্টা বাচো
দ্রষ্টা বুদ্ধের্দ্রষ্টা প্রাণস্য দ্রষ্টা তমসো দ্রষ্টা
সর্ব্বস্য দ্রষ্টা ততঃ সর্ব্বস্মাদন্যো বিলক্ষণঃ সদ্-
ঘনোঽয়ং চিদ্‌ঘন আনন্দঘন এবৈকরসোঽ-
ব্যবহার্য্যঃ ॥ ৯

সেই পরমাত্মা সকলের সাক্ষী বলিয়া চক্ষুর দ্রষ্টা, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা, মনের দ্রষ্টা, বাগিন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা, বুদ্ধির দ্রষ্টা, পঞ্চপ্রাণের দ্রষ্টা, অবিদ্যার দ্রষ্টা এবং সমস্ত পদার্থেরই দ্রষ্টা ; কিন্তু তিনি সমস্ত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ স্বরূপ, সদ্‌ঘন স্বরূপ, চিদ্‌ঘন স্বরূপ এবং আনন্দঘন স্বরূপ ও সদা একরস। তাঁহাতে ব্যবহার্য্য প্রপঞ্চের অভাব বশতঃ তিনি অব্যবহার্য্য ॥ ৯

সন্মাত্রো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো
নিরঞ্জনো বিভুরদ্বয়ানন্দঃ পরঃ প্রত্যগেকরসঃ ॥১০

সেই ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ, নিত্য, শুদ্ধ স্বরূপ, জ্ঞান এবং সত্য স্বরূপ, মুক্ত স্বভাব, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপক, দ্বৈত রহিত, আনন্দ স্বরূপ, পরমাত্মা এবং জীবাত্মা স্বরূপ ও সদা একরস ॥১০

অদৃষ্টোঽব্যবহার্য্যোঽপ্যল্পো নাঽল্পঃ
সাক্ষ্যবিশেষঃ সর্ব্বজ্ঞোঽনন্তোঽভিন্নোঽ-
দ্বয়ো বিদিতাবিদিতাৎ পরঃ অদ্বৈতপরমা-
নন্দো বিভুর্নিত্যো নিষ্কলঙ্কো নির্বিকল্পো
নিরঞ্জনো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারা-
য়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ ॥ ১১

সেই ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য (স্বাতিরিক্ত কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হন না) বলিয়া অদৃষ্ট, ব্যবহার্য্য প্রপঞ্চ রহিত (ইদং প্রত্যয়ের অগোচর) বলিয়া অব্যবহার্য্য, ভক্ত জনের জন্য অল্প স্থান হৃদয়াদি স্থানে লভ্য বলিয়া অল্প, ভূমা (অপরিচ্ছিন্ন বা সর্ব্বব্যাপক) বলিয়া অনল্প, সর্ব্ব-ব্যাপক বলিয়া সকলের সাক্ষী, বস্তুতঃ সকলকে নির্ব্বি-শেষ জানেন বলিয়া অবিশেষ, সমস্ত জানেন বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ, পরিচ্ছেদ রহিত বলিয়া অনন্ত, জীবাত্মা পরমাত্মা ইত্যাকার ভেদ রহিত, দ্বৈত রহিত, মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত পদার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ, অদ্বৈত, পরমানন্দ স্বরূপ, বিভু, নিত্য নির্দ্দোষ, নির্ব্বিকল্প নিরঞ্জন, সংজ্ঞা রহিত এবং শুদ্ধ স্বরূপ তিনি এক অদ্বিতীয় নারায়ণ স্বরূপ। তাঁহার দ্বিতীয় কেহই নাই॥ ১১

অচক্ষুর্বিশ্বতশ্চক্ষুরকর্ণো বিশ্বতঃকর্ণ অপাদো
বিশ্বতঃপাদ অপাণির্বিশ্বতঃপাণিরহমশিরা
বিশ্বতঃশিরা বিদ্যামাত্রৈকসংশ্রয়ো বিদ্যারূপঃ॥১২

সেই ব্রহ্ম চক্ষু রহিত হইয়াও বিরাটরূপে সর্ব্বত্র চক্ষু-ষ্মান্, শ্রোত্রেন্দ্রিয় রহিত হইয়াও সর্ব্বত্র শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুক্ত, পাণি পাদ মস্তক বিহীন হইয়াও হস্ত পদ শিরোযুক্ত, স্বাতিরিক্ত মান এবং মেয় পদার্থের অভাব বশতঃ

তিনি বিদ্যার একমাত্র আশ্রয় এবং স্বয়ংই বিদ্যা-স্বরূপ ॥১২

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ ॥ ১৩
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ১৪

তিনি নিজ মহিমাতেই প্রকাশিত, মূর্ত্তি বর্জ্জিত বলিয়া অমূর্ত্ত ; সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ বলিয়া পুরুষ, স্বব্যাপ্য প্রপঞ্চের বাহ্য এবং অভ্যন্তরে সদা বর্ত্তমান, অজর এবং অমৃত স্বরূপ বলিয়া অজ। ক্রিয়াজ্ঞানেচ্ছাশক্ত্যাত্মক প্রাণ এবং অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের অভাব বশতঃ তিনি অপ্রাণ এবং অমনা, প্রকাশ মাত্র স্বরূপ বলিয়া তিনি শুভ্র এবং প্রপঞ্চের আরোপাধার অক্ষর ঈশ্বর হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ॥১৩, ১৪

অদ্বৈতঃ সর্বভাবানাং দেবস্তুর্য্যো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥ ১৫

বিশ্ব বিরাট্ ঈশাদিভাব—সকলেতে দ্বৈতের ন্যায় ভান হইলেও সেই দ্বৈত ভাবের অপবাদাধার ব্রহ্ম অদ্বৈত বিভু এবং তুর্য্যদেব বলিয়া খ্যাত হন ॥১৫

অপূর্ব্বোঽনন্তরোঽবাহ্যো ন পরঃ প্রণবোঽব্যয়ঃ ॥১৬

স্বতঃ অন্য কারণ রহিত বলিয়া তিনি অপূর্ব্ব, স্বতঃ

কার্য্যাভাব হেতু তিনি অনন্তর, ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থের অভাব বশতঃ তিনি অবাহ্য, স্বপরত্বের অভাব বশতঃ তিনি অন-পর এবং নিত্য বলিয়া তিনি অব্যয় (প্রণব স্বরূপ পরমাত্মা অবশিষ্ট থাকেন বলিয়া তিনি অব্যয়) ॥১৬

অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ ॥ ১৭

অকারাদি মাত্রা রহিত বলিয়া তিনি অমাত্র, পরাভি-ধানাত্মক অনন্ত মাত্রারূপী বলিয়া তিনি অনন্তমাত্র, তিনি অভিধান অভিধেয়রূপ অশিব দ্বৈত ভাব রহিত বা তদ্রূপের উপশমাধার বলিয়া শিব পরমাত্মস্বরূপ ॥১৭

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ ॥ ১৮

তিনি ঈশ্বরাত্মরূপে নিখিল কর্ম্মের ফলদাতা সর্ব্বান্ত-র্য্যামী বলিয়া তিনি সকল ভূতের আশ্রয়। সর্ব্বব্যাপক বলিয়া তিনি সাক্ষী, সকলের চেতা (জ্ঞাতা), অশেষ এবং বিশেষ রহিত বলিয়া তিনি কেবল, এবং তিনিই গুণত্রয়ের অভাববশতঃ নির্গুণ ॥ ১৮

সর্ব্বসংকল্পরহিতঃ সর্ব্বনাদময়ঃ শিবঃ ॥ ১৯

সর্ব্ববর্জ্জিতচিন্মাত্রঃ সর্ব্বানন্দময়ঃ পরঃ ॥ ২০

মন রহিত বলিয়া তিনি সর্ব্ব সংকল্প রহিত প্রণবাদি সর্ব্বনাদময় বলিয়া তিনি বস্তুতঃ সদাশিব। তিনি সর্ব্ব অচিৎ বর্জ্জিত চিৎস্বরূপ এবং সর্ব্বানন্দময় পরমাত্মা ॥১৯,২০

সর্ব্বানুভববিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বধ্যানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২১
আত্মানাত্মবিবেকাদিভেদাভেদবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২

সেই পরমাত্মা অন্তঃকরণরূপ অবিদ্যাকল্পিত জগজ্জীবেশাদি অনুভব বর্জ্জিত এবং দেহাদি সাক্ষ্যন্ত সর্ব্বধ্যান রহিত। তিনি আত্মা এবং অনাত্মার বিবেকাদি জন্য ভেদ এবং অভেদজ্ঞান বর্জ্জিত ॥২১,২২

মহাবাক্যার্থতো দূরো ব্রহ্মাস্মীত্যতিদূরতঃ ॥ ২৩
তচ্ছব্দবর্জ্যস্ত্বংশব্দহীনো বাক্যার্থবর্জ্জিতঃ ॥ ২৪

তিনি মহাবাক্যার্থবৃত্তি হইতে দূর এবং ব্রহ্মাস্মীতি এই বৃত্তি হইতেও দূর। তিনি 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যের তৎ শব্দ বর্জ্জিত এবং ত্বং শব্দ হীন বাক্যার্থ রহিত অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ॥ ২৩,২৪

ক্ষরাক্ষরবিহীনো যো নাদান্তর্জ্যোতিরেব সঃ ॥ ২৫

ক্ষর প্রপঞ্চ, তদাধার অক্ষর ঈশ্বর, এই উভয় ভাব বিহীন সেই ব্রহ্ম প্রণব (শব্দ ব্রহ্ম) নাদান্ত বিদ্যোত মান তুর্য্য জ্যোতিঃস্বরূপ ॥২৫

অখণ্ডৈকরসো বাহমানন্দোঽস্মীতি বর্জ্জিতঃ ॥ ২৬
দৃশ্যদর্শননির্ম্মুক্তঃ কেবলামলরূপবান্ ॥ ২৬

আমি একমাত্র অখৈণ্ডকরস ব্রহ্মস্বরূপ, আমি আনন্দ-স্বরূপ, ইহা (দৃশ্যপ্রপঞ্চ) মায়িক বলিয়া এতদ্ভাব বর্জ্জিত। দৃশ্য ঘটাদি, তদ্বিষয়ক জ্ঞান দর্শন, এই উভয়ভাব বর্জ্জিত আমি কেবল, নির্ব্বিশেষ এবং অমলস্বভাব ব্রহ্ম ॥২৬,২৭

নিত্যোদিতো নিরাভাসো দ্রষ্টা সাক্ষী চিদাত্মকঃ ॥ ২৮
স এব বিদিতাদন্যস্তথৈবাদিতাদধি ॥ ২৯

তিনি মাত্রা রহিত বলিয়া নিত্য উদিত, উদয়াস্ত রহিত বলিয়া নিরাভাস। তিনি জীবরূপে ব্যষ্টি প্রপঞ্চের দ্রষ্টা, ঈশ্বররূপে সমষ্টি প্রপঞ্চের সাক্ষী। স্বভাবতঃ চিন্ময় বলিয়া তিনি চিদাত্মা। সেই ব্রহ্ম বিদিত অর্থাৎ জ্ঞাত স্থূল পদার্থ হইতে অন্য (পৃথক্) এবং সেই ব্রহ্ম অবিদিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম অবিদ্যা বীজ হইতেও পৃথক্ ॥২৮,২৯

ইতি দ্বাদশং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

এই প্রকরণে ব্রহ্মের স্ত্রীলিঙ্গ স্বরূপের লক্ষণ সকল উক্ত হইতেছে।

অলৌকিকপরমানন্দলক্ষণাখণ্ডামিততেজোরাশিঃ ॥ ১

অলৌকিক পরমানন্দলক্ষণা সেই চিন্ময়ী, অখণ্ড এবং অমিত তেজোরাশি রূপিণী এবং পূর্ণবোধাত্মিকা ॥ ১

ভাবাভাবকলাবিনির্ম্মুক্তা চিদ্‌বিদ্যা ব্রহ্মসংবিত্তিঃ ॥ ২

শ্রোত্রাদি গ্রাহ্য শব্দাদি ভাব কলা এবং মন আদি গ্রাহ্য সংকল্পাদি অভাব কলা, তদুভয় বিনির্ম্মুক্ত চিদ্রূপিণী এবং বিদ্যারূপিণী (চিদস্মীতি বেদনীয়ত্বাৎ চিদ্বিদ্যা) আমি চিন্ময়ী এই জ্ঞান হেতু তিনি চিদ্ বিদ্যা, (বৃংহণাৎ) ব্যাপনশীল বলিয়া ব্রহ্ম, (ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠৈঃ সংবেদনীয়ত্বাৎ) সেই চিন্ময়ী মা ব্রহ্মবেত্তৃ কর্ত্তৃক সংবেদনীয়া বলিয়া তিনি ব্রহ্মসংবিত্তি ॥ ২

সচ্চিদানন্দলহরী মহাত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৩

সেই চিন্ময়ী মা সচ্চিদানন্দ লহরী পূর্ণ প্রবাহরূপিণী। ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বঃ এই ত্রিপুরোপলক্ষিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে

অধিষ্ঠান করিয়া যিনি শোভাযুক্তা হয়েন, তিনি মহাত্রিপুর-সুন্দরী ॥ ৩

বহিরন্তয়নুপ্রবিশ্য স্বয়মেকৈব বিভাতি ॥ ৪

তিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামিনীরূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া এবং উহাদের বাহ্যাভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্বয়ং একমাত্র বিরাজিতা আছেন ॥৪

সর্ব্বসঙ্কল্পরহিতা সর্ব্বসংজ্ঞাবিবর্জ্জিতা ॥ ৫
সৈষা চিদবিনাশাত্মা স্বাত্মেত্যাদিকৃতা ভিদা ॥ ৬

অন্তঃকরণবৃত্তির অভাব বশতঃ তিনি সর্ব্ব সংকল্প বর্জ্জিতা এবং সর্ব্ববিধ সংজ্ঞা রহিতা। সেই চিন্ময়ী অবিনাশরূপিণী আত্মা, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। তিনিই আত্মা ইত্যাদি বিভিন্ন নাম যুক্তা ॥ ৫,৬

আকাশশতভাগাচ্ছা জ্ঞেষু নিষ্কলরূপিণী ॥ ৭
নাস্তমেতি ন চোদেতি নোত্তিষ্ঠতি ন তিষ্ঠতি ॥ ৮

আকাশ অপেক্ষা শত গুণে তিনি নির্ম্মলা চিন্মাত্র রূপিণী। ব্রহ্মাত্মবিদ্‌বরিষ্ঠ-দৃষ্টিতে তিনি প্রাণাদি নামান্ত ষোড়শকলা রহিত বলিয়া নিষ্কলরূপিণী। চিদ্রূপিণী মা কলাযুক্ত বলিয়া তাঁহার উদয় এবং অস্ত সম্ভব হইতে

পারে, তদুত্তরে বলা হইতেছে—তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-রূপিণী চিন্ময়ী বলিয়া তাঁহাতে উদয়াস্তময়াদি বিকৃতি সম্ভব হইতে পারে না, কারণ তিনি মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত হইতে বিলক্ষণা অর্থাৎ ভিন্নস্বরূপা ॥ ৭, ৮

ন চ যাতি ন চায়াতি ন চ নেহ নচেহ চিৎ ॥ ৯
সৈষা চিদমলাকারা নির্ব্বিকল্পা নিরাস্পদা ॥ ১০

তিনি সর্ব্বব্যাপিণী বলিয়া তাঁহার গমনাগমন নাই, সেই চিন্ময়ী ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সেই চিন্ময়ী মা জীবাভিন্ন ব্রহ্ম স্বরূপেতে বিমলাকারা, সঙ্কল্পের অভাব বশতঃ নির্ব্বিকল্পা এবং স্বাতিরিক্ত অধিষ্ঠানের অভাব বশতঃ নিরধিষ্ঠানা ॥ ৯, ১০

মহাচিদেকৈবেহাস্তি মহাসত্তেতি চোচ্যতে ॥ ১১
নিষ্কলঙ্কা সমা শুদ্ধা নিরহঙ্কাররূপিণী ॥ ১২
সকৃদ্বিভাতা বিমলা নিত্যোদয়বতী সমা ॥ ১৩
সা ব্রহ্ম পরমাত্মেতি নামভিঃ পরিগীয়তে ॥ ১৪

একমাত্র তিনিই মহাচিদ্রূপিণী এবং মহাসত্তা স্বরূপা উক্তা হয়েন। পরম অদ্বয়স্বরূপিণী যে মা, তাঁহাতে বিশে-ষণ বিশিষ্ট মায়া কলঙ্কের অভাববশতঃ তিনি নিষ্কলঙ্কা,

অবিদ্যাকৃত (বৈষম্য) রহিতা, এবং নিরহংকাররূপিণী মা নিত্য বিরাজিতা, তিনি চিন্ময়ী বলিয়া বিমলা, স্বস্বরূপে নিত্যোদয়বতী এবং করুণাময়ী বলিয়া সমদর্শিনী। সেই চিদ্রূপিণী মাকে ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি নাম দ্বারা যোগি-গণ কীর্ত্তন করেন ॥ ১১, ১২, ১৩, ১৪

ইতি ত্রয়োদশং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্ধান্তিকনপুংসকলিঙ্গস্বরূপবাক্যানি। ১৪

এই প্রকরণে ব্রহ্মের নপুংসকলিঙ্গস্বরূপের লক্ষণ উক্ত হইতেছে।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ॥ ১

সে ব্রহ্ম স্থূল প্রপঞ্চ হইতে অন্য অর্থাৎ ভিন্ন এবং অবিদিত সূক্ষ্ম হইতেও ভিন্ন ॥১

যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং
তদপাণিপাদম্ ॥ ২

সেই ব্রহ্ম নিরাকার এবং স্থূলদেহাদি হইতে বিলক্ষণ বলিয়া অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, গোত্ররহিত, ব্রাহ্মণাদি বর্ণরহিত এবং জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় বর্জ্জিত বলিয়া চক্ষু, শ্রোত্র, পাণি, পাদাদি ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত ॥২

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ ৩

হে সৌম্য (প্রিয়শিষ্য)! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ স্বরূপ, অদ্বিতীয়, স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ রহিত এবং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই ছিলেন ॥৩

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত মস্নেহমচ্ছায়-
মতমোঽবায়্বনাকাশ মসঙ্গ মরসমগন্ধমচক্ষু-
ষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখ-
মমাত্রমনন্তরমবাহ্যম্ ॥ ৪

সেই ব্রহ্ম বুদ্ধি অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া অস্থূল, বৃহৎ বলিয়া অনণু, নিষ্পরিমাণ বলিয়া অহ্রস্ব এবং অদীর্ঘ, রজঃ আদি গুণত্রয়াভাব হেতু তিনি অলোহিত, অদ্রব বলিয়া তিনি অস্নেহ, অমূর্ত্ত বলিয়া তিনি অচ্ছায় (ছায়া রহিত), অবিদ্যক মোহাভাব বশতঃ তিনি অতমঃ ; ভূত ভৌতিক ভাবরহিত বলিয়া তিনি অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অগন্ধ ; জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাববশতঃ তিনি অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্ ; অন্তঃকরণাভাববশতঃ তিনি অমন, প্রাণাদির অভাববশতঃ তিনি অপ্রাণ, তিনি অতেজস্ক, নিরবয়ব বলিয়া তিনি অমুখ, অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া তিনি অমাত্র এবং অন্তর্বাহ্যকল্পনা রহিত বলিয়া তিনি অনন্তর এবং অবাহ্য ॥৪

নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধং মুক্তং সত্যং সূক্ষ্মং পরিপূর্ণমদ্বয়ং
সদানন্দচিন্মাত্রং পুরতঃ সুবিভাতমবিভাতমদ্বৈত-
মচিন্ত্যমলিঙ্গং স্বপ্রকাশমানন্দঘনম্ ॥ ৫

সেই ব্রহ্ম নিত্যস্বরূপ, শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব, সুখস্বরূপ,

পরিপূর্ণ, অদ্বয়, সদানন্দ স্বরূপ এবং চৈতন্য মাত্র। সমস্ত পদার্থের পুরোভাগে নিজেই স্বপ্রকাশময় বলিয়া এবং সূর্য্যাদি দ্বারা তিনি প্রকাশিত নহেন বলিয়া তিনি সুবিভাত এবং অবিভাত, দ্বৈতরহিত বলিয়া তিনি অদ্বয়, অনির্ব্বচনীয় বলিয়া তিনি অচিন্ত্য, তাঁহাতে স্বগমক লিঙ্গের অভাব বশতঃ তিনি অলিঙ্গ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ, তিনি স্বপ্রকাশ এবং ঘনীভূত আনন্দ স্বরূপ ॥ ৫

এতদ্ধ্যশব্দ মস্পর্শ মরূপ মরস মগন্ধ মব্যক্ত
মদাতব্য মবিসর্জ্জিয়তব্য মনানন্দয়িতব্য মমন্তব্য
মবোদ্ধব্য মনহংকর্ত্তয়িতব্য মচেতয়িতব্য
মপ্রাণয়িতব্য মপানয়িতব্য মব্যানয়িতব্য
মনুদানয়িতব্য মসমানয়িতব্য মনিন্দ্রিয়-
মবিষয় মকরণ মলক্ষণ মসঙ্গ মগুণ
মবিক্রিয় মব্যপদেশ্য মসত্ত্ব মরজস্ক
মতমস্ক মমায় মভয় মপ্যৌপনিষদমেব
সুবিভাতং সকৃদ্বিভাতং পুরতোঽস্মাৎ
সর্ব্বস্মাৎ সুবিভাত মদ্বয়ম্ ॥ ৬

এক্ষণে প্রত্যগভিন্ন (জীব হইতে অভিন্ন) ব্রহ্মস্বরূপ উক্ত হইতেছে। পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের

বিষয় রহিত বলিয়া তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অগন্ধ, অব্যক্ত, অদাতব্য, অগন্তব্য, অবিসর্জ্জয়িতব্য, অনানন্দয়িতব্য, অমন্তব্য, অবোদ্ধব্য, অনহঙ্কর্ত্তয়িতব্য, অচেতয়িতব্য, প্রাণ অপান সমান ব্যান এবং উদান এই পঞ্চ প্রাণরহিত বলিয়া তিনি অপ্রাণয়িতব্য, অপানয়িতব্য, অব্যানয়িতব্য, অনুদানয়িতব্য, অসমানয়িতব্য, অন্তঃকরণাদি ইন্দ্রিয়রহিত বলিয়া তিনি অনিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভাববশতঃ তিনি অবিষয়, ইন্দ্রিয়রহিত বলিয়া তিনি অকরণ, অনির্দ্দেশ্য বলিয়া অলক্ষণ, আসক্তি রহিত বলিয়া তিনি অসঙ্গ, সত্ত্বাদি গুণরহিত বলিয়া তিনি অগুণ, বিকার রহিত, অব্যপদেশ্য (বাঙ্মনের অগোচর) সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ বর্জ্জিত বলিয়া তিনি মায়া রহিত, অভয়, তিনি একমাত্র উপনিষদ্‌প্রতিপাদ্য, তিনি স্বপ্রকাশ, সদা প্রকাশ, সমস্ত পদার্থের পুরোভাগে সুপ্রকাশিত একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম স্বরূপ ॥৬

অনির্ব্বচনীয়ং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপকং নিরতিশয়ানন্দলক্ষণং পরমাকাশম্ ॥ ৭

বাক্য এবং মনের অগোচর ব্রহ্ম রূপেতে স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া তিনি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি সর্ব্ব-

ব্যাপক, তিনি ভূমা বলিয়া নিরতিশয় আনন্দ লক্ষণযুক্ত. ভূতাকাশের কারণ বলিয়া তিনি পরমাকাশ এবং চিদাকাশ ॥৭

তদ্ব্রহ্ম তাপত্রয়াতীতং ষট্‌কোশবিনির্ম্মুক্তং
ষড়ূর্ম্মিবর্জ্জিতং পঞ্চকোশাতীতং ষড্‌ভাব-
বিকারশূন্যমেবমাদিসর্ব্ববিলক্ষণং নির্গুণং
নিরুপপ্লবং জ্যোতিরভ্যন্তরং সর্ব্বমায়াতীত
মপ্রত্যগেকরস মদ্বিতীয়ম্ ॥ ৮

সেই ব্রহ্ম স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ দেহরহিত বলিয়া আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক এই ত্রিতাপ বিনির্ম্মুক্ত, তিনি ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, মজ্জা এবং অস্থি এই ছয় কোশ রহিত, তিনি অশনায়া, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মরণ এই ছয় প্রকার (ঊর্ম্মি) চিত্তবিকার বর্জ্জিত, তিনি অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চকোশ রহিত, তিনি ছয় বিকার (জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতি, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি) রহিত, এই প্রকার সর্ব্বপদার্থ হইতে বিলক্ষণ (ভিন্ন), সত্ত্বাদি গুণরহিত বলিয়া তিনি নির্গুণ, স্থূলাদি দেহরহিত বলিয়া তিনি উপদ্রবশূন্য, অতি প্রকাশ-

ময় বলিয়া তিনি অভ্যন্তর জ্যোতি, তিনি সর্ব্বময়াতীত, তাঁহাতে স্বাতিরিক্ত প্রত্যক্ রসের (জীব ও জগৎভাব) অভাবহেতু তিনি অপ্রত্যক্ একরস স্বরূপ এবং দ্বৈত রহিত বলিয়া তিনি অদ্বিতীয় ।।৮।।

তজ্জ্যোতিরেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্বকল্পনাতীতং
ধ্রুব মক্ষরমেকং সদা চকাস্তি সচ্চিদানন্দম্ ॥৯

সেই ব্রহ্ম জ্যোতিস্বরূপ একমাত্র অদ্বিতীয়, তিনি নির্ব্বিশেষ হেতু সমস্ত কল্পনার অতীত, সৎ মাত্র বলিয়া তিনি নিশ্চল, অবিনাশী, এবং একমাত্র সেই ব্রহ্মই সদা প্রকাশিত রহিয়াছেন ॥৯

যত্তৎ সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং নিষ্ক্রিয়ং নিরঞ্জনং
সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং সর্ব্বতোমুখমনির্দ্দেশ্যমমৃতং
নিষ্কলম্ ॥ ১০

সেই ব্রহ্ম সত্য বিজ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ, নিষ্ক্রিয়, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপক সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, বাক্য ও মনের অগোচর, অমৃত স্বরূপ এবং কলা শূন্য ।।১০

একমদ্বৈতং নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং
নিরতিশয় মনাময় মদ্বৈতং চতুর্থং

ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাতীতমেকমাশাস্যম্ ॥ ১১

সেই ব্রহ্ম একমাত্র, দ্বৈতরহিত, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, বিকাররহিত শান্ত স্বরূপ, তিনি নিরতিশয় অনাময় (রোগাদি উপদ্রব রহিত) অদ্বিতীয়, তুর্য্য স্বরূপ, সেই ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রভাব শূন্য, এক মাত্র এবং সকলের আশাস্য (একমাত্র বাঞ্ছিত) ॥১১

অদ্বয় মনাদ্যন্তমশেষ বেদবেদান্তবদ্যমনির্দ্দেশ্য-
মনিরুক্তমপ্রচ্যবমাশাস্যমদ্বৈতং চতুর্থং
সর্ব্বাধার মনাধার মনিরীক্ষ্যম্ ॥ ১২

সেই ব্রহ্ম অদ্বয়, উৎপত্তি প্রলয় রহিত বলিয়া অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মা ইন্দ্রাদিরূপে এবং স্বীয় স্বরূপ দ্বারা তিনি অশেষ, তিনি বেদ এবং বেদান্ত বেদ্য, তিনি নির্ব্বিশেষ বলিয়া অনির্দ্দেশ্য এবং অনিরুক্ত (নির্দ্দেশ এবং বচনাতীত), তিনি অচ্যুত বলিয়া অপ্রচ্যব, তিনি আশাস্য (একমাত্র বাঞ্ছনীয়), তিনি অদ্বৈত, তিনি ওঁকারের তুরীয় পদবাচ্য, সকলের আধার, তাঁহার আধার কেহ নাই বলিয়া তিনি অনাধার ব্রহ্মাহমস্মীতি এই ভাবনা ব্যতিরেকে তিনি অনিরীক্ষ্য অর্থাৎ অলক্ষ্য ॥১২

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥ ১৩
পরং বিজ্ঞানাদ্ যদ্ বরিষ্ঠং প্রজানাং
যদর্চ্চিমদ্ যদণুভ্যোঽণু চ ॥ ১৪

সেই ব্রহ্ম শব্দ স্পর্শ রূপ রস এবং গন্ধ বর্জ্জিত, নিত্য এবং অব্যয় স্বরূপ। তমোগুণ বিশিষ্ট জীবদিগের নিজ অজ্ঞান দৃষ্টি জন্য স্বাতিরিক্ত বস্তু বিষয়ক বিজ্ঞান হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, যিনি স্বয়ং প্রকাশ বলিয়া সূর্য্যাদি হইতেও জ্যোতির্ম্ময়, যিনি অণুস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি হইতেও সূক্ষ্ম, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে ॥১৩, ১৪

বৃহচ্চ তদ্দিব্য মচিন্ত্যরূপম্
সূক্ষ্মাচ্চ তৎ সূক্ষ্মতরং বিভাতি ॥ ১৫
এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং
নাতঃ পরং বেদিতব্যংহি কিঞ্চিৎ ॥ ১৬

তিনি আকাশ হইতেও বৃহৎ, নিজ মহিমাতেই স্বপ্রকাশ, বাক্য এবং মনের অগোচর বলিয়া তিনি অচিন্ত্য স্বরূপ এবং তিনিই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতররূপে প্রতিভাত হয়েন। প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মরূপেতে নিত্য যে আত্মসংস্থান (নির্ব্বিশেষ

ব্রহ্মই আমি এইরূপ ভাব), একমাত্র তাহাই জ্ঞেয়, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই জ্ঞাতব্য নাই ॥১৫, ১৬

অঘোষমব্যঞ্জন মস্বরঞ্চ
যত্তালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকঞ্চ যৎ ॥ ১৭
অরেফজাত মুভয়োষ্মবর্জ্জিতং
যদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ ॥ ১৮

সেই ব্রহ্মই পরম অক্ষর স্বরূপ। তাঁহাতে প্রযত্ন বিশেষের অভাব বশতঃ তিনি অঘোষ, তাঁহাতে হল্-সংজ্ঞকবর্ণের অভাব বশতঃ তিনি অব্যঞ্জন, স্বরবর্ণরহিত বলিয়া তিনি অস্বর, এবং তিনি তালু, কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং অনুনাসিক বর্ণ রহিত। শষহাদি প্রযত্নরহিত বলিয়া এবং রকারাদি প্রত্যাহারের তাঁহাতে অভাব বশতঃ তিনি রেফ এবং উষ্মবর্ণ বর্জ্জিত। সেই ব্রহ্ম ক্ষর (অবস্থান্তর) রহিত বলিয়া পরম অক্ষর স্বরূপ অর্থাৎ কণ্ঠ ওষ্ঠ তাল্বাদি বর্ণবিকার তাঁহাতে নাই, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ ॥১৭, ১৮

অগোচরং মনোবাচা মবধূতাদি সংপ্লবম্ ॥ ১৯
সত্তামাত্রপ্রকাশৈকপ্রকাশং ভাবনাতিগম্ ॥ ২০

তিনি মন এবং বাক্যের অগোচর, তিনি অবধূতাদির (ব্রহ্মসংস্থ সন্ন্যাসীর) স্বাতিরিক্ত সংসার সাগরের সন্তরণার্থ ভেলা স্বরূপ। তিনি সত্তামাত্র (সৎ স্বরূপ), 'প্রত্যগভিন্ন সত্তা মাত্র ব্রহ্মই আমি' এই বোধের প্রকাশক এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ভাবনা ব্যতিরেকে তাঁহাকে লাভ করা যায় না ॥১৯, ২০

অহেয়মনুপাদেয় মসামান্যবিশেষণম্ ॥ ২১
ধ্রুবং স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্ ॥ ২২

তিনি হেয়রূপ গুণত্রয় রহিত বলিয়া অহেয়, তাঁহাতে উপাদেয় গুণসাম্যের অভাবহেতু তিনি অনুপাদেয়, অমূর্ত্ত সামান্য ভাব এবং মূর্ত্তভাব বিশেষরূপ, তিনি এই উভয় সামান্য এবং বিশেষ ভাব বর্জ্জিত, কূটস্থ বলিয়া তিনি ধ্রুব, নিস্তরঙ্গ চিৎ সমুদ্রস্বরূপ বলিয়া তিনি স্তিমিত গম্ভীর, তিনি ভূতভৌতিক তেজ এবং তমো রহিত ॥২১,২২

নিষ্কলং নির্ম্মলং শান্তং সর্ব্বাতীতং নিরাময়ম্ ॥ ২৩
ন শূন্যং নাপি চাকারি ন দৃশ্যং নাপি দর্শনম্ ॥ ২৪
চিন্মাত্রচৈত্যরহিত মনন্ত মজরং শিবম্ ॥ ২৫
চৈত্যানুপাতরহিতং সামান্যেন চ সর্ব্বগম্ ॥ ২৬

তিনি নিষ্কল, নির্ম্মল, প্রপঞ্চ রহিত, শান্ত স্বরূপ, সকলকে অতিক্রম করিয়া স্থিত বলিয়া তিনি সর্ব্বাতীত এবং তিনিই নিরুপদ্রব। অবিদ্যারূপ বীজ তাঁহাতে নাই বলিয়া তিনি শূন্য নহেন, কিন্তু স্বস্বরূপে সদা বর্ত্তমান অবিদ্যা কল্পিত নামরূপ প্রপঞ্চরহিত বলিয়া তিনি আকার-যুক্ত নহেন, তিনি বিষয় (দৃশ্য) এবং বিষয়ী (জ্ঞান) রহিত বলিয়া তিনি দৃশ্যও নহেন, দর্শনও নহেন। তিনি চিন্মাত্র স্বরূপ, তিনি চিত্তজাত বৃত্তিশূন্য, তিনি অনন্ত, অজর এবং মঙ্গলময় শিবাত্মক। তিনি চিত্তসম্বন্ধ রহিত, তিনি নিজ সত্তা দ্বারা সামান্য ভাবেতে সর্ব্বব্যাপক ॥২৩, ২৪, ২৫, ২৬

অনাময় মনাভাস মনামক মকারণম্ ॥২৭
মনোবচোভ্যামগ্রাহ্যং পূর্ণাৎ পূর্ণং সুখাৎ সুখম্ ॥২৮
দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিবর্জ্জিতং তদিদংপদম্ ॥২৯
শুদ্ধং সূক্ষ্মং নিরাকারং নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্ ॥৩০

তিনি অনাময়, স্বাতিরিক্ত আভাসরহিত বলিয়া তিনি অনাভাস স্বরূপ, তিনি নামাদি রহিত এবং কারণ বর্জ্জিত। তিনি মন এবং বাক্যের অগোচর (অগ্রাহ্য), পূর্ণ স্বভাব আকাশ হইতেও তিনি পূর্ণ, তিনি সুখ হইতেও অতিশয় সুখস্বরূপ। দৃশ্য এবং দর্শন রহিত যে পদ জ্ঞান জ্ঞেয় ও

জ্ঞাতা এই ত্রিপুটি বর্জ্জিত, সেই ইদংপদবাচ্য ব্রহ্মই তিনি। তিনি শুদ্ধ স্বরূপ, সূক্ষ্ম, নিরাকার, নির্ব্বিকার এবং নিরঞ্জন ॥২৭, ২৮, ২৯, ৩০

অপ্রমাণ মনির্দ্দেশ্য মপ্রমেয় মতীন্দ্রিয়ম্ ॥৩১
নির্লেপকং নিরাপায়ং কূটস্থ মচলং ধ্রুবম্ ॥৩২
সদ্‌ঘনং চিদ্‌ঘনং নিত্যমানন্দঘনমব্যয়ম্ ॥৩৩
প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥৩৪

তিনি প্রমাণের অতীত, অনির্দ্দেশ্য, অপ্রমেয় স্বরূপ এবং অতীন্দ্রিয়। তিনি নির্লেপক, অপায়রহিত, তিনি কূটস্থ অচল এবং ধ্রুব। সেই ব্রহ্ম ঘনীভূত সৎস্বরূপ, ঘনীভূত চিৎস্বরূপ এবং ঘনীভূত নিত্য আনন্দ স্বরূপ। তিনি অব্যয়, প্রত্যগভিন্ন একরস, পূর্ণস্বরূপ, এবং বিশ্বব্যাপী ॥ ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪

অহেয়মনুপাদেয় মনাদেয় মনাশ্রয়ম্ ॥৩৫
শুদ্ধং বুদ্ধং সদা মুক্ত মনামক মরূপকম্ ॥৩৬

তিনি হেয় এবং উপাদেয় বর্জ্জিত, তিনি কাহারও দেয় নহেন বলিয়া অনাদেয় এবং স্বাতিরিক্ত আশ্রয়

রহিত বলিয়া তিনি অনাশ্রয় স্বরূপ। তিনি শুদ্ধ বুদ্ধ এবং সদা মুক্ত স্বভাব, নাম এবং রূপ বর্জ্জিত ॥ ৩৫, ৩৬

সংকল্প সংক্ষয়বশাদ্ গলিতে তু চিত্তে
সংসারমোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি ॥৩৭
স্বচ্ছং বিভাতি শরদীব খমাগতায়াং
চিন্মাত্রমেকমজামাদ্যমনন্তমন্তঃ ॥৩৮

সংকল্প ক্ষয় হেতু যখন চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয়, তখন সংসাররূপ মোহ-কুজ্ঝটিকা দূর হয়। শরৎকালীন আকাশ যেরূপ নির্ম্মল ভাব ধারণ করে, সেই প্রকার চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইলে তিনি নির্ব্বিশেষ স্বচ্ছ চিন্মাত্র স্বরূপে প্রতিভাত হয়েন। তিনি চিৎস্বরূপ, এক, অজ এবং আদি ও অন্ত রহিত ॥৩৭, ৩৮

ইতি চতুর্দ্দশং প্রকরণং সমাপ্তম্।

সার্ধান্তিকাত্মস্বরূপবাক্যানি ॥১৫

এই প্রকরণে ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

আকাশো হ বৈ নাম নামরূপয়ো-
নির্বহিতা যে যদন্তরা তদ্‌ব্রহ্ম তদমৃতং স আত্মা ॥১

যিনি (আ সমন্তাৎ কাশতে) সর্ব্বত্র দীপ্তিমান্, সেই আকাশ পরব্রহ্ম, তিনি চিদ্ধাতু, তিনি জগদাধার বলিয়া জগদ্‌বীজভূত নাম এবং রূপের নিষ্পাদক ॥ ১

ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা ॥২
চিদেকরসো হ্যয়মাত্মা ॥৩
অতো হ্যয়মাত্মা ॥৪
অনুজ্ঞাতা হ্যয়মাত্মা ॥৫

মিথ্যাজ্ঞান বিকল্পিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎ চিদেক-রস আত্মস্বরূপই অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে প্রতিভাত হইতেছেন। তিনি অনুজ্ঞাতা অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ, একরস এবং আত্মস্বরূপ।

অনুজ্ঞৈকরসো হ্যয়মাত্মা ॥৬
অবিকল্পো হ্যয়মাত্মা ॥৭
দেহাদেঃ পরতরত্বাদ্ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা ॥৮

তিনি তৈজস এবং সূত্রাত্মার ঐক্য জ্ঞান প্রদান করেন বলিয়া অনুজ্ঞা (অনুজ্ঞাতা), তিনি একরস এবং আত্ম-স্বরূপ। সেই আত্মা বিকল্পরহিত। দেহাদি ব্রহ্মাণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া তিনি পরমাত্মা এবং বৃহৎ বলিয়া তিনি ব্রহ্মরূপে উক্ত হয়েন ॥৬,৭,৮

অখণ্ডৈকরসো হ্যয়মাত্মা ॥৯
নির্গুণঃ সাক্ষিভূতো নিষ্ক্রিয়ো নিরবয়ব আত্মা ॥১০

সেই আত্মা অখণ্ড এবং একরস। আত্মা সত্ত্বাদিগুণ-রহিত সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া সকলের সাক্ষী, দেহাদি রহিত বলিয়া নিষ্ক্রিয় এবং নিরবয়ব ॥ ৯, ১০

বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥১১

সেই আত্মা রজঃ আদি গুণরহিত বলিয়া বিরজা অর্থাৎ স্বচ্ছ, নিরবয়ব বলিয়া আকাশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি অজ এবং অপরিচ্ছিন্ন বলিয়া মহান্ এবং ধ্রুব ॥১১

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ॥১২

সেই এক অদ্বিতীয় দেবতা সকল ভূতে গূঢ়রূপে (অদৃশ্যরূপে) স্থিত আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা ॥ ১২

নিঃশব্দং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমীর্য্যতে ॥১৩
সকলে নিষ্কলে ভাবে সর্ব্বত্রাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥১৪

শব্দগুণ আকাশ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া তিনি নিঃশব্দ, পরম ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলিয়া উক্ত হয়েন। নামরূপাদি ষোড়শ কলা যুক্ত এবং কলা রহিত সকল ভাবেতেই সেই আত্মা বিরাজিত আছেন ॥ ১৩,১৪ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ ॥১৫
অনাদ্যন্তাবভাসাত্মা পরমাত্মেহ বিদ্যতে ॥১৬

তিনি অজ্ঞানদৃষ্টিতে সর্ব্বকর্ত্তা বলিয়া দৃষ্ট হয়েন এবং জ্ঞানদৃষ্টিতে তিনি সর্ব্বময় পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন। ঐহিক অর্থাৎ সংসার দশাতেও আদি মধ্য এবং অন্তশূন্য প্রকাশ মাত্র একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান আছেন।

নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ ॥১৭

তৎপরঃ পরমাত্মা চ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮
সর্ব্বকারণকার্য্যাত্মা কার্য্যকারণবর্জ্জিতঃ ॥ ১৯
সর্ব্বাতীতস্বভাবাত্মা নাদান্তর্জ্যোতিরেব সঃ ॥২০

সেই আত্মা নিত্য, সর্ব্বগত, কূটস্থ (নির্ব্বিকার) এবং নির্ম্মল। সেই আত্মা পরমাত্মা, শ্রীরাম এবং পুরুষোত্তম বলিয়া উক্ত হয়েন। (স্বাত্মাতিরিক্তাশ্রয়াপহ্নবসিদ্ধশ্রীঃ মুক্তিঃ, শ্রীরূপেণ যো রাজমানো মহীয়তে স শ্রীরামঃ) স্বাতিরিক্ত আশ্রয়রাহিত্যে সিদ্ধ মুক্তিকে শ্রী বলে, যিনি সেই মুক্তিস্বরূপা শ্রীরূপেতে বিরাজিত, তাঁহাকে শ্রীরাম বলে)। সেই আত্মা অজ্ঞানদৃষ্টিতে সর্ব্বকার্য্য এবং কারণ রূপে প্রকাশিত হইলেও জ্ঞানদৃষ্টিতে স্বয়ং কার্য্য এবং কারণ রহিত। তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে সকলের অতীত, এবং তুর্য্যাত্মক যে অন্তর্জ্যোতি, তাহাই তিনি। তিনি তুরীয়াবস্থারও অতীত ॥ ১৭, ১৮, ১৯, ২০

নির্ব্বিকল্পস্বরূপাত্মা সবিকল্পবিবর্জিতঃ ॥২১
সদা সমাধিশূন্যাত্মা আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতঃ ॥২২
প্রজ্ঞানবাক্যহীনাত্মা অহংব্রহ্মাস্মিবর্জ্জিতঃ ॥২৩
তত্ত্বমস্যাদিহীনাত্মা অয়মাত্মেত্যভাবকঃ ॥২৪

তিনি সবিকল্প প্রপঞ্চ রহিত বলিয়া নির্ব্বিকল্পস্বরূপ। বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বিক্ষেপরহিত বলিয়া সদা সমাধি শূন্য, তাঁহার আদি, মধ্য কিংবা অন্তও নাই। তিনি বাক্যের অগোচর বলিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বাক্যবোধ-গম্যরহিত কেবল মাত্র প্রজ্ঞান স্বরূপ। তিনি বাক্যের অতীত বলিয়া 'তত্ত্বমস্যা'দি বাক্যপ্রতিপাদ্য বিহীন এবং 'অয়মাত্মা' ইত্যাদি বাক্যরহিত ॥ ২১, ২২, ২৩, ২৪

ওঁকারবাচ্যহীনাত্মা সর্ব্বাচ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥২৫
সর্ব্বত্র পূর্ণরূপাত্মা সর্ব্বত্রাত্মাবশেষকঃ ॥২৬
শুদ্ধচৈতন্যরূপাত্মা সর্ব্বসিদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ ॥২৭
আনন্দাত্মা প্রিয়ো হ্যাত্মা মোক্ষাত্মা বন্ধবর্জ্জিতঃ ॥২৮

তিনি বাক্যের অতীত বলিয়া ওঁকারবাচ্য বিশ্ববিরাট্ ঈশাদি ভাব রহিত, তিনি শান্ত এবং শিবস্বরূপ বলিয়া সর্ব্ববাচ্যের অতীত। তিনি সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজিত এবং সর্ব্বত্র আত্মস্বরূপে নিত্য সিদ্ধ বলিয়া তিনি অণিমাদি সমস্ত সিদ্ধি রহিত। তিনি আনন্দস্বরূপ, প্রিয় এবং বন্ধরহিত মোক্ষস্বরূপ ॥ ২৫,২৬,২৭,২৮

শূন্যাত্মা সূক্ষ্মরূপাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বহীনকাঃ ॥২৯

সত্তামাত্রস্বরূপাত্মা নান্যৎ কিঞ্চিজ্জগদ্ভয়ম্ ॥৩০
অপরিচ্ছিন্নরূপাত্মা অণুস্থূলাদবর্জ্জিতঃ ॥৩১
নামরূপবিহীনাত্মা পরসংবিৎসুখাত্মকঃ ॥৩২
সাক্ষ্যসাক্ষিত্বহীনাত্মা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিন্ন কিঞ্চন ॥৩৩
মুক্তামুক্তস্বরূপাত্মা মুক্তামুক্তবিবর্জ্জিতঃ ॥৩৪

স্বাতিরিক্ত প্রপঞ্চ রহিত বলিয়া তিনি শূন্যাত্মা, সর্ব্ব-ব্যাপক বলিয়া তিনি সূক্ষ্মস্বরূপ বিশ্বাত্মা, কিন্তু প্রপঞ্চ রহিত বলিয়া তিনি বিশ্বরহিত। স্বাতিরিক্ত প্রপঞ্চের অভাব বশতঃ তিনি সৎস্বরূপ, তাঁহাতে ভয়হেতু কিছুই নাই। তিনি পরিচ্ছেদ রহিত, অণু এবং স্থূলভাব বর্জ্জিত। তিনি নাম এবং রূপবিহীন পরম জ্ঞান স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ। তিনি প্রতিযোগি রহিত নির্ব্বিশেষ বলিয়া সাক্ষী এবং অসাক্ষী এই উভয় ভাবরহিত, সেই ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নাই। তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে মুক্ত এবং অমুক্তভাব রহিত এবং মুক্ত ও অমুক্ত স্বরূপ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ॥ ২৯,৩০,৩১,৩২,৩৩,৩৪

দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপাত্মা দ্বৈতাদ্বৈতাদিবর্জ্জিতঃ ॥৩৫
নিষ্কলাত্মা নির্ম্মলাত্মা বুদ্ধ্যাত্মা পুরুষাত্মকঃ ॥৩৬

আত্মেতিশব্দহীনো য আত্মশব্দার্থবর্জ্জিতঃ ॥৩৭
সচ্চিদানন্দহীনো য এষৈবাত্মা সনাতনঃ ॥ ৩৮
যস্ত কিঞ্চিদ্বহির্নাস্তি কিঞ্চিদন্তঃ কিয়ন্ন চ ॥৩৯
যস্ত লিঙ্গং প্রপঞ্চং ৰা ব্রহ্মৈবাত্মা ন সংশয়ঃ ॥৪০

তিনি পরমার্থদৃষ্টিতে দ্বৈত এবং অদ্বৈত ভাবরহিত, দ্বৈত এবং অদ্বৈত স্বরূপ, তিনি নিষ্কল, নির্ম্মল, বুদ্ধিরও আত্মা এবং পুরাণ পুরুষ স্বরূপ। তিনি পরমার্থ দৃষ্টিতে নির্ব্বিশেষ বলিয়া সচ্চিদানন্দপদবাচ্যরহিত সনাতন আত্মা। যাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ভাব নাই এবং অজ্ঞানদৃষ্টিতে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যাঁহার লিঙ্গস্বরূপ উক্ত হয়, সেই ব্রহ্মই পরমার্থদৃষ্টিতে জগৎ এবং জীবরূপে বিবর্ত্তিত হয়েন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯

ইতি পঞ্চদশং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্ব্বাত্মিকসর্ব্বস্বরূপবাক্যানি ॥১৬

এই প্রকরণে ব্রহ্মের সর্ব্বস্বরূপতার বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

ওঁকার এবেদং সর্ব্বম্ ॥১

এই পরিদৃশ্যমান ইদংপদবাচ্য অভিধান এবং অভিধেয় রূপ অবিদ্যা এবং তৎকার্য্য সমস্ত প্রপঞ্চই ওঁকার পদবাচ্য পরব্রহ্ম ॥ ১

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ
স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ
স এবেদং সর্ব্বম্ ॥২

তৎপদবাচ্য সেই ব্রহ্ম অধঃ, উপরি, পশ্চাৎ, পুরোভাগে এবং দক্ষিণ ও উত্তরে সর্ব্বত্র বিরাজিত ॥ ২

অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং
পুরস্তাদহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽ
হমেবেদং সর্ব্বম্ ॥৩

অহংপদবাচ্য ব্রহ্ম অধঃ, উপরি, পশ্চাৎ, পুরোভাগ, দক্ষিণ এবং উত্তর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সোঽহম্ শব্দদ্বারা প্রত্যগভিন্ন (জীবাভিন্ন) ব্রহ্মই উক্ত হয়েন ॥ ৩

আত্মৈবাধস্তাদাত্মোপরিষ্টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা
পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মোত্তরত আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ ॥৪

সেই আত্মা প্রত্যক্ পর রূপে অভিন্ন হইয়া অধঃ, উপরি, পশ্চাৎ, পুরোভাগ, দক্ষিণ এবং উত্তর সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন ॥ ৪

আত্মৈব বেদমমৃতমিদং ব্রহ্মেদং সর্ব্বম্ ॥৫

এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অমৃত আত্মস্বরূপ ॥ ৫

এতদ্ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বম্ ॥৬
নারায়ণ এবেদং সর্ব্বম্ ॥৭
সচ্চিদানন্দরূপমিদং সর্ব্বম্ ॥৮
সত্তামাত্রং হীদং সর্ব্বং মৎস্বরূপমেবেদং সর্ব্বম্ ॥৯

পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম। (নরাৎ আবির্ভূতং নারং জগৎ তদপবাদাধারঃ নারায়ণঃ) নারায়ণই এই জগতের আধার স্বরূপ। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ

ব্রহ্মময়। সৎ ব্রহ্মই এই জগৎ রূপে প্রতিভাত হইতে-ছেন॥ ৬, ৭, ৮, ৯

স এব সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং সনাতনম্ ॥১০
স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ ॥১১

তিনিই সর্ব্বময়, কালত্রয় স্বরূপ এবং সনাতন। তিনি নিজেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র এবং শিব রূপে বিরাজিত আছেন॥ ১০,১১

স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিংচন॥১২
মরুভূমৌ জলং সর্ব্বং মরুভূমাত্রমেব তৎ ॥১৩
জগত্রয়মিদং সর্ব্বং চিন্মাত্রং স্ববিচারতঃ ॥১৪
ভববর্জ্জিতচিন্মাত্রং সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি ॥১৫

তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম স্বরূপে প্রতিভাত হন, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই। যেরূপ মরুভূমিতে যাবতীয় জল বাস্তব নহে, কেবল মরুভূমি মাত্র, সেইরূপ বিচারদৃষ্টিতে ত্রিজগদাদি সমস্ত প্রপঞ্চ চিন্মাত্র এবং জন্মবর্জ্জিত ॥১২, ১৩,১৪,১৫

যৎকিঞ্চিদ্যন্ন কিঞ্চিচ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি ॥১৬
অখণ্ডৈকরসং সর্ব্বং যদ্যচ্চিন্মাত্রমেব হি ॥১৭

ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি ॥১৮
জ্ঞাতা চিন্মাত্ররূপশ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি ॥১৯

অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমস্তই সেই চিন্মাত্রস্বরূপ। সমস্ত জগৎ অখণ্ড এবং একরস ব্রহ্ম। ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানরূপ সমস্ত কাল এবং জ্ঞাতৃত্বভাব সমস্তই চিন্মাত্র ব্রহ্ম, কারণ সমস্তই ব্রহ্মময় ॥ ১৬,১৭,১৮,১৯

যচ্চ যাবচ্চ দূরস্থং সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি ॥২০
চিন্মাত্রান্নাস্তি লক্ষ্যঞ্চ সর্ব্বং চিন্মাত্রমেব হি ॥২১

যাবতীয় দূরস্থ পদার্থ চিন্ময় ব্রহ্মস্বরূপ। চিন্ময় ব্রহ্ম-ভিন্ন অন্য লক্ষ্য নাই, কারণ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক ॥ ২০,২১

আত্মনোঽন্যা গতির্নাস্তি সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ ॥২২
আত্মনোঽন্যত্তুষং নাস্তি সর্ব্বমাত্মময়ং জগৎ ॥২৩

পরমাত্মা ভিন্ন অন্য গতি নাই এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য তুষ্টি নাই, কারণ সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময় ॥ ২২,২৩

সর্ব্বমাত্মৈব শুদ্ধাত্মা সর্ব্বং চিন্মাত্রমদ্বয়ম্ ॥২৪
সর্ব্বঞ্চ খল্বিদং ব্রহ্ম নিত্যচিদ্‌ঘনমক্ষতম্ ॥২৫
সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মেদমাততম্ ॥২৬

সকল আত্মাই শুদ্ধস্বরূপ, সেই শুদ্ধাত্মা চিন্ময় অদ্বৈত ব্রহ্মাই সর্ব্বময়। এই সমস্ত জগৎ নিত্য চিদ্ঘন এবং অক্ষয় ব্রহ্মস্বরূপ। সকলের আত্মা ব্যাপক, ব্রহ্মাই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন॥ ২৪,২৫,২৬

ন ত্বং নাহং ন চান্যং বা সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥২৭
ন তদস্তি ন যত্রাহং ন তদস্তি ন তন্ময়ম্ ॥২৮
কিমন্যদভিবাঞ্ছামি সর্ব্বং সচ্চিন্ময়ং ততম্ ॥২৯
ভ্রান্তিরভ্রান্তির্নাস্ত্যেব সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৩০

তৎপদবাচ্য, অহংপদবাচ্য বা অন্য শব্দবাচ্য অন্য কিছুই নাই, সমস্তই ব্রহ্ম। এমন কোন পদার্থ নাই যেখানে আমি নাই, এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে আমি তন্ময় নহি। আমি কিসের বাঞ্ছা করিব, সমস্তই চিন্ময় ব্রহ্মদ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সমস্তই যখন ব্রহ্ম, তখন ভ্রান্তি এবং অভ্রান্তি কিছুই নাই॥ ২৭,২৮,২৯,৩০

ন দেহো ন চ কর্ম্মাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৩১
লক্ষণাত্রয়বিজ্ঞানং সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৩২
জগন্নাম্না চিদাভাতি সর্ব্বং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৩৩

দেহও নাই, কর্ম্মও নাই, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম।

ত্রিবিধ লক্ষণার বিজ্ঞান স্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই সর্ব্বময়। চিন্ময় ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাত রহিয়াছেন, কারণ সমস্তই ব্রহ্মময়॥ ৩১,৩২,৩৩

ব্রহ্মমাত্রমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্রমসন্ন হি ॥৩৪
ব্রহ্মমাত্রব্রতং সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্ররসং সুখম্ ॥৩৫
ব্রহ্মমাত্রং শ্রুতং সর্ব্বং স্বয়ং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৩৬
ব্রহ্মৈব সর্ব্বং চিন্মাত্রং ব্রহ্মমাত্রং জগত্রয়ম্ ॥৩৭

এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম। ব্রহ্মময় বলিয়া কোন পদার্থ অসৎ নহে। সমস্ত ব্রত, রস, সুখ এবং সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সমস্ত চৈতন্য এবং ত্রিজগৎ ব্রহ্মই স্বয়ং॥ ৩৪,৩৫,৩৬,৩৭

সর্ব্বং প্রশান্তমজমেকমনাদিমধ্য-
মাভাস্বরং স্বদনমাত্রমচৈত্যচিহ্নম্ ॥৩৮
সর্ব্বং প্রশান্তমিতি শব্দময়ী চ দৃষ্টি-
র্বোধার্থমেব হি মুধৈব তদোমিতীদম্ ॥ ৩৯

বিকল্পশূন্য, অজ, এক, আদি মধ্য বর্জ্জিত, জ্যোতিঃ-স্বরূপ, স্বাদ্য স্বাদক ভাবরহিত, আস্বাদনমাত্র জ্ঞান স্বরূপ এবং চির ভ্রান্তি রহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অববোধার্থ যে

শব্দময় ওঁকারোপদেশ, তাহাও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান দানে অসমর্থ, কারণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, শব্দের অবাচ্য হয়েন (যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ইতি শ্রুতেঃ)।

ইতি ষোড়শং প্রকরণং সমাপ্তম্॥

সার্ধান্তিকব্রহ্মস্বরূপবাক্যানি ॥১৭

এই প্রকরণে ব্রহ্মস্বরূপবাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম ॥১

পরিদৃশ্যমান সমস্তই ব্রহ্ম॥ ১

অয়মাত্মা ব্রহ্ম ॥২

এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম ॥ ২

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ॥৩

ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূপ ॥ ৩

প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ॥৪

ব্রহ্ম প্রজ্ঞা, প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়) এবং প্রজ্ঞান স্বরূপ ॥৪

তদেতদ্ ব্রহ্মাহপূর্ব্ব মনপর মনন্তর মবাহ্যময়-
মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ ॥৫

সেই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব (কারণ রহিত), পরভাব শূন্য, এবং অন্তর্বাহ্যরহিত। এই ব্রহ্ম সকলের অনুভূতি স্বরূপ বলিয়া সর্ব্বানুভূঃ ॥ ৫

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম ॥৬

তিনি বিজ্ঞান এবং আনন্দ স্বরূপ ॥ ৬

অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্ম ॥৭

তিনি অজর, অমর, অমৃত এবং অভয়স্বরূপ ॥ ৭

সর্ব্বভূতস্থমেকং নারায়ণং কারণপুরুষমকারণং
পরং ব্রহ্মোম্ ॥৮

সেই ওঁকারাখ্য পরব্রহ্ম সর্ব্বভূতে স্থিত, এক, নারায়ণ এবং কারণ রহিত পুরুষ স্বরূপ ॥ ৮

স্বয়ংপ্রকাশঃ স্বয়ং ব্রহ্ম ॥৯

তিনি স্বপ্রকাশ এবং স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ৯

তদেতদদ্বয়ং স্বয়ং প্রকাশমহানন্দ মাত্মৈবৈত-
দভয় মমৃত মেতদ্ ব্রহ্ম ॥১০

তিনি অদ্বিতীয়, স্বয়ং প্রকাশ এবং আনন্দরূস্বপ। তিনি অভয় এবং অমৃতস্বরূপ ॥ ১০

সদেব পুরস্তাৎ সিদ্ধং ব্রহ্ম ॥১১

সেই ব্রহ্ম সৎস্বরূপ এবং সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধস্বরূপ বিরাজিত ॥ ১১

আকাশবৎ সূক্ষ্মং কেবলসত্তামাত্রস্বভাবং পরং ব্রহ্ম ॥১২

সেই ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম (সর্ব্বব্যাপী), কেবল সৎস্বরূপ এবং পর ব্রহ্মস্বরূপ ॥ ১২

অদ্বিতীয়মখিলোপাধিবিনির্ম্মুক্তং
তৎসকলশক্ত্যুপবৃংহিত মনাদ্যনন্তং
নিত্যং শিবং শান্তং নির্গুণমিত্যাদিবাচ্য-
মনির্ব্বাচ্যং চৈতন্যং ব্রহ্ম ॥১৩

সেই ব্রহ্ম নিখিল অবিদ্যা জন্য উপাধি রহিত, ষোড়শ কলা যুক্ত শক্তি দ্বারা বৰ্দ্ধিত, আদ্যন্তরহিত, নিত্য, শান্ত শিবস্বরূপ, নির্গুণ ইত্যাদি শব্দবাচ্য এবং বাক্যাতীত, তিনি চৈতন্য স্বরূপ ॥ ১৩

একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ॥ ১৪

সেই ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় ॥ ১৪

সর্ব্বদানবচ্ছিন্নং পরং ব্রহ্ম ॥১৫

তিনি সর্ব্বদা দেশকালাদি পরিচ্ছেদ রহিত ॥ ১৫

সচ্চিদানন্দতেজঃকূটরূপং তারকং ব্রহ্ম ॥১৬

সেই তারক ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, তেজ এবং নির্ব্বিকার স্বরূপ ॥ ১৬

তন্নিত্যমুক্তমবিক্রিয়ং সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-
পরিপূর্ণং সনাতনমেকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম ॥১৭

তিনি নিত্যমুক্ত, অজ, নিষ্ক্রিয়, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ পূর্ণ সনাতন, এক এবং অদ্বিতীয়স্বরূপ ॥ ১৭

চিৎস্বরূপং নিরঞ্জনং পরং ব্রহ্ম ॥১৮
তত্ত্বংপদলক্ষ্যং প্রত্যগভিন্নং ব্রহ্ম ॥১৯

তিনি চিৎ স্বরূপ, নির্ম্মলস্বভাব এবং পরমস্বরূপ। তিনিই তৎ এবং ত্বং পদের লক্ষ্য এবং জীব হইতে অভিন্ন ॥ ১৮,১৯

অখণ্ডার্থং পরং ব্রহ্ম ॥২০
সর্ব্বকালাবাধিতং ব্রহ্ম ॥২১
সগুণনির্গুণস্বরূপং ব্রহ্ম ॥২২

তিনি সর্ব্বকালের বাধা রহিত। তিনি সগুণ, এবং নির্গুণ ॥ ২০,২১,২২

আদিমধ্যান্তশূন্যং ব্রহ্ম ॥২৩

মায়াতীতগুণাতীতং ব্রহ্ম ॥২৪

তিনি আদি মধ্য এবং অন্ত শূন্য। তিনি মায়াতীত এবং সত্বাদি গুণরহিত ॥ ২৩,২৪

অনন্তমপ্রমেয়াখণ্ডপরিপূর্ণং ব্রহ্ম ॥২৫

তিনি অনন্ত, অপ্রমেয়, অখণ্ড এবং পরিপূর্ণ স্বভাব ॥২৫

অদ্বিতীয়পরমানন্দনিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-
সত্যস্বরূপব্যাপকাভিন্নাপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম ॥২৬

তিনি অদ্বিতীয়, পরমানন্দ স্বরূপ, নিত্য শুদ্ধবুদ্ধ এবং মুক্ত স্বভাব, সত্যস্বরূপ, ব্যাপক, প্রপঞ্চাভিন্ন, এবং অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ ॥ ২৬

সচ্চিদানন্দস্বপ্রকাশং ব্রহ্ম ॥ ২৭

মনোবাচামগোচরং ব্রহ্ম ॥ ২৮

দেশতঃ কালতো বস্তুতঃ পরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম ॥২৯

তিনি সচ্চিদানন্দ, স্বপ্রকাশস্বরূপ তিনি মন এবং বাক্যের অগোচর। তিনি দেশকাল এবং বস্তু হইতে পরিচ্ছেদরহিত ॥ ২৭,২৮,২৯

অখিলপ্রমাণাগোচরং ব্রহ্ম ॥৩০

তুরীয়ং নিরাকারমেকং ব্রহ্ম ॥৩১

তিনি নিখিল প্রমাণের অগোচর, ওঁকারের চতুর্থ স্থানীয় নিরাকার এবং এক ॥ ৩০,৩১

অদ্বৈতমনির্ব্বাচ্যং ব্রহ্ম ॥৩২

শিবং প্রশান্তমমৃতং পরঞ্চ ব্রহ্ম ॥৩৩

তিনি অদ্বৈত এবং বাক্যাতীত। তিনি শিব, প্রশান্ত-স্বভাব, অমৃত এবং পরমাত্মস্বরূপ ॥ ৩২,৩৩

যদেকমক্ষরং নিষ্ক্রিয়ং শিবং
সন্মাত্রং পরং ব্রহ্ম ॥৩৪

সেই পরব্রহ্ম অক্ষর,নিষ্ক্রিয়, শিব, এবং সৎস্বরূপ ॥৩৪

অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম ॥৩৫
ওমিত্যেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম ॥৩৬

এই প্রত্যক্ষ সূর্য্যই ব্রহ্ম। ওঁকারই অবিনাশী পর ব্রহ্ম ॥ ৩৫,৩৬

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম
দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ ॥৩৭
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্ ॥৩৮

সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্ম পুরোভাগে, পশ্চাদ্‌ভাগে দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে স্থিত। সেই ব্রহ্ম অধঃ এবং উর্দ্ধদিকে ব্যাপ্ত এই বিশ্ব, বরণীয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন॥ ৩৭,৩৮

তদেব নিষ্কলং ব্রহ্ম নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্ ॥৩৯
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি ॥৪০

সেই নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প, নিরঞ্জন, চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই আমাতে প্রজ্ঞান রূপে বিরাজিত ॥ ৩৯,৪০

ব্রহ্মশব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥৪১
এতদ্‌ভাববিনির্ম্মুক্তং তদ্‌ব্রহ্ম ব্রহ্মতৎ পরম্ ॥৪২

ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা স্বপ্রকাশ পরমাত্মাই উক্ত হয়েন। এই স্বাতিরিক্ত ভাব রহিত যিনি, তিনিই পরব্রহ্ম অভিহিত হয়েন ॥ ৪১,৪২

চিন্মাত্রাৎ পরমং ব্রহ্ম চিন্মাত্রান্নাস্তি কোঽপি হি ॥৪৩
অখণ্ডৈকরসং ব্রহ্ম চিন্মাত্রান্নহি বিদ্যতে ॥৪৪

পরম ব্রহ্মই চিন্মাত্রস্বরূপে উক্ত হয়েন, চিন্মাত্র ব্যতি-রেকে কিছুই নাই, ব্রহ্ম অখণ্ড এবং একরস, তিনি চিন্মাত্র হইতে অন্য কিছুই নহেন অর্থাৎ চিন্মাত্র স্বরূপ ॥৪৩,৪৪

সদোদিতং পরং ব্রহ্ম জ্যোতিষামুদয়োথ যতঃ ॥৪৫
যস্মিন্ প্রলীয়তে শব্দস্তৎ পরং ব্রহ্ম-গীয়তে ॥৪৬

যে ব্রহ্ম হইতে সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ উদয় হয়, তিনি সদাজ্যোতিঃ পরব্রহ্মস্বরূপ। যাঁহাতে শব্দ লয় প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে ॥ ৪৫,৪৬

সর্ব্বশক্তি পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমদ্বয়ম্ ॥৪৭
সত্তা সর্ব্বপদার্থানাং গম্যং ব্রহ্মাভিধং পদম্ ॥ ৪৮

তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বত্র সম্যক্ রূপে পরিব্যাপ্ত এবং অদ্বয়। ঘটাদি সকল পদার্থের সত্তাপ্রদ একমাত্র প্রাপ্তব্য ব্রহ্মই হয়েন ॥ ৪৭,৪৮

পরং ব্রহ্ম পরং সত্ত্বং সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥৪৯
অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং নিরঞ্জনম্ ॥ ৫০

সেই পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ লক্ষণযুক্তা পরা সত্তা স্বরূপ। তিনি অবিনাশী, নির্ব্বিশেষ এবং নির্ম্মল ॥ ৪৯,৫০

ব্রহ্মৈবৈক মনাদ্যন্ত মব্ধিবৎ প্রবিজৃম্ভতে ॥ ৫১
ন কিঞ্চিদ্ভাবনাকারং যত্তদ্ব্রহ্ম পরং বিদুঃ ॥ ৫২

তিনি আদি এবং অন্ত বর্জ্জিত, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায়

স্বয়ংই প্রকাশিত হন। যাঁহাতে কিঞ্চিৎ ভাবনাকার নাই, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে॥ ৫১,৫২

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥৫৩
ব্রহ্মৈব বিদ্যতে সাক্ষাদ্ বস্তুতোঽবস্তুতোঽপি চ ॥৫৪

ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, ব্রহ্মাতিরিক্ত নানা পদার্থ কিছুই নাই, কারণ সেই ব্রহ্মই নানারূপে প্রতিভাত হন। বস্তুতঃ অর্থাৎ স্বীয় সত্যস্বরূপে এবং অবস্তুতঃ অর্থাৎ প্রপঞ্চরূপে সেই ব্রহ্মই সাক্ষাৎ বিদ্যমান আছেন ॥৫৩,৫৪

তদ্বিদ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞান সুখাদ্বয়ম্ ॥৫৫
শান্তঞ্চ তদতীতং চ পরং ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥৫৬

তিনি বিদ্যাবিষয় অর্থাৎ মায়া ও তৎকার্য্যরহিত; তিনি সুখ, সত্য এবং জ্ঞান স্বরূপ ও অদ্বয়। তিনি শান্ত-স্বরূপ, মায়া রহিত এবং মায়া কার্য্যেরও অতীত, তিনিই পরব্রহ্ম॥ ৫৫,৫৬

অনুভূতিপরং তস্মাৎ সারং ব্রহ্মেতি কথ্যতে ॥৫৭
যদিদং ব্রহ্ম পুচ্ছাখ্যং সত্যজ্ঞানাদ্বয়াত্মকম্ ॥৫৮

তিনি সর্ব্ব অনুভূতির শ্রেষ্ঠ অনুভূতি স্বরূপ এবং সকলের সারভূত নির্ব্বিশেষ স্বরূপ। যিনি পুচ্ছাখ্য

অর্থাৎ সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম, তিনি সত্য, জ্ঞান এবং অদ্বয়-স্বরূপ ॥৫৭,৫৮

সদ্রূপং পরমং ব্রহ্ম ত্রিপরিচ্ছেদবর্জ্জিতম্ ॥৫৯
তদ্ব্রহ্মানন্দমদ্বন্দ্বং নির্গুণং সত্যচিদ্‌ঘনম্ ॥৬০

সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কাল-ত্রয়ের অতীত, আনন্দ স্বরূপ, দ্বন্দ্বরহিত, নির্গুণ, সত্য এবং চিদ্‌ঘন স্বরূপ ॥৫৯,৬০

সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম সনাতম্ ॥৬১
প্রজ্ঞানমেব তদ্ব্রহ্ম সত্যপ্রজ্ঞানলক্ষণম্ ॥৬২

তিনি সকল পদার্থের আধার, দ্বন্দ্বরহিত, পরব্রহ্ম এবং সনাতন স্বরূপ। তিনি সত্য প্রজ্ঞান লক্ষণযুক্ত প্রজ্ঞান স্বরূপ ॥৬১,৬২

অস্তীত্যুক্তে জগৎ সর্ব্বং সদ্রূপং ব্রহ্ম তদ্ভবেৎ ॥৬৩
ভাতীত্যুক্তে জগৎসর্ব্বং ভানং ব্রহ্মৈব কেবলম্ ॥৬৪

'আছে' এই কথা বলিলেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম সমস্ত জগৎ হইয়া যান। 'প্রকাশ পাইতেছে' এ কথায় কেবল ব্রহ্মই জগৎ স্বরূপে প্রতিভাত হন ॥৬৩,৬৪

ব্রহ্ম মাত্রং চিদাকাশং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥৬৫
ব্রহ্মণোঽন্যতরন্নাস্তি ব্রহ্মণোঽন্যজ্জগন্ন চ ॥৬৬
ব্রহ্মণোঽন্যদহং নাস্তি ব্রহ্মণোঽন্যৎ ফলং নহি ॥৬৭
ব্রহ্মণোঽন্যতৃণং নাস্তি ব্রহ্মণোঽন্যৎ পদং নহি ॥৬৮

সমস্তই ব্রহ্মমাত্র চিদাকাশপূর্ণ এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণ অদ্বয় স্বরূপ। ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই, তদতিরিক্ত জগৎ নাই। ব্রহ্মভিন্ন অস্মৎপদবাচ্য অন্য কিছুই নাই, ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য প্রাপ্তব্য ফলও নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন তৃণ নাই এবং তদতিরিক্ত অন্য পদ (স্থান)ও নাই॥ ৬৫,৬৬, ৬৭,৬৮

ব্রহ্মণোঽন্যদ্‌গুরুর্নাস্তি ব্রহ্মণোঽন্যদসদ্বপুঃ ॥৬৯
নিত্যানন্দময়ং ব্রহ্ম কেবলং সর্ব্বদা স্বয়ম্ ॥৭০
বীজং মায়াবিনির্ম্মুক্তং পরং ব্রহ্মেতি কথ্যতে॥৭১
মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্তবর্জ্জিতম্ ॥৭২

ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য গুরু নাই এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন (অসদ্বপু) নিরাকারও নাই। ব্রহ্ম সদাকালে স্বয়ং নিত্যানন্দ স্বরূপ। মায়া রহিত সমস্ত চৈতন্যের বীজ-

স্বরূপ পরব্রহ্মই কীর্ত্তিত হয়েন। তিনি অস্মৎপ্রত্যয়-গোচর, অদ্বয়, এবং আদি মধ্য ও অন্ত রহিত ॥৬৯,৭০,৭১,৭২

সর্বত্রাবস্থিতং শান্তং চিদ্ ব্রহ্মেত্যনুভূয়তে ॥৭৩
সিদ্ধান্তোঽধ্যাত্মশাস্ত্রাণাং সর্ব্বাপহ্নব এবহি ॥৭৪
নাবিদ্যাস্তীহ নো মায়া শান্তং ব্রহ্মেদমক্লমম্ ॥৭৫

সর্ব্বব্যাপী, প্রপঞ্চোপশম, চিদ্‌ব্রহ্মই অনুভূত হয়েন। মোক্ষশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত যে, সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাপহ্নবসিদ্ধ অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত বস্তুই তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয় এবং তিনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। তাঁহাতে অবিদ্যা নাই, মায়া নাই। তিনি মায়া রহিত এবং শান্ত স্বরূপ, ব্রহ্মাতিরিক্ত কারণীভূত মায়া এবং তৎকার্য্যভূত গ্লানি রহিত বলিয়া তিনি অক্লম ॥৭৩,৭৪, ৫

স্বাত্মন্যারোপিতাশেষভাসবস্তুনিরাসতঃ ॥৭৬
স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্ ॥৭৭

নিজেতে আরোপিত অশেষ আভাস যুক্ত বস্তুতে মিথ্যা জ্ঞানের নিরাস হইলে স্বয়ং, পূর্ণ, অদ্বয়, অক্রিয় স্বরূপ প্রকাশ পায় ॥৭৬,৭৭ ॥

রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ ॥৭৮

রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরামো ব্রহ্ম তারকম্ ॥৭৯

(নির্ব্বিশেষতয়া রাজতে মহীয়তে ইতি রামঃ) নির্ব্বি-শেষ রূপে যিনি বিরাজিত আছেন, তিনি রামপদবাচ্য। সেই রাম অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মই পরমতত্ত্ব, তিনিই পরম তপ এবং তিনিই অবিদ্যা হইতে পার করেন বলিয়া তারকব্রহ্মস্বরূপ ॥৭৮,৭৯

চিদ্রূপমাত্রং ব্রহ্মৈব সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥৮০

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম সর্বসংসারভেষজম্ ॥৮১

চিৎস্বরূপ ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ এবং অদ্বয়স্বরূপ। তিনি ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক সত্যস্বরূপ। তিনিই ভব-রোগ নাশের একমাত্র ঔষধ ॥৮০,৮১

ব্রহ্ম চিদ্‌ব্রহ্ম ভুবনং ব্রহ্ম ভূতপরম্পরা ॥৮২
ব্রহ্মাহং ব্রহ্মচিচ্ছত্রুর্ব্রহ্ম চিন্মিত্রবান্ধবাঃ ॥৮৩
ব্রহ্মরূপতয়া ব্রহ্ম কেবলং প্রতিভাসতে ॥৮৪
জগদ্রূপতয়াপ্যেতদ্ ব্রহ্মৈব প্রতিভাসতে ॥৮৫

ব্রহ্মই চিৎস্বরূপ, তিনিই ভুবনস্বরূপ, তিনিই ভূত-পরম্পরা। ব্রহ্মই আমি, ব্রহ্মচৈতন্যই শত্রুরূপে বিরাজিত,

ব্রহ্মই মিত্র এবং বান্ধব। ব্রহ্মই ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিভাসিত হন। তিনিই জগৎ রূপে প্রকাশিত হন ॥৮২,৮৩,৮৪,৮৫

বিদ্যাবিদ্যাদিভেদেন ভাবাভাবাদিভেদতঃ ॥ ৮৬
গুরুশিষ্যাদিভেদেন ব্রহ্মৈব প্রতিভাসতে ॥৮৭
ইদং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম সত্যং ব্রহ্ম প্রভুর্হি সঃ ॥৮৮
কালো ব্রহ্ম কলা ব্রহ্ম সুখং ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রভম্ ॥৮৯

তিনিই বিদ্যা এবং অবিদ্যারূপে, ভাব এবং অভাব রূপে এবং গুরু শিষ্যাদি ভেদেতে স্বয়ং প্রকাশিত হন। তিনি পরব্রহ্ম, সত্যস্বরূপ এবং সকলের প্রভু। তিনিই কাল, তিনিই ষোড়শ কলা, তিনিই সুখ এবং স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ ॥৮৬,৮৭,৮৮,৮৯

দোষো ব্রহ্ম গুণো ব্রহ্ম দমঃ শান্তং বিভুঃ প্রভুঃ ॥৯০
লোকো ব্রহ্ম গুরুর্ব্রহ্ম শিষ্যো ব্রহ্ম সদাশিবঃ ॥৯১
পূর্ব্বং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম শুদ্ধং ব্রহ্ম শুভাশুভম্ ॥৯২
জীব এব সদা ব্রহ্ম স্বয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৯৩

সেই ব্রহ্মই দোষ, গুণ, দম, শম, বিভু এবং সকলের প্রভু স্বরূপ। সমস্ত লোক ব্রহ্ম এবং গুরু ও শিষ্য

সেই সদাশিব ব্রহ্মাই। ব্রহ্ম সকলের পূর্ব্ব অর্থাৎ আদি এবং তিনি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধস্বরূপ তিনিই শুভ এবং অশুভ। জীবই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ এবং সনাতন॥ ৯০, ৯১,৯২,৯৩

ইতি সপ্তদশং প্রকরণং সমাপ্তম্॥

সার্ব্বান্তিকাবশিষ্টবাক্যানি ॥১৮

এই প্রকরণে ব্রহ্মের অবশিষ্ট স্বরূপ বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

সর্ব্ববিশেষং নেতি নেতীতি বিহায়
যদবশিষ্যতে তদদ্বয়ং ব্রহ্ম ॥১

নিজ অজ্ঞানবিকল্পিত সমস্ত বিশেষ ভাব "নেতিনেতি" অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে ইহা ব্রহ্ম নহে এই নিষেধ বাক্য দ্বারা ত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট নির্ব্বিশেষ ভাব, তাহাই অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ ॥১

জীবভাবজগদ্ভাববাধে প্রত্যগভিন্নং
ব্রহ্মৈবাবশিষ্যতে ॥ ২

নিজেতে সমারোপিত স্বাতিরিক্ত জীব এবং জগদ্ভাব "ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই" এই জ্ঞান দ্বারা যখন বাধিত হয়, তখন জীবাভিন্ন ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ॥২

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ॥৩
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥৪

(অদঃ) যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ সূক্ষ্ম তাহা ব্রহ্ম দ্বারা ব্যাপ্ত অর্থাৎ পূর্ণ, (ইদং) যে সকল পদার্থ ইন্দ্রিয় গোচর অর্থাৎ প্রত্যক্ষ তাহাও ব্রহ্ম দ্বারা পূর্ণ এবং এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে ও সেই পূর্ণস্বভাব ব্রহ্মের পূর্ণতা জগৎ ব্যাপ্ত হইলেও তাঁহার পূর্ণতা অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাঁহার পূর্ণতার কখনও হানি হয় না ॥৩,৪

কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ ॥৫
কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে ॥৬

অবিদ্যাকার্য্য অন্তঃকরণোপাধিযুক্তকে জীব এবং মূলা-বিদ্যারূপ কারণোপাধিযুক্তকে ঈশ্বর বলে। নিজ অজ্ঞান-কল্পিত কার্য্যকারণরূপ উপাধির অপহ্নব হইলে পূর্ণবোধ-স্বরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ॥৫,৬

ততঃ স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্ ॥৭
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥৮

ব্রহ্ম বিশেষণরহিত এবং ভূমাস্বরূপ বলিয়া স্থির সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, ভৌতিক তেজ বা তমোগুণও

নহেন। তিনি মায়ারহিত বলিয়া আখ্যা এবং অভি-ব্যক্তিরহিত সৎস্বরূপে অবশিষ্ট থাকেন ॥৭,৮

সঙ্কল্পমনসী ভিন্নে ন কদাচন কেনচিৎ ॥৯
সংকল্পজাতে গলিতে স্বরূপমবশিষ্যতে ॥ ১০

বৃত্তি এবং বৃত্তিমানের অভেদ হেতু সংকল্প এবং মনের কদাপি কোন প্রকারে ভেদ হইতে পারে না। "ব্রহ্মাতি-রিক্ত কাম সংকল্পাদি বৃত্তি নাই" এই জ্ঞান দ্বারা যখন উক্ত মানসিক সংকল্প ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন স্বস্বরূপমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ॥৯,১০

মহাপ্রলয়সংপত্তৌ হ্যসত্তাং সমুপাগতে ॥১১
অশেষদৃশ্যে স্বর্গাদৌ শান্তমেবাবশিষ্যতে ॥১২

মহাপ্রলয় সময়ে যখন অশেষ দৃশ্য সৃষ্টির নাশ হয় তখন প্রপঞ্চরহিত শান্তস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ॥১১,১২

খেদোল্লাসবিলাসেষু স্বাত্মাকর্তৃতয়ানয়া ॥
স্বসংকল্পে ক্ষয়ং যাতে সমতৈবাবশিষ্যতে ॥১৪

অজ্ঞান জন্য নিজ কর্তৃত্বাভিমান হেতু সুখদুঃখের খেলায় যখন "ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই" এই সমজ্ঞান দ্বারা

সংকল্প ক্ষয় হয়, তখন সমস্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন॥ ১৩,১৪

সমতা সর্ব্বভাবেষু যাসৌ সত্যপরা স্থিতিঃ ॥১৫
পরমামৃতনাম্নী সা সমতৈবাবশিষ্যতে ॥১৬

সমস্ত ভাবেতেই সত্যপরা স্থিতি অর্থাৎ ব্রাহ্মী স্থিতি (স্বাতিরিক্ত বিষমতা গ্রাস)কে সমতা বলে। যাহা পরমা এবং অমৃত রূপিণী (বিদেহ কৈবল্য রূপিণী) সেই সমতা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতাই অবশিষ্ট থাকেন॥১৫,১৬

কালত্রয়মুপেক্ষিত্বা হীনায়াশ্চৈত্যবন্ধনৈঃ ॥১৭
চিতশ্চৈত্যমুপেক্ষিত্র্যাঃ সমতৈবাবশিষ্যতে ॥১৮

নিজ অজ্ঞানবিকল্পিত ভূত ভৌতিক সর্ব্বভাবেতে বিষমভাব দৃষ্ট হইলেও যখন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সমতা (ব্রহ্মরূপতা) উৎপন্ন হয়, তখন "ব্রহ্মাতিরিক্ত ভূতাদি কালত্রয় নাই" এই জ্ঞান দ্বারা কালত্রয় উপেক্ষা করিয়া এবং চিত্তোত্থ বন্ধন রহিত হইয়াও চিত্ত এবং চৈত্য বর্জ্জিত হইয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপতারূপ সমতা (ব্রহ্ম-ভাব) অবশিষ্ট থাকেন॥১৭,১৮

সা হি বাচামগম্যত্বাদসত্তামিব শাশ্বতীম্ ॥ ১৯
নৈরাত্ম্যসিদ্ধান্তদশামুপয়াতেঽবশিষ্যতে ॥২০

সেই সমতা বাক্যের অতীত এবং নির্ব্বিশেষহেতু স্বাতিরিক্ত অসত্তারূপিণী। পারমার্থিক জ্ঞানে নিজ অজ্ঞান কল্পিত জীব এবং জগৎভাব যখন বিলীন হয় উহাকে নৈরাত্ম্য সিদ্ধান্ত দশা বলে। সেই পারমার্থিক অবস্থার একমাত্র সমতা স্বরূপ চিন্মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন ॥১৯,২০

যাবদ্‌যাবন্মুনিশ্রেষ্ঠ স্বয়ং সংত্যজতেঽখিলম্ ॥২১
তাবত্তাবৎ পরালোকঃ পরমাত্মৈব শিষ্যতে ॥২২

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের আবরণ স্বরূপ ভেদজ্ঞান যেরূপ যেরূপ মনুষ্য ত্যাগ করে, সেইরূপ সেইরূপ "পরামাত্মাই আমি" এই পরা আলোকস্বরূপ ব্রহ্ম ভাবেতে অবস্থান করে ॥২১,২২

অভ্যাসেন পরিস্পন্দে প্রাণানাং ক্ষয়মাগতে ॥২৩
মনঃ প্রশমমায়াতি নির্ব্বাণমবশিষ্যতে ॥২৪

বেদান্ত শ্রবণসহকৃত যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগানুষ্ঠান দ্বারা প্রাণাদির বৃত্তিজন্য বিক্ষেপের নাশ হইলে মনেরও নাশ হয়, তখন নির্ব্বাণ অর্থাৎ মুক্তি অবশিষ্ট থাকেন ॥২৩,২৪

জ্ঞেয়বস্তুপরিত্যাগে বিলয়ং যাতি মানসম্ ।।২৫
মানসে বিলয়ে যাতে কৈবল্যমবশিষ্যতে ।।২৬

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিৎ যখন ঘটাদি সাধারণ জ্ঞেয় পদার্থ সকল "নেতি" অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে এই নিষেধমুখিজ্ঞান দ্বারা পরিত্যাগ করেন তখন মনের জ্ঞেয় না থাকায় নিরলম্বনহেতু মনেরও লয় হয় এবং মনোলয় হইলে কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তিই অবশিষ্ট থাকেন॥২৪,২৬

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে বিকল্পকলনান্বিতঃ ।।২৭
বিকল্পসংক্ষয়াজ্জন্তোঃ পদং তদবশিষ্যতে ।।২৮

যখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাব হইতে ঘটপটাদি নানাবিধ বিকল্পকলনান্বিত বাক্য সকল নিবর্ত্তিত হয়, তৎকালে জীবের চিত্তজাত নানাবিধ মিথ্যাজ্ঞানেরও সংক্ষয় হয়, তৎকালে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পদই অবশিষ্ট থাকেন ॥২৭,২৮

চিদ্ ব্যোমৈব কিলাস্তীহ পরাপরবিবর্জ্জিতম্ ।।২৯
সর্ব্বত্রাসংভবচ্চৈত্যং যৎ কল্পান্তেঽবশিষ্যতে ।।২০

অধুনা এবং পূর্ব্বকালে পর এবং অপর ভাব (পর শিব এবং অপর জীব) বর্জ্জিত, ব্রহ্মাতিরিক্ত চৈত্যভাব

রহিত এবং আকাশবৎ ব্যাপক চিদাকাশই কল্পের শেষে অবশিষ্ট থাকেন ॥২৯,৩০

পঞ্চরূপপরিত্যাগাদর্থরূপপ্রহাণতঃ ॥৩১
অধিষ্ঠানং পরং তত্ত্বমেকং সচ্ছিষ্যতে মহৎ ॥৩২

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই, এই জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মের পঞ্চরূপ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব) পরিত্যাগ করিয়া এবং ভূত ভৌতিক রূপ অর্থ সকল ত্যাগ করিয়া সকল প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান, মহৎ পরতত্ত্ব স্বরূপ, এবং সৎস্বরূপ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন ॥৩১,৩২

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসারং বচ্মি যথার্থতঃ ॥৩৩
স্বয়ং মৃত্বা স্বয়ং ভূত্বা স্বয়মেবাবশিষ্যতে ॥৩৪

হে শিষ্য ! সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার বাক্য আমি (গুরু) যথার্থ বলিতেছি :—ব্রহ্মই স্বয়ং মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া এবং স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজেই অবশিষ্ট থাকেন, কারণ ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই ॥ ৩৩,৩৪

অশব্দমস্পর্শ মরূপমব্যয়ং
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ॥৩৫

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
তদেব শিষ্যত্যমলং নিরাময়ম্ ॥৩৬

সেই ব্রহ্ম সমস্ত বিশেষণ রহিত বলিয়া অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য অগন্ধ, আদি অন্ত-রহিত, মহৎ তত্ত্ব হইতেও শ্রেষ্ঠ, ধ্রুব, অমল এবং নিরাময় নির্ব্বিশেষরূপেতে নিজেই অবশিষ্ট থাকেন ॥৩৫,৩৬

ইতি অষ্টাদশং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্বান্তিকফলবাক্যানি ॥১৯

এই প্রকরণে ব্রহ্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ (ব্রহ্মরূপতা) বাক্য সকল উক্ত হইতেছে।

স যো হ বৈ তৎ পরমম্ ॥১

যিনি সকলের পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, তিনিই ব্রহ্ম ॥১

ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ॥২

ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মই হয়েন ॥২

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্ ॥৩

ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি ॥৪

ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মসংস্থ পরিব্রাট্ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই পরব্রহ্ম হয়েন এবং অমৃত হয়েন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ॥৩, ৪

তরতি শোকমাত্মবিৎ ॥ ৫

য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি ॥৬

আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি শোকযুক্ত হয়েন না। "আমিই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান যাহার হইয়াছে, তিনি সর্ব্বময় (ব্রহ্মময়) ॥৫,৬

স এষ বিসুকৃতো বিদুষ্কৃতো ব্রহ্মবিদ্ বিদ্বান্
ব্রহ্মৈবাভি প্রৈতি ॥৭

সেই ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ সুকৃতি এবং দুষ্কৃতি রহিত হইয়া ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥৭

য এবং নির্বীজং বেদ নির্বীজ এব স ভবতি
তদ্ব্রহ্মৈবাহ মস্মীতি ব্রহ্মপ্রণবমনুস্মরন্ ভ্রমর-
কীটন্যায়েন শরীরত্রয়মুৎসৃজ্য সংন্যাসেনৈব
দেহত্যাগং করোতি স কৃতকৃত্যো ভবতি ॥৮

যে জ্ঞানী পুরুষ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই হয়েন। "আমি সেই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ ওঁকারের ধ্যান করত ভ্রমর কীট ন্যায় * যুক্তি দ্বারা স্থূলসূক্ষ্ম কারণ শরীর

---

* যেরূপ ভ্রমর হইতে উৎপন্ন কীট স্বকারণীভূত সংস্কারকে (ভ্রমররূপকে) ধ্যান করত কীটত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া নিজে ভ্রমর হইয়া যায়।

পরিত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত ত্যাগ করত দেহাভিমান পরিত্যাগ করেন, তিনি কৃতকৃত্য অর্থাৎ মুক্ত হয়েন ॥৮

তমেবং জ্ঞাত্বা বিদ্বান্ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥৯
তদেবং বিদ্বাংস ইহৈবামৃতা ভবন্তি ॥১০

বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে জানিয়া মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন, এমন কি জীবিতাবস্থাতেই মুক্ত হইতে পারেন ॥৯,১০

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥১১

আদি এবং অন্তরহিত মহৎতত্ত্বেরও শ্রেষ্ঠ এবং ধ্রুব স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মবিৎ মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন ॥১১

যজ্‌জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥১২

সেই ব্রহ্মকে জানিয়া জীব মৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব অর্থাৎ মুক্তিপদ লাভ করেন ॥১২

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং
পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ॥১৩
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥১৪

যখন তত্ত্বজ্ঞানী জ্যোতির্ম্ময় জগৎকর্ত্তা ঈশ এবং পুরুষপদবাচ্য এবং ব্রহ্মাদিরও কারণকে জ্ঞান দৃষ্টিতে দর্শন করেন, তখন পুণ্যপাপরহিত হইয়া নির্ম্মল স্বরূপে পরম সম যে ভাব (ব্রহ্মভাব) তাহা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্ত হন ॥.৩,১৪

এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াং
সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥১৫

হে সৌম্য ! হৃদয়গুহাস্থিত ব্রহ্মকে যে জানিতে পারে, তাহার অবিদ্যাগ্রন্থির ছেদন হয় ॥১৫

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ॥১৬
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥১৭

সেই সর্ব্বভাবময় ব্রহ্ম দর্শন হইলে হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থিচ্ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয়ের নাশ হয় এবং সমস্ত কর্ম্মেরও ক্ষয় হয় ॥১৬,১৭

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায় ॥১৮

তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১৯

যেরূপ নদী সকল নিজ নিজ নাম এবং রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেই প্রকার ব্রহ্মবিৎ অজ্ঞান-বিকল্পিত নাম এবং রূপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ দিব্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥১৮,১৯

জ্ঞাত্বা তং মৃত্যুমত্যেতি নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥২০
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে ধ্রুবম্ ॥২১

সেই ব্রহ্মকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। সেই মুক্তির এতদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। "ব্রহ্মই আমি" ইহা বিদিত হইয়া বিদ্বান্ নিশ্চয়ই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয় ॥২০,২১

যত্র যত্র মৃতো জ্ঞানী পরমাক্ষরবিৎ সদা ॥২২
পরব্রহ্মণি লীয়তে ন তস্যোৎক্রান্তিরিষ্যতে ॥২৩

পরম অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী যে সময়ে দেহত্যাগের

ইচ্ছা করেন, তখন তিনি পরব্রহ্মেতেই লয় প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু হয়েন। তাঁহার ব্রহ্মলাভ ব্যতিরেকে অন্য মরণ নাই ॥২২,২৩

যদ্‌যৎ স্বাভিমতং বস্তু তত্ত্যজন্ মোক্ষমশ্নুতে ॥২৪

ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য অভিমত বস্তু ত্যাগ করিয়া মোক্ষ লাভ করিবে ॥২৪

অসংকল্পনশস্ত্রেণ ছিন্নং চিত্তমিদং যদা ॥২৫
সর্ব্বং সর্ব্বগতং শান্তং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥২৬

যখন সংকল্পরাহিত্যরূপ শস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মবেত্তার চিত্ত বিনষ্ট হয়, তখন সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মক শান্তস্বরূপ ব্রহ্মকে তিনি প্রাপ্ত হন ॥২৫,২৬

প্রিয়েষু স্বেষু সুকৃতমপ্রিয়েষু চ দুষ্কৃতম্ ॥ ২৭
বিসৃজ্য ধ্যানযোগেন ব্রহ্মাপ্যেতি সনাতনম্ ॥২৮

ধ্যানযোগেতে প্রিয়াপ্রিয় জন্য সুকৃত দুষ্কৃত পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী সনাতন ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন ॥২৭,২৮

ঘটাকাশমিবাত্মানং বিলয়ং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥২৯
স গচ্ছতি নিরালম্বং জ্ঞানালোকং সনাতনম্ ॥৩০

ঘটাকাশের ন্যায় যিনি আত্মবিলয় (উপাধিনাশ) তত্ত্বজ্ঞানেতে জ্ঞাত হয়েন, তিনি নিরালম্ব সনাতন জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন ॥২৯,৩০

তৃণাগ্রেম্বম্বরে ভানৌ নরনাগামরেষু চ ॥৩১
যস্তিষ্ঠ ত তদেবাহমিতি মত্বা ন শোচতি ॥৩২

"তৃণাগ্রে, আকাশে, সূর্য্যে, মনুষ্য সর্প এবং অমরগণেতে যিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন, সেই ব্রহ্মই আমি" এইরূপ যে ব্রহ্মবিৎ মনন করেন, তিনি শোকরহিত হয়েন ॥৩ ,৩২

সর্ব্বসাক্ষিণমাত্মানং বর্ণাশ্রমবিবর্জ্জিতম্ ॥৩৩
ব্রহ্মরূপতয়া পশ্যন্ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্ ॥৩৪

ব্রহ্মবেত্তা বর্ণাশ্রমরহিত সকলের সাক্ষী স্বরূপ পর-মাত্মাকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া নিজেই ব্রহ্ম হয়েন ॥৩৩,৩৪

তদ্ব্রহ্মানন্দমদ্বন্দ্বং নির্গুণং সত্যচিদ্‌ঘনম্ ॥৩৫
বিদিত্বা স্বাত্মনো রূপং ন বিভেতি কুতশ্চন ॥৩৬

সেই ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, দ্বন্দ্বরহিত, নির্গুণ এবং চিদ্‌ঘন-স্বরূপ। নিজ ব্রহ্মস্বরূপের যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন,

সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষের কাহা হইতেও ভয় উৎপন্ন হয় না ॥৩৫,৩৬

বাসনাং সংপরিত্যজ্য ময়ি চিন্মাত্রবিগ্রহে ॥৩৭
যস্তিষ্ঠতি গতস্নেহঃ সোঽহং সচ্চিৎসুখাত্মকঃ ॥৩৮

বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্মাত্র স্বরূপ (আমাতে) অস্মৎপদবাচ্য ব্রহ্মেতে যে ব্যক্তি বিগতস্নেহ হইয়া অবস্থান করেন তিনি সোঽহংপদবাচ্য সচ্চিৎ এবং সুখাত্মক ব্রহ্ম স্বরূপ ॥৩৭,৩৮

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ ॥৩৯
য আস্তে কপিশার্দ্দূল ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥৪০

হে কপিশ্রেষ্ঠ! যিনি দর্শন এবং অদর্শনভাব (নিজেকে জীবভাবে দর্শন এবং ব্রহ্মরূপে অদর্শন) পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং নিজ শুদ্ধ স্বরূপে স্থিত হয়েন, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে, তিনি ব্রহ্মবিৎ পদবাচ্য নহেন ॥৩৯,৪০

ইতি একোনবিংশং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

সার্ধ্বান্তিকবিদেহমুক্তিবাক্যানি ॥২০

এই প্রকরণে ব্রহ্মমাত্রাবস্থান লক্ষণ বিদেহমুক্তির লক্ষণ সকল উক্ত হইয়াছে।

বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে ॥১

ব্রহ্মস্বরূপে নিত্যমুক্ত হইয়াও যিনি নিজ অজ্ঞান বশতঃ বদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হন, পুনরায় "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা নিজ অজ্ঞান হইতে বিমুক্ত হন, তাঁহাকে বিমুক্ত বলে ॥১

গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি ॥২

হৃদয়গুহাস্থিত অবিদ্যাগ্রন্থি হইতে বিমুক্ত পুরুষ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অর্থাৎ বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন ॥২

অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম
আত্মকাম আপ্তকামো ন তস্য প্রাণা
উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে
ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥৩

ব্রহ্মাতিরিক্ত প্রপঞ্চেতে বিরক্তির পর কামনাযোগ্য বিষয়ের অভাব বশতঃ তিনি অকাম অর্থাৎ কামনারহিত পুরুষ এবং নিষ্কামপদবাচ্য হয়েন, ব্রহ্মাতিরিক্ত তাঁহার অন্য কামনা নাই বলিয়া তিনি আত্মকাম এবং পূর্ণকাম বলিয়া তিনি আপ্তকাম। এবম্বিধ অকাম নিষ্কাম আত্ম-কাম এবং আপ্তকাম পুরুষের প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ স্বাধিকরণ ব্রহ্মেতে লয় প্রাপ্ত হয়, তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হয়েন ॥৩

তদ্‌যথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা
প্রত্যস্তা শয়ীতেবমেবেদং শরীরং শেতেঽ
থায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ
এব অশরীরো নিরিন্দ্রিয়োঽপ্রাণোঽতমাঃ
সচ্চিদানন্দমাত্রঃ স স্বরাট্ ভবতি ॥৪

যে প্রকার সর্পত্বক্ (সাপের খোলস) স্বাশ্রয় বল্মীকে (উইঢিপিতে) মৃতের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়া পতিত থাকে, সেই প্রকার ব্রহ্মবিৎ পুরুষের নিজ ব্রহ্মভাব দ্বারা পরিত্যক্ত অভিমান বশতঃ স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণ এই ত্রিবিধ শরীর সচেতন থাকিলেও মৃতের ন্যায় অবস্থান

করে। সেই বিদেহমুক্ত পুরুষ অমৃত এবং প্রাণ স্বরূপ ব্রহ্মজ্যোতিতে শরীর রহিত এবং নিরিন্দ্রিয় হইরা প্রাণ এবং অবিদ্যা রহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বরাট্ হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ স্বকীয় মহিমাতে বিরাজ করেন ॥৪

পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়ত আপো জ্যোতিষি
লীয়ন্তে জ্যোতির্বায়ৌ বিলীয়তে বায়ু-
রাকাশ আকাশমিন্দ্রিয়েষ্বিন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু
তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ বিলীয়ন্তে ভূতাদির্মহতি
বিলীয়তে মহানব্যক্তে বিলীয়তেঽব্যক্তমক্ষরে
বিলীয়তেঽক্ষরং তমসি বিলীয়তে তমঃ
পরে দেব একীভবতি পরস্তান্ন সন্নাসন্ন সদসৎ ॥৫

পৃথিবী স্বকারণ জলেতে লয় প্রাপ্ত হয়, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় সকল তন্মাত্রেতে, তন্মাত্র ভূতকারণ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহৎ তত্ত্বে, মহৎ তত্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে, অব্যক্ত প্রকৃতি অক্ষর পুরুষে, অক্ষর পুরুষ তমতে (সাক্ষিস্বরূপে) এবং তম স্বরূপ সাক্ষিত্ব পর দেবতায় (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে) লয় প্রাপ্ত হয়। তখন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু সৎ এবং অসৎ পদবাচ্য হয় না ॥৫

ব্রহ্মাণ্ডং তদ্গতলোকান্ কার্য্যরূপাংশ্চ কারণত্বং প্রাপয়িত্বা ততঃ সূক্ষ্মাঙ্গং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যন্তঃকরণচতুষ্টয়ং চৈকীকৃত্য সর্ব্বাণি ভৌতিকানি কারণে ভূতপঞ্চকে সংযোজ্য ভূমিং জলে জলং বহ্নৌ বহ্নিং বায়ৌ বায়ুমাকাশে চাকাশমহঙ্কারে চাহঙ্কারং মহতি মহদব্যক্তে অব্যক্তং পুরুষে ক্রমেণ বিলীয়তে বিরাট্ হিরণ্যগর্ভেশ্বরা উপাধিবিলয়াৎ পরমাত্মনি লীয়ন্তে ॥৬

ব্রহ্মাণ্ড এবং তদ্গত লোকসমূহ ও কার্য্যরূপ বিষয় সকল স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হইয়া এবং কার্য্যরূপ হইতে সূক্ষ্মাঙ্গ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার এই অন্তঃকরণচতুষ্টয় স্ব স্ব কারণে লয় প্রাপ্ত হয়। সমস্ত ভৌতিককার্য্য কারণস্বরূপ পঞ্চতন্মাত্রেতে সংযুক্ত হইয়া ভূমি জলে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহৎ তত্ত্বে, মহৎ তত্ত্ব অব্যক্ত প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতি পরম পুরুষে ক্রমে বিলয় প্রাপ্ত হয় ও বিরাট্ হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ইঁহারা নিজ নিজ উপাধিরহিত হইয়া স্ব স্ব কারণ পরমাত্মায় বিলীন হন ॥৬

প্রারব্ধক্ষয়বশাদ্দেহত্রয়ভঙ্গং প্রাপ্যোপাধি-
বিনির্ম্মুক্তঘটাকাশবৎ পরিপূর্ণতা বিদেহমুক্তিঃ ॥৭

যেরূপ ঘটাদি উপাধিরহিত হইলে ঘটাকাশ আবরণ-শূন্য হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবেত্তার প্রারব্ধ ক্ষয় বশতঃ স্থূল সূক্ষ্ম কারণরূপ দেহত্রয় নাশ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পরিপূর্ণ-রূপা (দেহত্রয়াবরণ রহিত) ব্রাহ্মী স্থিতিকে বিদেহ-মুক্তি বলে।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ ॥৮
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥৯

যখন ব্রহ্মবেত্তার হৃদয়স্থিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাবরণ-স্বরূপ সমস্ত কামনা লয় প্রাপ্ত হয়, তখন শরীর ধারণ বশতঃ মরণধর্ম্মা হইয়াও তিনি অমৃত অর্থাৎ মরণ ধর্ম্ম-রহিত এবং সেই শরীরেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিদেহ-মুক্ত হন ॥৮,৯

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ
সংন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ ॥১০
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে ॥১১

যাঁহারা ঈশাদি সর্ব্ব বেদান্তার্থ জ্ঞান সুনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত হয়েন, তাঁহারা ব্রহ্মেতে সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগরূপ সংন্যাস দ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়েন। তাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপেতে সম্যক্ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপেতে জীবিতাবস্থাতেই ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হইয়া বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন ॥১০,১১

তস্যাভিধ্যানাদ্ যোজনাতত্ত্বভাবাদ্
ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ ॥১২

"ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্ অর্থাৎ যিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই ব্রহ্মই সমস্ত" এই ধ্যানের পরিপাক বশতঃ "তিনিই সর্ব্বময়" এই ঐক্য জ্ঞান যাহার উৎপন্ন হইয়াছে, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাধকের পরিশেষে সমস্ত মায়া ও তৎ-কার্য্যের নিবৃত্তি হয় ॥ ১২

জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎকৃতে ॥১৩
বিশত্যদেহমুক্তত্বং পবনোঽস্পন্দতামিব ॥১৪

"অহং ব্রহ্মাস্মীতি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম" এই ব্রহ্মময়ী বৃত্তিলহরী যখন প্রবাহিত হয়, তখন তাহাকে জীবন্মুক্তি বলে। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় পর্য্যন্ত ভূমাস্বরূপ ব্রহ্মেতে অবস্থান করিয়া স্পন্দহীন বায়ুর ন্যায়

আত্যন্তিক দেহাভিমানের নাশ করিয়া এবং স্বাধিষ্ঠিত দেহেতে মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষয় করিয়া দেহত্যাগানন্তর বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন ॥১৩,১৪

ততস্তৎ সম্বভূবাসৌ যদ্ গিরামপ্যগোচরম্ ॥১৫
যচ্ছূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ ॥ ১৬
বিজ্ঞানমাত্রং বিজ্ঞানবিদাং যদমলাত্মকম্ ॥১৭

সেই জীবন্মুক্ত মুনি আত্যন্তিক অভিমানের নিবৃত্তির পরে মন এবং বাক্যের অগোচর ব্রহ্মমাত্র পদকে প্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিদেহমুক্ত হয়েন। সেই বিদেহমুক্তি শূন্য-বাদিগণের শূন্যস্বরূপ, ব্রহ্মবাদিগণের ব্রহ্মস্বরূপ এবং তাহা বিজ্ঞানবাদিগণের নির্ম্মল বিজ্ঞানস্বরূপ ॥১৫,১৬,১৭

পুরুষঃ সাংখ্যদৃষ্টীনামীশ্বরো যোগবাদিনাম্ ॥১৮
শিবঃ শৈবাগমস্থানাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্ ॥১৯

সেই বিদেহমুক্তি (ব্রহ্মপদ) সাংখ্যবাদিগণের পুরুষ, যোগবাদিগণের ঈশ্বর, শৈবগণের শিব এবং কাল-বাদিগণের কাল বলিয়া আখ্যাত হন ॥১৮,১৯

যৎ সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং যৎ সর্ব্বহৃদয়ানুগম্ ॥২০
যৎ সর্ব্বং সর্ব্বগং বস্তু যত্তত্ত্বং তদসৌ স্থিতঃ ॥২১

যাহা সকলের হৃদয় গ্রাহ্য, সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত স্বরূপ, যাহা সর্ব্বব্যাপক বস্তু এবং যাহা পরমার্থ তত্ত্বস্বরূপ, তাহাই বিদেহমুক্তি ॥২০,২১

যদনুক্তমনিঃস্পন্দং দীপকং তেজসামপি ॥২২

স্বানুভূত্যৈকমানঞ্চ যত্তত্ত্বং তদসৌ স্থিতঃ ॥২৩

উদয় এবং অস্তাদি রহিত বলিয়া যিনি অনুত্তম চিৎ সূর্য্য, এবং যিনি সূর্য্যাদি তৈজস পদার্থেরও প্রকাশক বা উদ্দীপক এবং যিনি ব্রহ্মবেত্তার নিজ অনুভূতিরই একমাত্র গম্য, তাঁহাকে (ব্রহ্মপদকে) বিদেহমুক্তি বলে ॥২২, ২৩

যদেকং চাপ্যনেকঞ্চ সাঞ্জনঞ্চ নিরঞ্জনম্ ॥২৪

যৎ সর্ব্বং চাপ্যসর্ব্বঞ্চ যত্তত্ত্বং তদসৌ স্থিতঃ ॥২৫

যাহা এক এবং বহু, যাহা মায়াযুক্ত হেতু সাঞ্জন (সমল) এবং মায়াতীত বলিয়া নিরঞ্জন (নির্ম্মল), যাহা সকল ভাব ধারণ করে অথচ অসর্ব্ব অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ ভাবেতে স্থিত, তাহাই (ব্রহ্মপদই) বিদেহমুক্তি ॥২৪,২৫

নিরানন্দোঽপি সানন্দঃ সচ্চাসচ্চ বভূব সঃ ॥২৬
ন চেতনো ন চ জড়ো ন চৈবাসন্ন সন্ময়ঃ ॥২৭

তিনি নির্ব্বিশেষ বলিয়া নিরানন্দ হইয়াও সানন্দ, সৎ এবং অসৎ উভয়স্বরূপ, তিনি চেতন কিংবা জড়ও নহেন এবং সৎ কিংবা অসৎও নহেন ॥২৬,২৭

অজমমরমনাদ্যমাদ্যমেকং
পদমমলং সকলঞ্চ নিষ্কলঞ্চ ॥২৮
স্থিত ইতি স তদা নভঃ স্বরূপা-
দপি বিমলস্থিতিরীশ্বরক্ষণেন ॥২৯

জন্মাদিরহিত বলিয়া তিনি অজ, নাশরহিত বলিয়া তিনি অমর, স্বাতিরিক্ত কারণরহিত বলিয়া তিনি অনাদি ও অনন্ত, অদ্বিতীয় বলিয়া এক, প্রাপ্তব্য বলিয়া তিনি পদস্বরূপ, মায়ারহিত বলিয়া তিনি অমল, ষোড়শ কলাযুক্ত বলিয়া তিনি সকল, কিন্তু স্বভাবতঃ তিনি নিষ্কল অর্থাৎ কলারহিত। এবম্ভূত ব্রহ্মরূপেতে যিনি স্থিত, তিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তরকালেতে সর্ব্ববিকল্প-রহিত হইয়া আকাশ হইতেও বিমল স্থিতি সম্পন্ন ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। সেই ঐশ্বরিক ভাবকে বিদেহমুক্তি বলে ॥২৮,২৯

ব্যপগতকলনাকলঙ্কশুদ্ধঃ
স্বয়মমলাত্মনি পাবনে পদেঽসৌ ॥৩০
সলিলকণ ইবাম্বুধৌ মহাত্মা
বিগলিতবাসনমেকতাং জগাম ॥৩১

অশুদ্ধ মায়া ও তৎকার্য্যরূপ কলঙ্কের অভাব বশতঃ শুদ্ধস্বরূপ মহাত্মা, সমুদ্রে সলিলকণার ন্যায়, নির্ম্মল পবিত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদবীতে বাসনা শূন্য হইয়া ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়েন ॥৩০,৩১

সংশান্তদুঃখমজড়াত্মকমেকসুপ্ত-
মানন্দমন্থরমপেতরজস্তমো যৎ ॥৩২
আকাশকোশতনবোঽতনবো মহান্ত-
স্তস্মিন্ পদে গলিতচিত্তলবা ভবন্তি ॥৩৩

ভূমানন্দ স্বরূপ বলিয়া যিনি সংশান্তদুঃখ, জড় মায়া ও তৎকার্য্যাদি-রহিত বলিয়া যিনি অজড়াত্মক, এক, নির্ব্বিশেষ সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া যিনিযু সুপ্তিপদবাচ্য, নিজ আনন্দে পূর্ণ বলিয়া যিনি আনন্দমন্থর এবং নির্গুণ বলিয়া যিনি রজঃ ও তমোরহিত, তিনি বিদেহমুক্ত। "(সচ্চিদানন্দাকাশং ব্রহ্মেতি অর্থাৎ সচ্চিনানন্দ স্বরূপ

আকাশই ব্রহ্ম)" যাঁহারা এরূপ মননশীল আকাশকোশ-তনু অর্থাৎ জীবন্মুক্ত, তাঁহারা সমস্ত বিকল্প এবং বাসনা-রহিত হইয়া বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন। ৩২,৩৩

বিদেহমুক্ত এবাসৌ বিদ্যতে নিষ্কলাত্মকঃ ॥৩৪
সমগ্রাগ্র্যগুণাধারমপি সত্ত্বং প্রলীয়তে ॥৩৫

গুণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ 'সত্ত্ব'। যখন সেই সত্ত্বগুণও নিজ ব্রহ্মভাবেতে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন সেই নির্ব্বিশেষ অবস্থাতে নির্ম্মল বিদেহমুক্ত অবস্থান করেন অর্থাৎ সেই অবস্থাই বিদেহমুক্তির অবস্থা ॥৩৪,৩৫

বিদেহমুক্তৌ বিমলে পদে পরমপাবনে ॥৩৬
বিদেহমুক্তিবিষয়ে তস্মিন্ সত্ত্বক্ষয়াত্মকে ॥৩৭
চিত্তনাশে বিরূপাখ্যে ন কিঞ্চিদিহ বিদ্যতে ॥
ন গুণা নাগুণাস্তত্র ন শ্রীর্নাশ্রীর্ন চৈকতা ॥৩৯

বিমল পদ পরম পবিত্র বিদেহমুক্তিতে যখন সত্ত্বগুণ লয় প্রাপ্ত হয় ও যখন চিত্ত স্বকারণে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে বিরূপাখ্য চিত্তলয়াবস্থা বলে, সেই অবস্থায়—"ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই" এই নির্ব্বিকল্পরূপ জ্ঞান হয়। তৎকালে সত্ত্বাদি গুণ এবং অগুণভাব রহিত হয় ও তখন

মুমুক্ষাশ্রয়ণীয়া বিদ্যাও থাকে না, তৎকালে, প্রপঞ্চাশ্রয়ণীয়া অবিদ্যা কিংবা "অস্তি নাস্তি" ইত্যাদি বিকল্পজাত বিষয়ও থাকে না—কেবল মাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মভাব থাকে ॥ ৩৬,৩৭,৩৮, ৩৯

জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥৪০
উপাধিনাশাদ্ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম্ ॥৪১

"ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই" এই শ্রুতির অর্থজ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষ কর্ত্তব্যের অভাব বশতঃ কৃতার্থ, দেহাভিমানরহিত বলিয়া জীবিতাবস্থায় তিনি সদা মুক্ত এবং তাঁহার অবিদ্যাজন্য দেহাদি উপাধিনাশ হইলে তিনি অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন ॥৪০,৪১

শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থদৃষ্টিঃ
কার্য্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষাৎ ॥৪২
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশ
এবং ত্রিধা নশ্যতি চাত্মমায়া ॥৪৩

অদ্বৈত বেদান্ত শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা পূর্ব্বানুভূত প্রপঞ্চগত পারমার্থিক সত্যত্বজ্ঞানের নাশ হয়। তদনন্তর বেদান্ত শাস্ত্রমনন-প্রাদুর্ভূত অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা প্রপঞ্চের

ব্যাবহারিক কার্য্যক্ষমত্বেরও নাশ হয়। প্রারব্ধ সঞ্চিত ক্রিয়মাণ এই ত্রিবিধকর্ম্মনাশ হেতু প্রাতিভাসিক জ্ঞানেরও নাশ হয়। এইরূপে ত্রিবিধ পারমার্থিক ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিক আত্মমায়ার নাশ হয় অর্থাৎ তৎকালে জ্ঞানী বিদেহমুক্ত হয়েন ॥৪২,৪৩

অহিনির্ল্ব্যয়নী সর্পনির্ম্মুক্তো জীববর্জ্জিতঃ ॥৪৪
বল্মীকে পতিতস্তিষ্ঠেত্তং সর্পো নাভিমন্যতে ॥৪৫
এবং স্থূলঞ্চ সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং নাভিমন্যতে ॥৪৬

যেরূপ সাপের খোলস সর্প হইতে নির্মুক্ত হইয়া মৃত অবস্থায় বল্মীকে পতিত থাকিলে তাহাতে সর্প যেরূপ নিরভিমান হইয়া অবস্থান করে, সেইরূপ বিদেহমুক্ত পুরুষ স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের উপর কোনপ্রকার অভিমান করেন না ॥৪৪,৪৫,৪৬

প্রত্যক্জ্ঞানশিখিধ্বস্তে মিথ্যাজ্ঞানে সহেতুকে ॥৪৭
নেতি নেতীতিরূপত্বাদশরীরো ভবত্যয়ম্ ॥৪৮

জীবাভিন্ন ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সহেতুক মিথ্যাজ্ঞান জন্য প্রত্যক্জ্ঞান (জীবভাব) বিনষ্ট হয়, তৎপরে "নেতি নেতি" এই নিষেধমুখী জ্ঞান দ্বারা অশরীর অর্থাৎ স্থূল

সূক্ষ্ম কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের উপর অভিমান রহিত হইয়া জ্ঞানী বিদেহমুক্তপদবাচ্য হন ॥৪৭,৪৮

বিশ্বশ্চ তৈজসশ্চৈব প্রাজ্ঞশ্চেতি চ তে ত্রয়ঃ ॥৪৯
বিরাড্ হিরণ্যগর্ভশ্চ ঈশ্বরশ্চেতি চ তে ত্রয়ঃ ॥৫০
ব্রহ্মাণ্ডং চৈব পিণ্ডাণ্ডং লোকা ভূরাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥৫১
স্বস্বোপাধিলয়াদেব লীয়ন্তে প্রত্যগাত্মনি ॥৫২

"বিশ্ব, তৈজস, হিরণ্যগর্ভ, এই তিন ব্যষ্টি ; বিরাট্, হিরণগর্ভ ঈশ্বর এই তিন সমষ্টি ; ব্রহ্মাণ্ড পিণ্ডাণ্ড এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই চতুর্দ্দশ লোক নিজ নিজ উপাধিলয় হেতু জীবাভিন্ন ব্রহ্মেতে যখন লয় প্রাপ্ত হয়, তখন এইরূপ ভাবাপন্ন বিদ্বান্ বিদেহমুক্তপদবাচ্য হয়েন ॥৪৯,৫০,৫১,৫২

তূষ্ণীমেব স্থিতস্তূষ্ণীং তূষ্ণীং সত্যন্ন কিংচন ॥৫৩

যে অবস্থায় ব্রহ্মবেত্তা সঙ্গরহিত এবং সদা উদাসীন ভাবে তুষ্ট হইয়া স্থিত হয়েন এবং যৎকালে তিনি "ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছুই নাই" এই ব্রাহ্মী স্থিতিতেই তুষ্ট

থাকেন, তখন তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে। (বিদেহ কৈবল্য কেবল নিষ্প্রতিযোগী ব্রহ্মভাব মাত্র) ॥৫৩

কালভেদং বস্তুভেদং দেশভেদং স্বভেদকম্ ॥৫৪
কিঞ্চিদ্‌ভেদো ন তস্যাস্তি কিঞ্চিদ্বাপি ন বিদ্যতে ॥৫৫
জীবেশ্বরেতি বা ক্বেতি বেদশাস্ত্রাঃ ক্বাহং ত্বিতি ॥৫৬
ইদং চৈতন্যমেবেতি অহং চৈতন্যমিত্যপি ॥৫৭
ইতি নিশ্চয়শূন্যো যো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৫৮

যে অবস্থায় কালভেদ, বস্তুভেদ, দেশভেদ বা নিজ ভেদাদি কোনও প্রকার ভেদজ্ঞান থাকে না, যে অবস্থায় "জীব এবং ঈশ্বরভাবই বা কোথায়, বেদ এবং শাস্ত্রই বা কোথায়, অহং জ্ঞানই বা কোথায়" এইরূপ জ্ঞান হয়, যে অবস্থায় স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই দেহত্রয়ের অভাব জ্ঞান এবং "এই চৈতন্য, আমি চৈতন্য" এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান-শূন্যতা উদয় হয়, সেই নির্ব্বিশেষ অবস্থা-সম্পন্নকে বিদেহ-মুক্ত বলে ॥৫৪,৫৫,৫৬,৫৭,৫৮

ব্রহ্মভূতঃ প্রশান্তাত্মা ব্রহ্মানন্দময়ঃ সুখী ॥৫৯
স্বচ্ছরূপো মহামৌনী বৈদেহো মুক্ত এব সঃ ॥৬০

"ব্রহ্মাহমিতি অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ ব্রহ্মভাবা-

পন্ন পুরুষকে ব্রহ্মভূত বলে। যিনি ব্রহ্মভূত, উদ্বেগ-জনক অন্তঃকরণরহিত বলিয়া তিনি প্রশান্তাত্মা, ব্রহ্মা-নন্দস্বরূপ বলিয়া তিনি সুখী, মায়ারহিত বলিয়া তিনি শুদ্ধস্বরূপ এবং নিজ ব্রহ্মভাবেতে তিনি অত্যন্ত মনন-শীল, এরূপ ভাবাপন্নকে বিদেহমুক্ত বলে ॥৫৯,৬০

ব্রহ্মৈবাহং চিদেবাহমেবং বাপি ন চিন্ত্যতে ॥৬১
চিন্মাত্রেণৈব যস্তিষ্ঠেদ্ বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৬২

যিনি "আমি ব্রহ্ম এবং আমি চৈতন্যস্বরূপ" এরূপ ভেদজ্ঞান যখন চিন্তা না করেন এবং কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবেতে অবস্থান করেন, তখন তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে ॥৬১,৬২

চৈতন্যমাত্রসংসিদ্ধঃ স্বাত্মারামঃ সুখাসনঃ ॥৬৩
তুর্য্যতুর্য্যঃ পরানন্দো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৬৪

যিনি অচেতন প্রপঞ্চাপহ্নবসিদ্ধ চৈতন্য মাত্র, নিজ ব্রহ্মস্বরূপে রতিশীল বলিয়া যিনি স্বাত্মারাম, সুখমাত্ররূপে অবস্থান হেতু যিনি সুখাসন, যিনি ওঁকারের চতুর্থস্থানীয় এবং যিনি পরমানন্দস্বরূপ তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে ॥ ৬৩,৬৪

যস্য প্রপঞ্চভানং ন ব্রহ্মাকারমপীহ ন ॥৬৫
অতীতাতীতভাবো যো বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৬৬

যাঁহার "প্রপঞ্চের অস্তি নাস্তি ভবতি" ইত্যাকার জ্ঞান এবং প্রপঞ্চের আধার ব্রহ্মাকার বৃত্তি উদয় হয় না, যিনি সর্ব্বাতীত যে চতুর্থ অবস্থা তাহারও অতীত, তাঁহাকে বিদেহমুক্ত বলে ॥৬৫,৬৬

চিত্তবৃত্তেরতীতো যশ্চিত্তবৃত্ত্যবভাসকঃ ॥৬৭
সর্ব্ববৃত্তিবিহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৬৮

যিনি চিত্তবৃত্তিরও অতীত কিন্তু চিত্তবৃত্তির প্রকাশক এবং স্বয়ং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলিয়া যিনি সর্ব্ববৃত্তিশূন্য, সেই নির্ব্বিশেষ আত্মাকে বিদেহমুক্ত বলে ॥৬৭,৬৮

সর্ব্বত্রৈবাহমাত্মাস্মি পরমাত্মা পরাত্মকঃ ॥৬৯
নিত্যানন্দস্বরূপাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৭০

"পরমাত্মক এবং অপরমাত্মক (প্রপঞ্চ এবং জীবাত্মক) সর্ব্বত্রই আমিই একমাত্র আত্মা রূপে বিদ্যমান আছি এবং আমিই নিত্যানন্দ স্বরূপ" এইরূপ অবস্থাযুক্ত ব্রহ্মবেত্তাকে বিদেহমুক্ত বলে ॥৬৯,৭০

জীবাত্মা পরমাত্মেতি চিন্তাসর্ব্বস্ববর্জ্জিতঃ ॥৭১
সর্ব্বসংকল্পহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৭২

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই উভয় চিন্তারহিত এবং স্বাতিরিক্ত সংকল্পবর্জ্জিত ব্রহ্মবিৎকে বিদেহমুক্ত বলে ॥ ৭১,৭২

আত্মজ্ঞেয়াদিহীনাত্মা যৎকিঞ্চিদিদমাত্মকঃ ॥৭৩
ভাবাভাববিহীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৭৪

ব্রহ্মাতিরিক্ত আত্মা এবং বিষয় জ্ঞান রহিত, ইদং-পদবাচ্য যে কোনও বিষয়, যিনি তদ্ভাবরহিত, যিনি ভাব এবং অভাব জ্ঞান বিহীন, এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ভাবাপন্ন ব্রহ্মবিৎকে বিদেহমুক্ত বলে ॥৭৩,৭৪

ওঁকারবাচ্যহীনাত্মা সর্ব্ববাচ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥৭৫
অবস্থাত্রয়হীনাত্মা বৈদেহী মুক্ত এব সঃ ॥৭৭

ওঁকারেরও যিনি বাচ্যরহিত, যিনি সর্ব্ববাচ্যেরও অতীত এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বর্জ্জিত, এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মভাবাপন্নকে বিদেহমুক্ত বলে ॥৭৫৭৬

ইতি বিংশং প্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

উপসংহার

বিধ্যঙ্ঘ্রি র্বন্ধমুগ্ গুল্‌ফো হ্যবিদ্বদ্ধেয়জঙ্ঘকঃ।
জগন্মিথ্যাজানুদেশস্তূপদেশোরুদেশকঃ।
ব্রহ্মাত্মৈক্যকটীদেশো বিদ্বন্মননাভিকঃ।
জীবন্মুক্তাখ্যদহরঃ সানুভূতিকরদ্বয়ঃ।
স্বসমাধিস্কন্ধদেশঃ স্বস্বরূপাখ্যকন্ধরঃ।
ফলভূতমহাবাক্যফলো বৈদেহমস্তকঃ।
এবং বিধ্যাদ্যদেহান্তমহাবাক্যকলেবরঃ।
বস্তুতো নির্ব্বিশেষাত্মা ত্রিপান্নারায়ণোঽস্ম্যহম্।

বিধিবাক্য সকল মহাবাক্যরত্নাবলীরূপ কলেবরের চরণস্বরূপ। বন্ধ ও মোক্ষ বাক্য সকল উহার গুল্‌ফস্বরূপ,

অবিদ্বন্নিন্দাবাক্য সকল	উহার	জঙ্ঘাদেশ
জগন্মিথ্যা বাক্য সকল	,,	জানুদেশ
উপদেশ বাক্য সকল	,,	উরুদেশ
ব্রহ্মাত্মৈক্য বাক্য সকল	,,	কটীদেশ
মনন বাক্য সকল	,,	নাভিদেশ
জীবন্মুক্তি বাক্য সকল	,,	দহরাকাশ (হৃদয়াকাশ)

স্বানুভূতি বাক্য সকল	”	করদ্বয়
সমাধি বাক্য সকল	”	স্কন্ধদেশ
অষ্টবিধ স্বস্বরূপ বাক্য সকল		কন্ধরা অর্থাৎ গ্রীবার পশ্চাৎভাগ

ফল বাক্য সকল মহাবাক্যের ফলস্বরূপ,
বিদেহমুক্তি বাক্য সকল মহাবাক্যরূপ কলেবরের মস্তক-স্বরূপ

এইপ্রকার বিধিবাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া বিদেহবাক্যান্ত মহাবাক্যরূপ যাঁহার কলেবর, যাহা বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষাত্ম-স্বরূপ এবং যিনি ত্রিপাদ নারায়ণস্বরূপ, সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই আমি।

শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত

পুস্তকাবলী

(১) **"মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর জীবন চরিত ও তত্ত্বোপদেশ,"**—ভাল কাগজ, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই ৩০০ পাতায় পূর্ণ, মূল্য ১৷৷৹ কি কি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা একবার দেখুন—

১। ঈশ্বর। ২। সৃষ্টি। ৩। সংসার। ৪। গুরু ও শিষ্য। ৫। চিত্তশুদ্ধি। ৬। ধর্ম্ম। ৭। উপাসনা। ৮। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম। ৯। আত্মবোধ। ১০। তন্ময়ত্ব। ১১ কয়েকটী সার কথা। ১২। তত্ত্বজ্ঞান। এতদ্ব্যতীত জীবন্মুক্ত মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর বিস্তৃত জীবনী।

(২) মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী বিরচিত **"মহাবাক্য-রত্নাবলী" ও তাহার সরল বঙ্গানুবাদ,**—ভাল কাগজ, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, ১০০৪ শ্লোক, প্রায় ২৫০ পাতায় পূর্ণ, মূল্য ১৷৷৹ যে সকল বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা দেখুন—

১। সার্দ্ধান্তিক বিধিবাক্য। ২। বন্ধ-মোক্ষ বাক্য। ৩। অবিদ্বন্নিন্দাবাক্য। ৪। জগন্মিথ্যা বাক্য। ৫। উপদেশ বাক্য। ৬। জীবব্রহ্ম বাক্য। ৭। মনন বাক্য। ৮। জীব-ন্মুক্তি বাক্য। ৯। স্বানুভূতি বাক্য। ১০। সমাধি বাক্য

১১। নানা লিঙ্গ স্বরূপ বাক্য। ১২। পুংলিঙ্গ স্বরূপ বাক্য। ১৩। স্ত্রীলিঙ্গ স্বরূপ বাক্য। ১৪। নপুংসক লিঙ্গ স্বরূপ বাক্য। ১৫। আত্মস্বরূপ বাক্য। ১৬। সর্ব্বস্বরূপ বাক্য। ১৭। ব্রহ্মস্বরূপ বাক্য। ১৮। অবশিষ্ট বাক্য। ১৯। ফল বাক্য। ২০। বিদেহ মুক্তি বাক্য।

(৩) "তত্ত্ববোধ"—কয়েকজন মহাপুরুষের উপদেশ, ভাল কাগজ, সুন্দর ছাপা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, ২৭২ পাতায় পূর্ণ, মুল্য ১॥০ যে সকল বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহা দেখুন—

১। বিশ্ব বা জগৎ। ২। আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ। ৩। অহংতত্ত্ব। ৪। দর্শন। ৫। ত্রিবেণী। ৬। কাল। ৭। ব্যোম বা আকাশ। ৮। শব্দ ও নাদ। ৯। বাক্য। ১০। প্রকৃতি। ১১। শক্তি। ১২। মায়া। ১৩। প্রাণ ১৪। মন। ১৫। বুদ্ধি। ১৬। চিত্ত। ১৭। সারতত্ত্ব ১৮। কুমার দেবব্রত। ১৯। সিদ্ধাশ্রম। ২০। ব্রহ্মচর্য্য ২১। সন্ন্যাস ও আনন্দ। ২২। স্বাধীন ও পরাধীন। ২৩। সত্য। ২৪। চৌর্য্য। ২৫। শরীর। ২৬। ব্যাধি ২৭। জরা। ২৮। মৃত্যু। ২৯। শ্মশান।